ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 8 June, 2020 ■ আগরতলা, ৮ জুন, ২০২০ ইং ■ ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আইসিপিতে চিকিৎসক ও বিএসএফ সহ আক্রান্ত ৯ , আমদানী-রপ্তানী অনিশ্চিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। করোনার প্রকোপে বাংলাদেশের সাথে আমদানী রপ্তানী সাময়িক বন্ধ হতে চলেছে। কারণ, আগরতলা আইসিপিতে এক চিকিৎসক ও ছয় বিএসএফ জওয়ানসহ নয়জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। আমদানী রপ্তানী সাময়িক বন্ধের পিছনে আইসিপিতে লেন্ড পোর্ট অব ইন্ডিয়ার এক কার্গো কর্মীর করোনা সংক্রমিত হওয়াকে কারণ হিসেবে মনে করা হচ্ছে। বিএসএফ জওয়ান ও চিকিৎসক বাংলাদেশ ফেরত ত্রিপুরার নাগরিক করোনা সংক্রমিতদের সংস্পর্শে আসায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। কিন্তু, ওই কার্গো কর্মীর সংক্রমিত হওয়ার পিছনে বাংলাদেশ থেকে পণ্যবাহী গাড়ির চালকদের মাধ্যমে সংক্রমণ ছড়িয়েছে কি না, সেই প্রশ্নও উঠেছে।

এদিকে, রাজ্যে নতুন করে ৫৩ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। ফলে, আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮০৩। তাঁদের মধ্যে ১৯২ জন সুস্থ হয়েছেন। ফলে করোনা সক্রিয় রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬০৭ জন।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব রবিবার রাতে টুইট করে বলেন, ১১৫৩টি নমুনা পরীক্ষায় ৫৩ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তাঁদের মধ্যে সিপাহিজলা জেলার ৪৯ জন এবং গোমতি জেলায় ৪ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। তিনি আরও জানান, ওই করোনা আক্রান্তরা সকলেই ট্রেনে চেন্নাই থেকে ফিরেছেন। বর্তমানে ত্রিপুরায় মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৮০৩ জন। তাদের মধ্যে সক্রিয় রয়েছেন ৬০৭ জন।

রাজ্যে নতুন করে করোনা সংক্রমিত ৫৩ জন, সকলে চেন্নাই ফেরত

সুস্থ হয়েছেন ১৯২ জন। ৩ জন করোনা আক্রান্ত ত্রিপুরার বাইরে রয়েছেন। এছাড়া, একজনের অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে।

ত্রিপুরায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন চিকিৎসকও। গত ২৮ মে আগরতলা স্থলবন্দরে বাংলাদেশ ফেরত ত্রিপুরার নাগরিকদের নমুনা সংগ্রহে গিয়ে ওই চিকিৎসক করোনা-য় সংক্রমিত হয়েছেন। এই প্রথম ত্রিপুরায় কোনও চিকিৎসক করোনা-য় আক্রান্ত হয়েছেন। বর্তমানে তিনি চিকিৎসাধীন।

বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা সাড়ে সাতশো ছুঁয়েছে। তাঁদের মধ্যে ১৭৩ জন সুস্থ হয়েছেন। গতকাল নতুন করে ৫৫ জন করোনা আক্রান্তের সন্ধান মিলেছিল। তাঁদের মধ্যে ওই চিকিৎসক রয়েছেন। গত ২৮ মে বাংলাদেশ ফেরত ১০৬ জন ত্রিপুরার নাগরিকের মধ্যে ১০ জনের দেহে করোনা সংক্রমণ মিলেছিল।

ত্রিপুরা সরকার বাংলাদেশ ফেরত সকলের নমুনা সংগ্রহ করেছে। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ওইদিন নমুনা সংগ্রহের দায়িত্বে ছিলেন। ধারণা করা হচ্ছে, অসাবধানতাবশত করোনা সংক্রমিতের সংস্পর্শে এসে যান ওই চিকিৎসক। গত ২ জুন তাঁদের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছিল। গতকাল গভীর রাতে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব টুইট করে জানান, ১,১২৫টি নমুনা পরীক্ষায় ৫৫ জনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। তাঁদের সকলের বহিঃরাজ্য সফর এবং করোনা সংক্রমিতের সংস্পর্শে আসার তথ্য রয়েছে।

আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেকপোস্ট (আইসিপি)-এ ছয় বিএসএফ জওয়ান এবং একজন ল্যান্ড পোর্ট অথরিটির কর্মী ও একজন স্পেশাল ব্রাঞ্চের কর্মী-র করোনা সংক্রমণের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগস্টের পর স্কুল খোলা হবে, জানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পোখরিয়াল

নয়াদিল্লি, ৭ জুন (হি. স.): করোনা সংক্রমণের রমরমার কারনে আগস্টের পর স্কুল খোলা হবে। রবিবার একথা জানান কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল। কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রীর এই ঘোষণা অভিভাবক ও পড়ুয়াদের স্বস্তি দিল।

করোনা সংক্রমণের জেরে গত ১৬ মার্চ থেকে দেশের স্কুল, কলেজগুলি বন্ধ হয়ে যায়। এর পর কেন্দ্রীয় সরকার জানায়, স্কুল খুললে ৩০ু পড়ুয়াকে স্কুলে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে। ২৬ মে কেন্দ্রের তরফে জানানো হয়, লকডাউন উঠলেই জোন অনুযায়ী স্কুল খোলা হবে। গ্রিন ও অরেঞ্জ জোনের স্কুল আগে খোলা হবে। শুধুমাত্র অষ্টম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়ারা স্কুলে গিয়ে ক্লাস করতে পারবে। কারণ কিশোরদের সংক্রমণের আশঙ্কা কম।

তবে করোনা সংক্রমণের রমরমার মাঝে রবিবার কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল ঘোষণা করেন আগস্টের পর স্কুল খোলা হবে। এদিন তিনি বলেন, এখনই স্কুল খোলা সম্ভব নয়। আগস্টের পরে, খুব সম্ভবত ১৫ আগস্ট ২০২০ র পর স্কুলগুলি খোলা হবে। মন্ত্রী বলেন, এই শিক্ষাবর্ষে করোনার আগে ও পরে যে সমস্ত পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে ১৫ আগস্টের মধ্যে সেগুলির ফলাফল ঘোষণা করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

মাছ ধরতে গিয়ে বিশালগড়ে গুলিবিদ্ধ এক ব্যক্তি, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৭ জুন।। মাছ ধরতে গিয়ে গুলিবিদ্ধ এক ব্যক্তি। ঘটনা সিপাহীজলা জেলার অন্তর্গত বিশালগড়ের সুতারমুড়া এলাকায়। গুলিবিদ্ধ ব্যক্তির নাম হরেকৃষ্ণ দেববর্মা। তার পেটের বাঁদিকে গুলি লাগে। বর্তমানে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তিনি। তবে কিভাবে গুলিবিদ্ধ হলেন তা স্পষ্ট নয়। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। গুলিবিদ্ধ ব্যক্তির পিতা স্বপন দেববর্মার বক্তব্যে রহস্য ঘনীভূত হয়েছে। এই ঘটনা সম্পর্কে তারা থানায় কোনো কিছুই জানায়নি। তার ওপর শনিবার রাতের এই ঘটনার পর গুলিবিদ্ধ ব্যক্তিকে রবিবার নিয়ে আসা হয় জিবি হাসপাতালে। কোন ধরনের শত্রুতা কারোর সাথে ছিল না বলে জানায় পিতা স্বপন দেববর্মা। তিনি জানান মাছ ধরার সময় গুলির শব্দ পেয়েছেন তারা। গাদা বন্দুক থেকে গুলি ছোড়া হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। গোটা বিষয়টিকে ঘিরে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে।

শৌচালয়ের গর্তে পড়ে বিশালগড়ে শিশুর মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৭ জুন।। মর্মান্তিক বললেও হয়তো কম হবে। ভবিষ্যৎ গড়ার আগেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিল এক তিন বছরের ছোট শিশু। যার স্বপ্ন ছিল বড় হবে পড়াশুনা করবে, স্কুলে যাবে। আর মাত্র তিন বছরেই এই ছোট শিশুটি কে চলে যেতে হলো। নিজ বাড়ির শৌচাগারের গর্তে পড়ে মৃত্যু হল তিন বছরের এক শিশুর। তার নাম রফিকুল আলম। বাবার নাম জলিল মিয়া।

ঘটনা রবিবার সন্ধ্যায় নাড়াউরা টিলা এলাকায়। জানাগেছে, শিশুটির পরিবার তাকে হঠাৎ না দেখতে পেয়ে সব জায়গায় খোঁজাখুঁজি করতে থাকে। এক সময় শিশুটির পরিবারের সন্দেহ হওয়ায় বাড়ির পাশের শৌচাগারের সামনে যায়। আর সেখানেই গিয়ে দেখতে পায় গর্তে পড়ে রয়েছে তাদের ছোট শিশু। চিৎকার চেঁচামেচি শুনে জড়ো হয় এলাকাবাসীরা। খবর যায় বিশালগড় অগ্নি নির্বাপক দফতরে। দমকল কর্মীরা ছুটে এসে শিশুটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে। কিন্তু হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। শিশুর পরিবারে মৃত্যুর খবর শুনতে পেয়ে কান্নায় ভেঙে পরেন। জানাগেছে, এই বাড়িটি তারা নতুন করেছে। সোমবার ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহটি তুলে দেওয়া হবে পরিবারের হাতে।

করোনা মোকাবিলায় রাজ্যব্যাপী অর্ধ দিবস বাজার খোলা রাখার পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। করোনা মোকাবেলায় ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান এবং বাজারহাট অর্ধদিবস খোলা রাখার পথেই এগিয়েছে। আগামীকাল রাজধানীর নেতাজী চৌমুহনী এবং মহারাজগঞ্জ বাজারের সবজি ব্যবসায়ীরা অর্ধদিবস ব্যবসা চালু রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই মত সারা রাজ্যেই অর্ধদিবস ব্যবসা চালু রাখার সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে মার্চেন্ট এসোসিয়েশন।

রাজ্যে করোনার সংক্রমণ ক্রমশ বাড়ছে। কিন্তু, সরকারী নিয়ম মেনে স্বাস্থ্য বিধি পালন ও পারস্পরিক দূরত্ব বজায় রাখা হচ্ছে না বলেই অভিযোগ উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে লকডাউন পুনরায় রাজ্যে কঠোর ভাবে পালনের দাবী উঠেছে। রাজ্য সরকারও পুনরায় লকডাউন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দ্বিতীয় মোদী সরকারের এক বছরের খতিয়ান দিলেন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। দ্বিতীয় মোদি সরকারের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে এই সময়ের মধ্যে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গুলির সম্পর্কে অবগত করতে রবিবার বিজেপির প্রদেশ কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন প্রদেশে বিজেপির সভাপতি ডাক্তার মানিক সাহা। দীর্ঘদিন ধরে চলা রাম মন্দির এর মত বিষয়ের সুষ্ঠু সমাধান হয়েছে এই সরকারের আমলে।

মুসলিম সম্প্রদায়ের মহিলাদের উপর দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা তিন তালাকের কুপ্রথার অবসান ঘটিয়েছে বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার। ৩৭০ ও ৩৫ এর খ ধারার বিলুপ্তি ঘটানো হয়েছে। এরফলে জম্মু-কাশ্মীরের দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান হয়েছে। জম্মু-কাশ্মীরে ১১ টি বিমানবন্দর এবং লাদাখে দুটি বিমানবন্দর বিশেষ প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য সুরক্ষা যোজনার অধীনে নটি মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হবে। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন সংসদে পাস হয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, ও পাকিস্তানের ধর্মীয় কারণে প্রতারিত হিন্দু, জৈন,বৌদ্ধ, পার্শী এবং খ্রিস্টানরা নাগরিকতা পাবে। এই আইন কোনভাবেই ভারতীয় নাগরিককে প্রভাবিত করবে না।

দেশে সন্ত্রাসবাদ বিরোধী কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বর্তমান সরকার। নকশালদের মাধ্যমে সংঘটিত ঘটনা নকশাল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিভেদ ভুলে সকলকে রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানালেন মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। বিভেদ ভুলে সকলকে রক্তদানে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। রবিবার চারটি বাম ছাত্র যুব সংগঠন আয়োজিত রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে এই কথা বলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। রবিবার রাজধানীর বিজয় কুমার গার্লস স্কুলে এই রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরকে কেন্দ্র করে ছাত্রদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। যুবক ও ছাত্রদের রক্তদানে উৎসাহিত করার জন্যই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এদিন রক্তদান শিবিরে উপস্থিত হন।

রক্তদান শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেন রক্তদান সবচেয়ে বড় সামাজিক ও মানবিক কাজ, এর চেয়ে ভালো কাজ আর কিছু হতে পারে না। দেশের এবং রাজ্যের এই সংকটময় মুহূর্তে প্রত্যেকটি রক্তদানে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়েছেন তিনি। বিশেষ করে বিভিন্ন ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী, সমাজসেবী ও সামাজিক সংগঠন গুলিকে রক্তদানে আরো বেশি সংখ্যায় এগিয়ে আসতে পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। মানিকবাবু বলেন রক্তের বিকল্প কিছু নেই, একমাত্র রক্তদানের মধ্য দিয়ে রক্তের ঘাটতি পূরণ করা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শান্তিরবাজারে গৃহবধূর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৭ জুন।। নিজ বাড়ীতে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখাযায় এক গৃহবধূকে। ঘটনার বিবরনে জানাযায় আজ সকাল আনুমানিক ১০ ঘটিকায় শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত বাইখোড়ার পশ্চিম চড়কবাই কুড়ী পাড়ার বাসিন্দা ফনিভূষন চক্রবর্তীর মেয়ে চাদনি চক্রবর্তীর (২৮) মৃতদেহ নিজবাড়ীতেই ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায় বাড়ীর লোকজন। জানাযায় চাদনি চক্রবর্তীর দুইবার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

তারপরও পারিবারিক কলহের জেরে সে স্বামীর বাড়ী ছেড়ে পশ্চিম চড়কবাই নিজবাড়ীতে চলেআসে। আজ সকালবেলা ঘরের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

টিএসআর ক্যাম্প প্রত্যাহার করার প্রতিবাদে সরব গোলাঘাটির জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। গোলাঘাঁটি দয়ারামপাড়া হাসপাতাল চত্বর থেকে টিএসআর ক্যাম্প সরিয়ে নেওয়ার আগাম খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। এলাকার জনগণ সংঘবদ্ধভাবে এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। এলাকার শান্তি সম্প্রীতি ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার তাগিদে টিএসআর ক্যাম্প দয়ারাম পাড়া থেকে কোনোভাবেই প্রত্যাহার করা যাবে না বলে এলাকাবাসী পোস্টে জানিয়ে দিয়েছেন।

টিএসআর ক্যাম্প প্রত্যাহারের যে কোন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে এলাকাবাসী ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। রবিবার এ বিষয়ে এলাকার লোকজন একত্রিত হয়ে টিএসআর ক্যাম্প প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানান। অবশ্য অপর একটি সূত্রে জানা গেছে এখনও সেখান থেকে প্রত্যাহারের জন্য চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়নি। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে দয়া রামপাড়া হাসপাতাল চত্বরে চিকিৎসার ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যেই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ টিএসআর ক্যাম্প সেখান থেকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য বলেছেন বলে জানা গিয়েছে। এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার জনগণের মধ্যে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা চরম আকার ধারণ করেছে। উল্লেখ্য সন্ত্রাসবাদি কার্যকলাপ মোকাবেলার জন্য গোলাঘাটা রামপাড়া হাসপাতাল চত্বরে টিএসআর ক্যাম্প করে তোলা হয়েছিল।

টিএসআর ক্যাম্প স্থাপনের ফলে হিংসাদীর্ণ ওই এলাকায় ধীরে ধীরে শান্তির পরিবেশ ফিরে এসেছে। জাতি উপজাতি উভয় অংশের জনগণ শান্তি ও সম্প্রীতির মানসিকতা নিয়ে বসবাস করতে শুরু করেছেন। টিএসআর ক্যাম্প একদিকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালন করছে অন্যদিকে শান্তি সম্প্রীতি সেতু হিসেবে কাজ করে চলেছে বলে এলাকাবাসী অভিমত ব্যক্ত করেছেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৭ জুন।। ফের পথদুর্ঘটনায় আহত এক ব্যক্তি। ঘটনার বিবরনেজানায় শান্তিরবাজার মহকুমার বি এস এফ ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা কান্তিলাল দত্তকে (৫১) আগরতলা সাব্রুম জাতীয় সড়কের পাশে দারিয়ে থাকা অবস্থায় শান্তির বাজার থেকে আগরতলা দিকে যাওয়া একটি দ্রতগামী অল্টোগাড়ী সজোরে ধাক্কা দিয়ে চলে যায়। গাড়ীর ধাক্কায় কান্তিলাল দত্ত রাস্তায় লুটিয়েপরে। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে এলাকাবাসী শান্তিরবাজার দমকল বাহিনীকে খবরদেয়। ঘটনার খবর পেয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শহিদ সেনা জওয়ানের বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী, করলেন আর্থিক সাহায্য

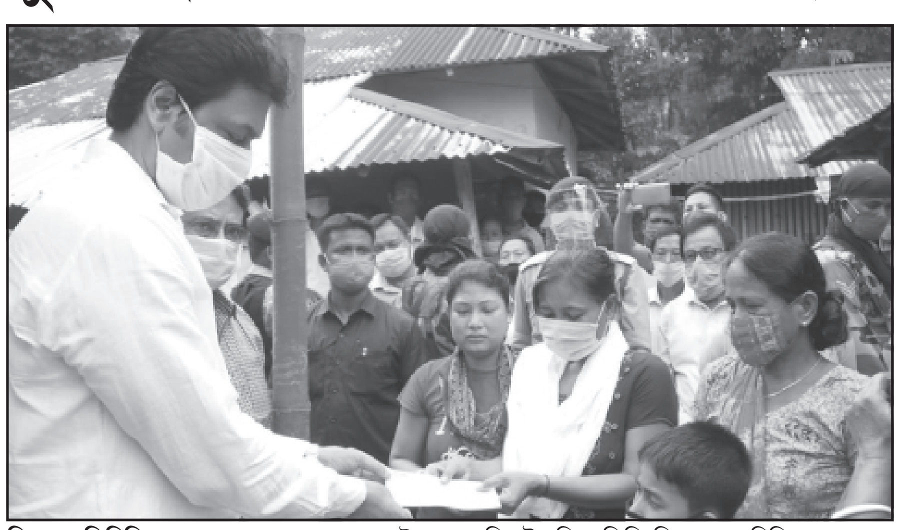

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। ২৪ ঘন্টার মধ্যেই শহিদের বাড়িতে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। শ্রদ্ধা ও সমবেদনা জ্ঞাপন করে, শহিদ পরিবারকে করলেন আর্থিক সাহায্য।

শনিবার দিনভর তিনি ঊনকোটি, ধলাই ও খোয়াই জেলা সফরে ছিলেন। পরের দিন অর্থাৎ আজই মুখ্যমন্ত্রী শহীদ বিজয় দেববর্মার বাড়িতে যান। চীন সীমান্তে কর্তব্যরত অবস্থায় শহীদ হয়েছিলেন রাজ্যের বীর যুবক বিজয় দেববর্মা। গতকাল তাঁর নিজ বাসভবন, সিপাহীজলা জেলার বিশ্রামগঞ্জ থানাধীন গুলিরাইবাড়ি এডিসি ভিলেজের বিধি চন্দ্র পাড়ায় পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়।

আজ দুপুরে মুখ্যমন্ত্রী শহীদের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। শহীদের স্মৃতিতে নিজের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে, শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা ব্যক্ত করেন। শহিদ বিজয় দেববর্মার স্ত্রী আশা রানী দেববর্মা, এক ছেলে, বাবা ভাস্কর দেববর্মা এবং মায়ের সাথে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। শহীদ পরিবারকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিল থেকে পাঁচ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ঃ ৭৬ দিন পর আজ খুলবে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। করোনা-র প্রকোপে দীর্ঘ ৭৬ দিন বন্ধ থাকার পর সোমবার থেকে খুলছে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির। ভক্তদের জন্য আগামীকাল উদয়পুরে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী-র দরজা খুলে দেওয়া হবে। তবে, নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম মেনে ভক্তদের মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হবে।

রবিবার গোমতির জেলা প্রশাসন, মহকুমা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, স্থানীয় বিধায়ক সহ অন্যান্যদের উপস্থিতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৈঠকে সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে মন্দির খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়ে হয়েছে। তবে মন্দিরে প্রবেশের ক্ষেত্রে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মাস্ক ও সেনিটাইজার ব্যবহার করতে হবে ভক্তকুলকে। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভক্তরা সোমবার থেকে মন্দিরে মাতা ত্রিপুরেশ্বরীকে দর্শন করতে পারবেন, পুজো দিতে পারবেন। কিন্তু অঞ্জলি দেওয়া এবং অন্নভোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। তবে, বিধি মেনে সমস্ত অনুষ্ঠান চলবে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে।

বর্তমানে দেশে আনলক ১.০ চলেছে। তাতে দেশের প্রতিটি মন্দির ও ধর্মীয় স্থান খুলে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি পর্যালোচনা করেই গোমতি জেলা প্রশাসন উদয়পুরে মাতাবাড়ি ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তের ফলে দীর্ঘদিন পর ভক্তরা মন্দিরে প্রবেশের অনুমতি পাচ্ছেন। মন্দির খোলার পাশাপাশি মন্দির চত্বরে বিভিন্ন দোকানপাটও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ফলে দীর্ঘদিন পর স্থানীয় ব্যবসায়ী, বিশেষ করে পেড়া ব্যবসায়ীরা অনেকটা স্বস্তি ফিরে পেয়েছেন। মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে প্রবেশের ক্ষেত্রে যাতে সরকারি নিয়ম-কানুন যথাযথভাবে মেনে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৮ ◘ সংখ্যা ২৩৫ ◘ ৮ জুন ২০২০ইং ◘ ২৫ জ্যৈষ্ঠ ◘ সোমবার ◘ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

করোনার লড়াই ও রাজনীতি

করোনার বিরুদ্ধে লড়াইয়ে গোটা বিশ্ব যখন একেবারেই বিধ্বস্ত তখনও রাজনীতির পাঠ স্তব্ধ হইয়াছে বলিবার সুযোগ নাই। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দিন যতই আগাইয়া আসিতেছে ততই উত্তেজনাও তলে তলে বাড়িতেছে। আর এই রাজনীতির জন্য প্রসিদ্ধ ভারতও করোনার সঙ্গে নির্বাচনী তপ্ত হাওয়াকে দূরে সরাইয়া রাখিতেছে না। দলত্যাগ ও নতুন করিয়া দল বদলের ঘটনাও চলিতেছে এই করোনা লড়াইয়ের মধ্যেই। আসলে, করোনার বিরুদ্ধে লকডাউনের কারণে রাজনীতির পাঠ একেবারেই মুখ থুবরাইয়া পড়িয়াছে। বিভিন্ন রাজ্যে করোনা ছাড়া কোনও কথা নাই। কিন্তু, কোনও কোনও রাজ্যে ভোটের রাজনীতির বাজনা এই পুরনো যুদ্ধের আবহেও চলিতেছে। মধ্যপ্রদেশের রাজনীতি নতুন মোড় নিতেছে। হঠাৎ সরগরম রাজনীতি। একের পর এক বিজেপি নেতা দল ছাড়িয়া কংগ্রেসে যোগ দিতেছেন। প্রাক্তন কংগ্রেস নেতা জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার সঙ্গে যে একঝাঁক কংগ্রেস বিধায়ক বিজেপিতে যোগ দিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেকেই আজ কংগ্রেসে ফিরিয়া আসিতে উন্মুক্ত। একজন ইতিমধ্যেই কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। কংগ্রেস ত্যাগী বিজেপি বিধায়করা এখন বুঝিতে পারিয়াছেন রাজনীতিতে শেষ কথা বলিয়া কিছু নাই। যাহারা মন্ত্রীপদ পাইবেন বলিয়া কংগ্রেস ছাড়িয়া বিজেপিতে যোগ দিয়াছিলেন আজ তাহারা বুঝিতে পারিয়াছেন রাজনীতিতে কথার খেলাপ হইতেছে রুটিন কারবার। কংগ্রেস ত্যাগী জ্যোতিরাদিত্যকে রাজ্যসভায় প্রার্থী করিয়াছে বিজেপি। এখানেই আপত্তি জ্যোতিরাদিত্যের। তাঁহাকে রাজ্য রাজনীতি হইতে নির্বাসনে পাঠাইবার চেষ্টা বলিয়া মন্তব্য জ্যোতিরাদিত্যের। তাহার এই আপত্তিতে বিজেপি নেতৃত্ব ভূমিকা নিতে চাহিবেন তাহাই দেখিবার বিষয়।

মধ্যপ্রদেশে ২৪টি বিধানসভা আসনে উপনির্বাচনের উদ্যোগ চলিতেছে। যে ২৪টি আসনে কংগ্রেস বিধায়করাই বিজেপিতে যোগ দিয়াছিলেন। সেই ২৪ আসনই ছিল কংগ্রেসের। উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীদের জয়ের সম্ভাবনা বেশী। ফলে, গভীর চিন্তায় আছে বিজেপি। কংগ্রেস ভাঙ্গাইয়া ২৪ বিধায়ককে দলে টানিয়াও বিজেপি তাহাদের ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না। ফলে, বিজেপির ঘরেও অশান্তির কালো মেঘ দেখা দিয়াছে। ঠিক উপনির্বাচনের প্রস্তুতি যখন শুরু হইয়াছে তখনই যেভাবে সিন্ধিয়ার সঙ্গে বিজেপিতে আসা কংগ্রেস নেতা ও কর্মীরা আবার কংগ্রেসে ফিরিতে চাহিতেছেন তাহা বিজেপির কাছে বড় বেশী চিন্তার। আসলে, রাজনীতিতে এখন আর দেশ সেবা দেশ প্রেমের বালাই নাই। রাজনীতি মানেই নিজের স্বার্থকে বড় করিয়া দেখা। একের পর এক সংঘাত আসে স্বার্থের তাগিতে। মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেস ত্যাগী বিধায়করা তো দল ছাড়িয়াছিলেন বিজেপির কাছে অনেক কিছু পাইবেন বলিয়া। দলত্যাগের মুহুর্তে ঢালাও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। প্রতিশ্রুতি দেওয়া এবং তাহা রক্ষা করার মধ্যেই তো সমস্যা। বিজেপির ঢালাও প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ঘটনা নতুন নহে। আজ করোনার বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রাম যখন চলিতেছে তখন রাজনীতির টানাটানি মধ্যপ্রদেশে জোর সংকট ডাকিয়া আনিতেছে। আমরা বিশ্বাস করি, রাজনীতির স্বার্থ ইত্যাদি অনেক বেশী গুরুত্ব পাইবে। তাহার চাইতে বড় কথা করোনার বিরুদ্ধে কঠিন লড়াই। এই লড়াইয়ে জয়ের শিরোপা না পাইয়া রাজনীতির লড়াইয়ে অংশ নেওয়া সঠিক হইতে পারে না। আগে মানুষের জীবন রক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া। তাহাকে দূরে সরাইয়া কোনও কাজই হইতে পারে না। তাহা হইবে মানবতা বিরোধী।

বেলপাহাড়িতে গাছের তলায় রাত কাটাচ্ছেন ৭ পরিযায়ী শ্রমিক

ঝাড়গ্রাম, ৭ জুন (হি. স.): ঝাড়গ্রামের বেলপাহাড়িতে ঝড়,বৃষ্টি মাথায় নিয়ে গাছের তলায় রাত কাটাচ্ছেন ভিন রাজ্য থেকে ফেরা সাত পরিযায়ী শ্রমিক। প্রশাসন তাদের কোন থাকা ,খাবার ব্যবস্থা করেনি বলে ওই সব শ্রমিকরা অভিযোগ করছেন।

গ্রামের অদুরে পাশে একটি ছোট্ট তাঁবুতে গাদাগাদি ঠাসাঠাসি করে দিন রাত কাটাচ্ছেন সাত পরিযায়ী শ্রমিকরা। গ্রামবাসীরা তাদের পুকুর ঘাট ও কুঁয়ো থেকে জল তোলা নিষিদ্ধ করেছে। কয়েক জনের খাবার ভাগ করে খাচ্ছেন সাত জন। এমনকি ওই পথে দিয়ে হাতির যাতায়াত করে। তাই তাবুতে রাত পাহাড়া দিচ্ছেন তাদেরই কয়েক জন। গাছে ঝুলিয়ে রাখচ্ছেন খাবার। প্রশাসন তাদের কোন থাকা ,খাবার ব্যবস্থা করেনি বলে ওই সব শ্রমিকরা অভিযোগ করছেন। ঝড়,বৃষ্টি মাথায় নিয়ে গত কয়েক দিন ধরে তারা গাছের নিচেই বসবাস করছেন। এই ঘটনা বেলপাহড়ির শিমূলডাঙা গ্রামের। ওই সব পরিযায়ী শ্রমিকরা জানান গত তিন মে তারা ওড়িশা থেকে ফিরেছেন। বেলপাহাড়ি থানার বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দা এই সাত পরিযায়ী শ্রমিক। শিমূলডাঙা, কেন্দাপড়া, সন্ধ্যাপাড়া, বেলপাহিড় বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দা এরা।

এনারা জানান তিন তারিখ তারা ফিরে বেলপাহাড়ি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পরীক্ষা করিয়ে আসেন। কিন্তু এনারা গ্রামে ফিরতে পারেন না। কারন গ্রামবাসীরা ভিন রাজ্য থেকে আসা এই সব শ্রমিকদের গ্রামের বাসিন্দাদের সুরক্ষার কথা ভেবে গ্রামে থাকতে দেন নি। তারাও জোর করেন নি। এই শ্রমিকদের অভিযোগ প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদের আলাদা ভাবে রাখা বা খাবারের কোন ব্যবস্থাই করা হয় নি। গ্রামের অদূরে বট গাছের নিচে তারা সাত জন ঠাসাঠসি করে আছেন। পালা করে রাতে পাহাড়া দিচ্ছেন। কারন এই এলাকা দিয়ে হাতি প্রায়শই যাতায়াত করে। এক কিমি দূরের গ্রাম থেকে কয়েক জনের খাবার আসে। সেই খাবার কোন রকমে খেয়ে রয়েছেন তারা। পুকুর বা কুঁয়ো ব্যবহার করা বরান। তাই পার্শবর্তী নদীতে স্নান করতে যান তারা। ঝড়, বজ্রবিদ্যুৎ মাথায় নিয়ে হাতি ও সাপের ভয় নিয়ে ওরা সাত জন রয়েছেন গাছের তলায়।

এই বিষয়ে বেলপাহাড়ির বিডিওকে ফোন করা হলে তিনি ফোন ধরেন নি। অন্যদিকে বেলপাহাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রাহালা হাঁসদা বলেন " বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখছি।"

সিলামপুর দামোদরঘাটে বালিবোঝাই লরি উল্টে মৃত খালসী, উত্তেজনা

দুর্গাপুর, ৭ জুন(হি.স.): প্রাক বৃষ্টি শুরু হয়েছে। দুর্বল হয়ে পড়েছে নদী গর্ভের রাস্তা। আর ওই রাস্তায় বালি বোঝাই লরি উল্টে মৃত্যু হল লরি খালাসীর। ওভারলোডিংবলি বোঝাই লরি যাতায়াতের প্রতিবাদে বিক্ষোভ এলাকাবাসীর। রবিবার ঘটনাটি ঘটেছে, দামোদর নদীর ওপর কাঁকসার সিলামপুর সংলগ্ন ঘাটে।

পুলিশ সুত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম রথীন মাঝি(২৬) চাকদহ র বাসিন্দা। ঘটনায় জানা গেছে, লকডাউনের মধ্যেও অবাধে চলছে দামোদর নদীতে বালি উত্তোলন। বৈধ ঘাটের পাশাপাশি অবাধে চলছে অবৈধঘাট। কোলকাতা, হাওড়া থেকে লরি ঢুকছে এলাকায়। করোনা আবহে বাইরে লরি ঢোকায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। তার ওপর প্রাক বর্ষার বৃষ্টি শুরু হয়েছে। নদীতে জল বয়ছে। তার জেরে দুর্বল হয়ে পড়েছে নদী গর্ভের রাস্তা। এদিন খাদান থেকে বালি বোঝাই করে নদীর পাড়ে ওঠার সময় বেসামাল হয়ে উল্টে যায় একটি লরি। তাতেই চাপা পড়ে লরির খালাসী। ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে আশপাশের বাসিন্দারা ছুটে আসে। নদীর জলে চাপা পড়ে থাকা খালাসীর মৃতদেহ উদ্ধার করে।

গ্রামবাসীরা জানান,' ঘটনাস্থলের নদীজলে প্রায়দিনই এলাকার জনা দশেক ছেলে ওইসময় স্নান করে। এদিন বৃষ্টির জন্য স্নানে যায়নি। না হলে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারত।' বাসিন্দাদের আরও অভিযোগ,' প্রতিদিন অবৈধ বালির লরি যাতায়াতে অতিষ্ঠ। প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। ওভারলোডিং বালি বোঝাই লরি প্রায়ই বেসামাল হয়ে উল্টে যায়।' ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। বালি বোঝাই লরি চলাচল বন্ধ করে দেয় বাসিন্দারা।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সোনামুখী থানার পুলিশ। একই সঙ্গে কাঁকসা থানার পুলিশও পৌঁছায়। বিকাল নাগাদ সোনামুখী থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায়। পুলিশ জানিয়েছে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক। ঘটনার তদন্ত চলছে।'

অনলাইন শিক্ষার ওপর জোর দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার শিক্ষাকে পণ্যে পরিণত করতে চাইছে

ড. প্রদীপকুমার দত্ত

কোভিড-১৯ সংক্রমণের কারণে লকডাউনের ফলে মার্চ মাসের মাঝামাঝি থেকে দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ। কবে সেগুলি খুলবে এবং স্বাভাবিক পঠনপাঠন চালু করা যাবে, তা এখনও অনিশ্চিত। এ অবস্থায় বিকল্প শিক্ষাদান পদ্ধতি কী হতে পারে, সে নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার শ্রেণিকক্ষে ছাত্র শিক্ষক সম্পর্কের ভিত্তিতে প্রথাগত শিক্ষার পরিবর্তে অনলাইন শিক্ষা চালু করতে এবং খসড়া জাতীয় শিক্ষানীতি রূপায়ণ করতে তৎপর হয়েছে। ১ মে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শিক্ষা সংক্রান্ত বিষয় ও প্রস্তাবিত জাতীয় শিক্ষা নীতি, ২০১৯ সহ শিক্ষা ক্ষেত্রে কী কী সংস্কার প্রয়োজন সে নিয়ে অনুষ্ঠিত একটি সভায় বলেছেন, খসড়া জাতীয় শিক্ষা নীতি, ২০১৯ দ্রুত কার্যকরী করা হবে এবং অনলাইন শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হবে। নির্দিষ্ট টেলিভিশন চ্যানেলে ক্লাস ভিত্তিক পাঠের সম্প্রাচার সিক্ষা পোর্টাল সহ নানা প্রযুক্তি প্রযোগের পক্ষে সওয়াল করেছেন।

উল্লেখ্য, জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১৯ এ শিক্ষার সব স্তরেই অনলাইন (বা ডিজিটাল) শিক্ষার সুপারিশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, এদেশে শিক্ষার মানের অবনমনের কারণ শিক্ষায় প্রযুক্তির ব্যবহার না করা। শিক্ষার মানের অবনমনের অন্যতম প্রধান কারণ যে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ ফেল তুলে দেওয়া, সেকথা খসড়া শিক্ষানীতিতে স্বয়ং মুখ (ম্যাসিভ ওপেন অনলাইন কোর্স) এবং দুরশিক্ষার (ওপেন অ্যান্ড ডিসট্যান্স মোড অফ লার্নিং) মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতি স্কুলস্তর থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত সব স্তরেই চালু করার সুপারিশ করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীও একই কথা বলেছেন। ১৭ মে ২০২০ কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বলেছেন, লকডাউনের ফলে যাতে ছাত্ররা ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেজন্য কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন দফতর প্রথম ১০০টি ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে ৩০ মে ২০২০ এর মধ্যে আনলাইন ডিগ্রি কোর্স চালু করার ছাড় পত্র দিয়েছে। এই সব বিশ্ববদ্যািলয় অনলাইন শিক্ষার ভিত্তিতে ডিগ্রি দিতেও পারবে। করোনা ভাইরাস পরবর্তী যুগেও ডিজিটাল শিক্ষা চালু থাকবে বলেও তিনি জানিয়েছেন। তিনি 'প্রধানমন্ত্রী ই-বিদ্যা' প্রোগ্রামের কথা ঘোষণা করেন যাতে এই ১০০টি বিশ্ববিদ্যালয় ডিজিটাল শিক্ষা চালিয়ে যেতে পারে।

কেন্দ্রীয় সরকার কি জানে না যে সেখানে আমাদের দেশে নিম্নবিত্ত পরিবারের লক্ষ লক্ষ শিশুকে দু'মুঠো অন্ন সংস্থানের জন্য পিতামাতারা স্কুলে না পাঠিয়ে কাজ করতে পাঠায়, মিড-ডে মিল দিয়েও তাদের স্কুলমুখী করা যাচ্ছে না, সেখানে অনলাইন শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কম্পিউটার ল্যাপটপ, স্মাট ফোন কেনা এবং ইন্টারনেট সংযোগ নেওয়া তাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব নয়? যেখানে দেশে বেকারত্ব দিন দিন বাড়ছে, দেশে অর্থনৈতিক মন্দার ফলে বহু মানুষ কাজ হারাচ্ছে, সেখানে ইন্টারনেট সংযোগের জন্য ব্যয় করা ক'জনের পক্ষে সম্ভব? শুধু তাই নয়, অনলাইন শিক্ষার জন্য প্রয়োজন নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ ও দ্রুত গতির ইন্টারনেট। কিন্তু ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিদ্যুৎ পৌঁছায়নি। আর যেখানেও বা পৌঁছেছে, সেখানে বিদ্যুৎ থাকে খুব কম সময়, ভোল্টেজের সমস্যাও থাকে। ২০১৭-১৮ সালের গ্রাম উন্নয়ন মন্ত্রকের সমীক্ষা অনুযায়ী ১৬ শতাংশ বাড়িতে প্রতিদিন ১ থেকে ৮ ঘণ্টা, ৩৩ শতাংশ বাড়িতে প্রতিদিন ৯-১২ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকে, আর ৪৭ শতাংশ বাড়িতে ১২ ঘণ্টার বেশি বিদ্যুৎ থাকে। ২০১৭-১৮ সালের ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে রিপোর্ট অন এডুকেশন অনুযায়ী ভারতের জনসংখ্যার যে ৬৬ শতাংশ গ্রামে বাসবাস করে তাদের মাত্র ১৫ শতাংশের বাড়িতে ইন্টারনেট সংযোগ আছে, শহরের ক্ষেত্রে তা ৪২ শতাংশ। আর থেকে ২৪ বছর বয়সী সদস্য আছে এমন পরিবারের মধ্যে মাত্র ৮ শতাংশের বাড়িতে কম্পিউটারও ইন্টারনেট সংযোগ দু'টিই আছে। তা ছাড়া গ্রামের স্কুল কলেজে প্রায় কোথাও অনলাইন শিক্ষার পরিকাঠামো নেই। আবার ইন্টারনেট সংযোগের ক্ষেত্রেও সব রাজ্যের পরিস্থিতি এক নয়। দিল্লি, কেবর, হিমাল প্রদেশ, হরিয়ানা, পাঞ্জাব এবং উত্তরাখণ্ডে ৪০ শতাংশের বেশি বাড়িতে ইন্টারেট সংযোগ আছে, অন্যদিকে ওড়িশা, বিহার, অন্ধ্র প্রদেশ, অসম, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ ২০ শতাংশের কম বাড়িতে ইন্টারনেট সংযোগ আছে। স্পষ্টতই ৯০ শতাংশের বেশি ছাত্রছাত্রী অনলাইন শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। উল্লেখ্য, ইউনেস্কোও বলেছে, অনলাইন শিক্ষা শুধুমাত্র গরিব দেশে নয়, বিশ্বের ধনী দেশগুলিতেও বৈষণ্য বৃদ্ধি করবে। এসব তথ্য সরকারের অজানা থাকার কথা নয়। তা সত্ত্বেও সরকার অনলাইন শিক্ষা দেবার ওপর জোর দিচ্ছে কেন?

এক কথায় এর দ্বারা সরকার একসঙ্গে অনেকগুলি উদ্দেশ্য পূরণ করতে চাইছে। প্রথমত, এর ফলে দেসের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষকে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা যাবে কারণ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে বাসকরে। সরকার যথই শিক্ষার সম্প্রসারণ ও উৎকর্ষের কথা বলুক, স্বাধীনতার পর দেশে যে সরকারই ক্ষমতাসীন হয়ছে তারা ভালো ভালো কথার আড়ালে বাস্তবে শিক্ষার সংকোচন করতে চেয়েছে দ্বিতীয়ত অনলাইন শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে সরকার নতুন নতুন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা পরিকাঠামো তৈরি করা এবং শিক্ষক নিয়োগের দায়িত্ব তেকে মুক্ত হতে চাইছে। তৃতীয়ত সরকার চাইছে শিক্ষার অর্থ বরাদ্দ হ্রাস করে বিপুল সংখ্যাক স্কুল, কলেজ তুলে দিতে এবং স্বল্প সংখ্যক 'এলিট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান' টিকিয়ে রখার পথ প্রশস্ত করে শিক্ষার কেন্দ্রীকরণ ঘটাতে, যাতে শিক্ষাকে গৈরিকীকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণ করার এজেন্ডা রূপায়ণ করতে তাদের সুবিধা হয়। চতুর্থত, অনলাইন শিক্ষার প্রসারের দ্বারা তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলির মুনাফার দ্বারা উন্মুক্ত করতে চাইছে। খেনও তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলি অনলাইন শিক্ষার জন্য বিনিয়োগ করার পরিকল্পনা করছে। এভাবে সরকার শিক্ষাকে বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিককরণ করতে এবং শিক্ষাকে বিত্তবানদের ক্রয়যোগ পণ্যে পরিণত করতে চাইছে। উল্লেখ্য ১৯৮৬ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধির সময় গৃহীত জাতীয় শিক্ষানীতি থেকেই এই প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে।

শেষ করার আগে একটা বিষয় আলোচনা করা দরকার। যদি পরিস্থিতি এমন হয় যে দেশে ১০০ শতাংশ বাড়িতেই নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ হাইস্পিড ইন্টারনেট সংযোগ এবং কম্পিউটার থাকে (যদিও বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় তা আকাশকুসুম কল্পনা) তাহলেও অনলাইন শিক্ষা শ্রেণিকক্ষে ছাত্র ও শিক্ষকের সরাসরি সংযোগের মাধ্যমে প্রথাগত শিক্ষার বিকল্প হতে পারে না। কারণ সব ছাত্রের বোঝার ক্ষমতা এক নয়। তাই শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে সেটা বুঝেই তাদের উপযুক্ত করে পাঠদান করেন। কিন্তু অনলাইন শিক্ষায় ছাত্র ও শিক্ষক মুখোমুখি না থাকার ছাত্ররা কতটা বুঝছে, তা জানার সুযোগ শিক্ষকের থাকে না। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী সিএনআর রাও বলেছেন, 'অনলাইন শিক্ষা ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করতে পারে না'। যাদবপুর বিশবিদ্যািলয়ের উপাচার্য বিশিষ্ট ঐতিহাসিক সুরঞ্জন দাস ও বলেছেন, 'অনলাইন শিক্ষা প্রথাগত সিক্ষার পরিপূরক হতে পারে, বিক্লপ নয়।' মনে রাখতে হবে, শিক্ষকরাই ছাত্র তৈরি করেন, কেবল ক্লাসে লেকচার প্রদানের মাধ্যমে নয়, নিজের চরিত্র, জীবনের প্রভাব দিয়ে। এটা যুগে যুগে পরীক্ষিত সত্য। তাই অনলাইন বা ডিজিটাল শিক্ষা বড়জোর প্রথাগত শিক্ষার পরিপূরক হতে পারে। তা ছাড়া বিজ্ঞান প্রযুক্তি ক্ষেত্রে প্র্যাকটিকাল ক্লাস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেটাও অনলাইনে সম্ভব নয়। তাই দেশের শিক্ষাবিদ, শিক্ষক ও শিক্ষানুরাগী মানুষ অনলাইন শিক্ষার বিরোধিতা করছেন। অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির নেতৃত্বে তাঁরা দেশজুড়ে আন্দোলন গড়ে তুলছেন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রথাগত শিক্ষার পরিবর্তে অনলাইন শিক্ষা চালু করার বিরোধিতা করে প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনলাইন পিটিশন জমা দিয়েছেন। সেই সঙ্গে জনবিরোধী জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১৯ প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

যা সন্দেহ ছিল, তাই হয়েছে

আর কে সিনহা

জাপানের মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ তাসকু হঞ্জো একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ্যে এনেছেন। সংবাদমাধ্যমগুলিকে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে করোনার ভাইরাস প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক ভাবে ছড়িয়ে পড়া কোনও ভাইরাস নয়। এটি সম্পূর্ণ ভাবে একটি মনুষ্যনির্মিত ভাইরাস। চীনের বুহানের পরীক্ষাগারে তৈরি করা হয়েছে। ডাঃ তাসকু হঞ্জো হলেন জাপানের কিটো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমিউনোলজি এবং জেনোমিক মেডিসিন বিভাগের অধ্যাপক।২০১৮ সালে ইমিউনোলজির উপর নোবেল পুরষ্কার পেয়েছিলেন।অধ্যাপক ডাঃ হঞ্জো জানিয়েছেন, 'আমি হলফ করে দবলতে পারি যে এই ভাইরাসটি পরিপূর্ণ ভাবে মনুষ্যসৃষ্ট। বাদুড়ের সঙ্গে এর কোনও যোগসূত্র নেই। বাদুড়ের প্রসঙ্গ টেনে মিথ্যা ছড়ানো হয়েছে।'

ডাঃ তাসকু হঞ্জো জানিয়েছেন,' আমি নিজে চার বছর ধরে চীনের বুহানে ভাইরোলজির পরীক্ষাগারে কাজ করেছিলাম এবং সেখানকার বিজ্ঞানী ও টেকনিশিয়ানরা প্রত্যেকেই আমার পরিচিত। ভাইরাসটি যখন ছড়িয়ে পড়ে তখন আমি নিজে বুহানে ভাইরোলজির পরীক্ষাগারে কর্মরত আমার সমস্ত বৈজ্ঞানিক বন্ধুকে একে একে ফোন করেছিলাম। কিন্তু কাউকে ফোন পাওয়া যায়নি। প্রত্যেকের ফোন হয় বন্ধ ছিল বা সম্পূর্ণ ডেড হয়ে পড়েছিল। তিন মাস চেষ্টার পরে এখন জানতে পেরেছি যে ওই পরীক্ষাগারে কর্মরত সমস্ত বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদরা এই পৃথিবীতে নেই। এটি একটি অত্যন্ত গুরুতর বিষয়।'

ডাঃ তাসকু হঞ্জো জানিয়েছেন,' আমি গত ৪০ বছর ধরে কেবল ভাইরাস এবং ইমিউনোলজি নিয়ে গবেষণা কাজ করে যাচ্ছি।তবে, চল্লিশ বছরের গবেষণায় কখনও দেখেনি যে একটি ভাইরাস সমস্ত ধরণের পরিবেশ এবং সমস্ত ধরণের তাপমাত্রায় টিকে থাকতে পারে। এটি এমন প্রথম ভাইরাস যা চিনের তাপমাত্রায় , সুইটজারল্যান্ডের

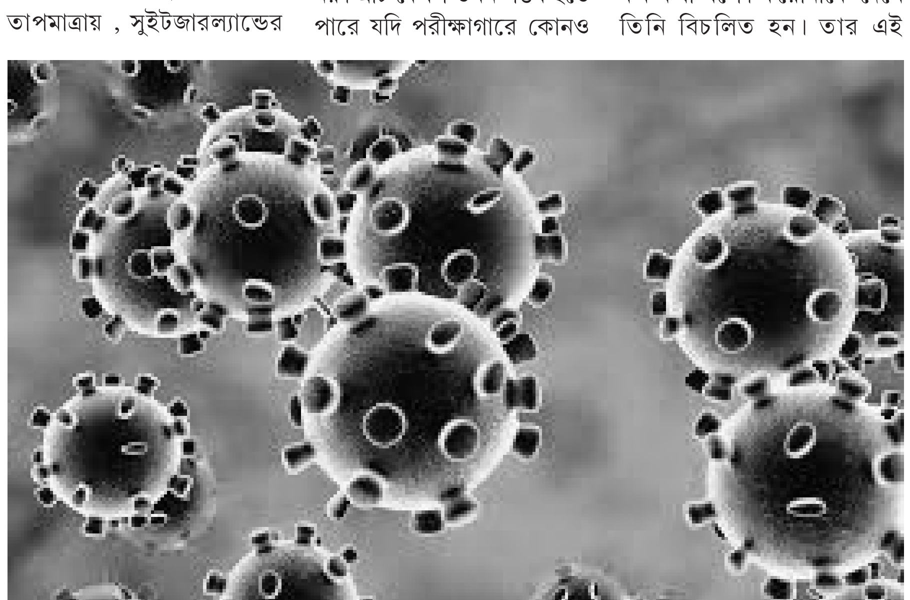

তুষারময় অঞ্চল এবং মধ্য এশিয়ার মরুভূমিতে সমান ভাবে সক্রিয়। এটা সম্ভব হতে পারে না। কারণ প্রাকৃতিক ভাইরাসকে বেঁচে থাকতে হলে কয়েকটি বিশেষ শর্ত মেনে চলতে হয়। তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে তাপমাত্রা। ভাইরাসের বেঁচে থাকার জন্য সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা প্রায় জানা এবং স্থির। তবে করোনা নামের এই ভাইরাসটি চীনের বুহান পরীক্ষাগার থেকে ছড়িয়ে পড়েছে তা সব ধরণের তাপমাত্রায় টিকে রয়েছে। এটি চীন, সুইজারল্যান্ড, ইতালি, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান, আফ্রিকা, রাশিয়া, আমেরিকা এবং ভারতেও ছড়িয়ে পড়েছে।প্রাকৃতিক ভাইরাসের ক্ষেত্রে যা মোটেই সম্ভব নয়। এটি কেবল তখন সম্ভব হতে পারে যদি পরীক্ষাগারে কোনও কৃত্রিম ভাইরাস তৈরি হয়, যা সমাজ ধ্বংসের জন্য পরিকল্পিতভাবে পরিকল্পনা করা হয়।' তিনি এমনও দাবি করেছেন যে তিনি ভুল হলে তার নোবেল পুরস্কার ছিনিয়ে নেওয়া হোক। নোবেল বিজয়ীদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হোক তার নাম। তার এই জোরদার দাবি লক্ষণীয়। তিনি পরীক্ষা করেই এমন সিদ্ধান্তে আসেন। তার মতো এক ফরাসী বিজ্ঞানী একই কথা বলছে।মার্কিন প্রেসডেন্ট ট্রাম্পও তদন্ত চেয়েছে।

আপনি যদি এই বৈজ্ঞানিকের জীবনী দেখেন তবে দেখবেন তিনি লক্ষাধিক গবেষণা জড়িত ছিলেন। প্রায় এক ডজন পুরস্কার পান।জাপানের লোকেরা অনেক কম কথা বলে। করোনাকে দেখে তিনি বিচলিত হন। তার এই বক্তব্যকে জোরদার করেছেন আমেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, জাপান ইত্যাদির মতো দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলি রিপোর্টে। যারা এই ভাইরাসটির কৃত্রিমমতা খোঁজে জন্য নিজেদের মতো করে অনুসন্ধান চালিয়েছে। এটি সত্য। এর মধ্যে অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য লুকিয়ে রয়েছে। সর্বোপেরি চীন কেন এমন করল? কিছু লোক বলেছেন যে চীন নিজেই তার জনসংখ্যা হ্রাস করতে চেয়েছিল। তবে, বেশিরভাগ লোক বলেছেন আমেরিকা বিশ্বের এক নম্বর অর্থনৈতিক শক্তিধর দেশ হিসেবে থেকে যাক তা চীন সহ্য করতে পারেনি। চীন চায় যে কোনওভাবে নিজেই বিশ্বের প্রথম শক্তিধর হয়ে উঠুক। এর জন্য, চীন কয়েক বছর ধরে বিভিন্ন ধরণের প্রচেষ্টাও করেছে। উদাহরণস্বরূপ, শতাধিক চীনা সংস্থা নিউ ইয়র্ক স্টক এক্সচেঞ্জে নিজেদের নিবন্ধিত করেছে এবং তারপরে চীনা সরকার সুকৌশলে এই সংস্থাগুলির শেয়ারের দাম বাড়িয়েছে। যখন চীনা সংস্থাগুলির শেয়ারের দাম বেড়েছে তখন আমেরিকা এবং ইউরোপের বিনিয়োগকারীরা এর মধ্যে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ শুরু করে, ফলে এই অর্থ চীন যেতে থাকে এবং চীন এই সংস্থাগুলির মাধ্যমে উন্নতি লাভ করতে থাকে। এর সঙ্গে চীনও যথেষ্ট অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জন করেছে। তবে, এখন আমেরিকা এ জাতীয় অনেক সংস্থার জালিয়াতি ধরা পড়ে এবং তাদের বিশেষজ্ঞদের চীন পাঠাতে চেয়েছিল সেই সংস্থাগুলির কাজ পরীক্ষা করার জন্য, তবে, চীন রাজি নয়। তারা বলেছিল যে কোনও বিদেশী সংস্থা তদন্ত আমাদের দেশের সংস্থাগুলিকে করতে পারে না।এটি একটি আশ্চর্যজনক।বিদেশের স্টক এক্সচেঞ্জের নাম নথিভুক্ত করাব। শেয়ারের উল্টো পাল্টা দাম নির্ধারণ করব।টাকা রোজগার করব।কিন্তু তদন্ত করতে দেব না। এটি চীনে একটি বড় কৌশল। চীন এ জাতীয় অনেক উল্টোপাল্টা কাজ করে চলেছে এবং যখন অর্থনৈতিক বিশ্বে এটি ঘটনা ধরা পড়ে তখন মনোযোগ সরিয়ে নেওয়ার জন্য বিভ্রান্তিমূলক কাজ করে চীন। যেমন এখন নেপালকে উস্কে দিয়ে কালী নদীর উৎপত্তিস্থলটি পরিবর্তন করতে চাইছে চীন কীভাবে আপনি নদীর উৎস পরিবর্তন করতে পারেন? কালী নদী, যা প্রাচীন কালী মন্দিরের নীচে সুড়ঙ্গ থেকে উৎপন্ন হয়েছিল কালী মন্দিরটি এখনও কোথায় আছে তা সকলেই জানেন।আপনি যদি মন্দিরের মাটির নীচের দিকে লক্ষ্য করেন তবে দেখতে পাবেন যে নদী প্রবাহমান এবং একই প্রবাহটি পরে বিকাশ করে পুরো কালী নদীতে পরিণত হয়। তবে এখন নেপালের শাসকরা চীনের দ্বারা প্রভাবিত হয় এই উৎপত্তি স্থল মানতে চাইছে না তারা কুমায়ুন থেকে এর উৎস দেখাতে চাইছে। সেখান থেকে একটি ছোট নদী বেরিয়ে এসে মূল কালী নদীর স্রোতের সঙ্গে এসে মিলেছে। তবে চীন এখনও লাদাখ সীমান্তে উত্তেজনা তৈরী চেষ্টা করছে।ভিয়েতনামের সঙ্গে সে একই আচরণ করছে।একই জিনিস তাইওয়ানের সাথেও চলছে।এর অর্থ হ " ল চীন নিজেকে এককভাবে বা অন্যভাবে বিশ্বের এক নম্বর দেশ করার চেষ্টা করছে।এটা কি সম্ভব হবে।সময়ই তা বলে দেবে। তবে একটি বিষয় আছে যে ডঃ তাসকু হঞ্জো বক্তব্য বিশ্বজুড়ে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে এবং করোনার ভাইরাসটি একটি মনুষ্যসৃষ্ট কৃত্রিম ভাইরাস এর তদন্তের সপক্ষে দাবিও জোরালো হয়।

(লেখক সম্পাদক ও রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ)

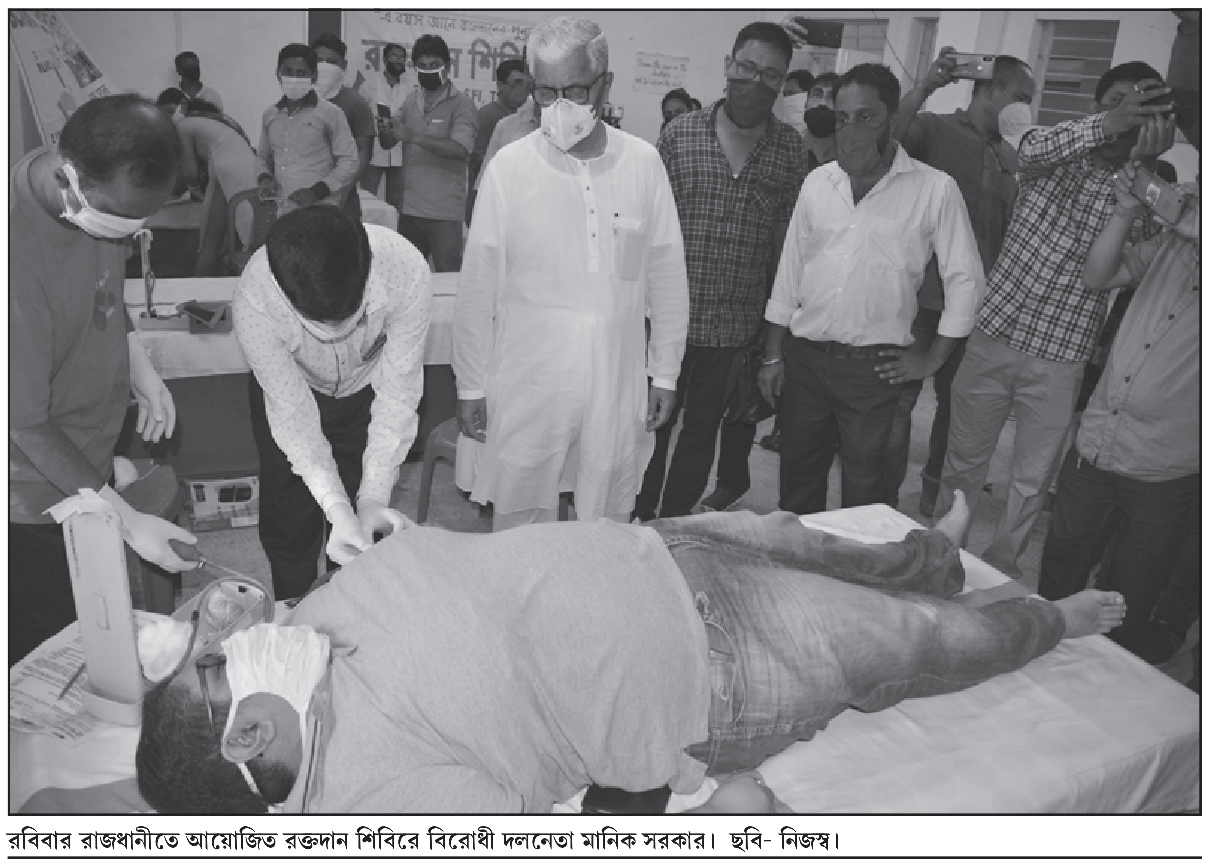

রবিবার রাজধানীতে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। ছবি- নিজস্ব।

অসমের ১৭টি স্কুল বন্ধ করে দেবে সরকার টেট, ঠিকাভিত্তিক এবং স্টেটপুল শিক্ষকদের জন্য আকর্ষণীয় ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ৭ জুন (হি.স.) : মাধ্যমিকে একজন শিক্ষার্থী পাশ করেনি, অসমের এমন ১৭টি স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হবে। সর্বশিক্ষার অধীনে ২৯,৭০১ জন টেট শিক্ষকের চাকরির কার্যকাল ৬০ বছর পর্যন্ত বহাল থাকবে। তাঁদের ওপর থেকে অস্থায়ী শব্দটি সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া রাজ্যের ৪৬,১১৩ জন শিক্ষক আজ থেকে সরকারি চাকরিজীবীদের সমপর্যায়ের সুযোগ-সুবিধা পাবেন। রাজ্য ক্যাবিনেটে গৃহীত এমন বহু সিদ্ধান্তের তথ্য দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

রবিবার বিকেলে দিশপুরে জনতা ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের টেট শিক্ষক, ঠিকাভিত্তিক এবং স্টেটপুল শিক্ষকদের জন্য বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। এক এক করে তিনি জানান, সর্বশিক্ষার অধীনে যে ২৯,৭০১ জন টেট শিক্ষক রয়েছেন তাঁরা বেতন পান পে-স্ক্যালে সরকারি শিক্ষকের সমহারে। প্রথম নিযুক্তির সময় তাঁদের ১০০ শতাংশ বেতন ভারত সরকার বহন করত। এখন ১৫ হাজার পর্যন্ত ভারত সরকার এবং বাকি বহন করে রাজ্য সরকার।

সদ্য অনুষ্ঠিত রাজ্য ক্যাবিনেট আরও একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, টেট শিক্ষকদের চাকরির কার্যকাল বহাল থাকবে ৬০ বছর পর্যন্ত। তাছাড়া তাঁদের কার্যক্ষেত্রে অস্থায়ী শব্দটি সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়ে বলেন, কিছু ক্ষেত্রে আনুপাতিক সুবিধা দেওয়ারও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এই সকল শিক্ষকের বেতন বাড়বে সরকারি কর্মচারীদের মতো। সরকারি শিক্ষকরা যেভাবে ডি.এ পান, সেভাবে টেট শিক্ষকরাও পাবেন। ছুটির ক্ষেত্রেও সরকারি শিক্ষকদের মতো সুবিধা পাবেন তাঁরা। মন্ত্রী জানান, এখন থেকে টেট শিক্ষকরাও ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারবেন। এক কথায় সরকারি শিক্ষক এবং টেট শিক্ষকদের মধ্যে কোনও পার্থক্য থাকবে না। নিয়মিত না হওয়া পর্যন্ত যতটুকু সুবিধা দেওয়া যায় ততটাই পাবেন তাঁরা।

এছাড়া, অসম সরকারের ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত, ১১,২০৬ জন স্টেটপুল শিক্ষকরাও রেগুলার পে-স্ক্যাল পাবেন। ১ জুন থেকে তা কার্যকর হবে। এই স্টেটপুল শিক্ষকদেরও চাকরির মেয়াদ ৬০ বছর পর্যন্ত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, জানান শিক্ষামন্ত্রী ড় শর্মা।

তিনি আরও জানান, রাজ্যের বিভিন্ন হাইস্কুলে যে ৫,২৪৩ জন ঠিকাভিত্তিক শিক্ষক আছেন, প্রথম অবস্থায় তাঁদেরকে ১০ হাজার টাকার মাসোহারা ১১ মাসের জন্য দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৫ হাজার এবং পরে তা ২০ হাজার টাকা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছিল। এই সকল শিক্ষককেও রেগুলার পে-স্ক্যাল দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ক্যাবিনেটে। তাঁরাও নিয়মিক শিক্ষকের সমপর্যায়ের বেতন পাবেন। তাছাড়া এই সব শিক্ষকের চাকরির মেয়াদ ৬০ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করে ৩ শতাংশ মহার্ঘ্য ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানান মন্ত্রী। জানান, শিক্ষকদের প্রাদেশীকরণ, অনিয়মিয়ত শিক্ষকের কাজও দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে।

শিক্ষামন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব বলেন, নির্বাচনের আগে রাজ্যের শিক্ষককুলকে বিজেপি যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সে সব পূরণ হতে চলেছে।

তিনি জানান, গত বছর হাইস্কুল শিক্ষান্ত বা মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আনন্দরাম বরুয়া পুরস্কারের ল্যাপটপ দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। তবে এবারের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের ল্যাপটপের পরিবর্তে ২০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে বলে জানান মন্ত্রী ড় শর্মা।

এদিকে রাজ্যের ১৭টি স্কুলকে বন্ধ করে দেওয়া হবে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী। বলেন, এই সব স্কুলের একটি ছাত্র বা ছাত্রী মাধ্যমিক (হাইস্কুল শিক্ষান্ত) পরীক্ষায় পাশ করতে পারেনি। তাই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকারের শিক্ষা দফতর। তবে ওই সব স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিকটবর্তী স্কুলে নিয়ে যাওয়া হবে। এছাড়া বন্ধ স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বদলি করা হবে, জানান শিক্ষামন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষা, বরাক ও বড়োল্যান্ড ছাড়া অসমের সব স্কুলে অসমিয়া ভাষা বাধ্যতামূলক : শিক্ষামন্ত্রী

গুয়াহাটি, ৭ জুন (হি.স.) : অসমের সব সরকারি এবং বেসরকারি বিদ্যালয়ে অসমিয়া ভাষাকে বাধ্যতামূলক বিষয় করেছে অসম সরকার। তবে বরাক উপত্যকায় বাংলা এবং বড়োল্যান্ডে বড়ো ভাষার বিষয় থাকবে। জানিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। রবিবার দিশপুরে জনতা ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের শিক্ষা বিভাগের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন মন্ত্রী ড় শর্মা।

মন্ত্রী জানান, রাজ্যের প্রত্যেক সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত বাধ্যতামূলক ভাবে অসমিয়া বিষয় পড়াতে হবে। এই নিয়ম রাজ্যের সব সিবিএসই-র অধীনস্থ বিদ্যালয়কে মানতে হবে। ইতিমধ্যে এই আইনে অনুমোদ দিয়েছেন রাজ্যপাল, জানান শিক্ষামন্ত্রী। তবে বরাক উপত্যকা এবং বড়োল্যান্ড এই আইনের আওতায় পড়বে না বলেও জানান তিনি।

এছাড়া প্রাদেশীকৃত কলেজে ১০০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী বিনামূল্যে ভরতির সুবিধা পাবে বলে জানিয়ে মন্ত্রী বলেন, আগে কেবল দারিদর্যসীমারেখার নীচের ছাত্রছাত্রীরা এই সুবিধা লাভ করেছিল। কিন্তু করোনা ভাইরাসের ফলে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন বিপিএল, এপিএলভুক্ত ছাত্রছাত্রী, সকলকে এই সুবিধা দেওয়া হবে, জানান মন্ত্রী। তিনি জানান, রাজ্যের প্রত্যেকটি প্রাদেশীকৃত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত এই সুবিধা পাবে। আরও জানান, মেডিক্যাল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভরতি হবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। তবে যদি কোনও কলেজর অধ্যক্ষ বা কর্তৃপক্ষ ভরতি সময় নানা অজুহাত দেখিয়ে মাশুল নিতে চান, তা হলে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেবে রাজ্য সরকার, সতর্ক করে দিয়েছেন হিমন্তবিশ্ব। অন্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, টেট পরীক্ষা উত্তীর্ণ হলেই কেউ শিক্ষক না-ও হতে পারেন।

স্পষ্ট করে দিয়ে বলেন, 'সরকার কোনও দিন কখনও বলেনি, টেট উত্তীর্ণ হলেই চাকরি দেওয়া হবে। টেট কেবলমাত্র একটি যোগ্যতা। বলা চলে, শিক্ষক হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছেন মাত্র। সবাই যে চাকরি পাবেন তার কোনও মানে নেই। যখন পদ খালি হবে বা বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হবে তখন তাঁরা আবেদন করবেন।

এদিকে, চাকরিতে যোগদান করার দিন থেকে ১০ বছর পর্যন্ত শিক্ষকের আন্তঃজেলা বদলিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে বলে জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বিগত দুবছরে যে সকল শিক্ষক বদলি হয়েছেন, তাদের বদলিকে অবৈধ বলে বিবেচনা করা হবে। ২ বছরের মধ্যে যাঁরা আন্তঃজেলা বদলি হয়েছেন, আগামী ৭২ ঘণ্টার মধ্যে তাঁদেরকে আগের স্কুলে ফিরে এসে যোগ দিতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, জানান শিক্ষামন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

রবিবার আগরতলায় শিশুদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। ছবি- নিজস্ব।

কোভিড-১৯কে সঙ্গী করেই চলতে হবে আমাদের : ইএম স্যামুয়েল, সোমবার হাফলং আসছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

হাফলং (অসম), ৭ জুন (হি.স.) : কোভিড ১৯-কে সঙ্গে নিয়েই এখন আমাদের চলতে হবে। চালিয়ে যেতে হবে সব কাজকর্ম। তবে সরকার ও স্বাস্থ্য বিভাগের বেঁধে দেওয়া সব নিয়ম নীতি মেনে এবং অবশ্যই সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে আমাদের চলতে হবে। তা হলেই কোভিড ১৯-এর বিরুদ্ধে জয়ী হতে সক্ষম হবো সবাই। বলেছেন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের অধীনস্থ স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইএম স্যামুয়েল সাংসন।

ডিমা হাসাও জেলায় বেড়েই চলছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। ইতিমধ্যে বহিঃরাজ্য থেকে ডিমা হাসাও জেলায় ফিরে আসা ৮৪ জনের দেহে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়েছে। এই অবস্থায় ডিমা হাসাও জেলায় নেই উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা। নেই পর্যাপ্ত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মী। প্রথমে হাফলং সরকারি হাসপাতালে কোভিড রোগীদের জন্য ২৪ শয্যাবিশিষ্ট আইসোলেশন ওয়ার্ড তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু গত কিছুদিন থেকে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়তে থাকায় হাফলং সরকারি হাসপাতালে আইসোলেশন ওয়ার্ডের শয্যা বাড়িয়ে করা হয়েছে ৫৪ টি। কিন্তু শনিবার রাত পর্যন্ত ডিমা হাসাও জেলায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৪ জনে। বহিঃরাজ্য থেকে ফেরত এখন দুশোর বেশি লোকের লালারস সংগ্রহ করে করোনা টেস্টের রিপোর্ট শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল থেকে আসার অপেক্ষায়।

মতাবস্থায় করোনা পজিটিভের সংখ্যা যদি আরও বৃদ্ধি পায় তা হলে স্বাস্থ্য বিভাগ এর মোকাবিলা কীভাবে করবে এ নিয়ে স্বাস্থ্য বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইএম স্যামুয়েল সাংসনকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, হাফলং সরকারি হাসপাতালের নতুন ভবন সহ হাসপাতালের জেনারেল ওয়ার্ড এবং হাফলং হোলি স্প্রিট হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করে প্রায় ১৫০ জন করোনা পজিটিভ রোগীর জন্য আইসোলেশন ওয়ার্ডের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। স্যামুয়েল সাংসন বলেন, তবে কিছু সমস্যা রয়েছে। কারণ কোভিড রোগীর চিকিৎসার জন্য পর্যাপ্ত চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মী এবং সাফাই কর্মী নেই আমাদের হাতে। তাছাড়া পরিকাঠামো গত অনেক সমস্যাও রয়েছে। কিন্তু এত সব সমস্যা থাকার পরও আমরা এর থেকে বেড়িয়ে আসার লক্ষ্যে কাজ করে চলছি।

ছয়ের পাতায়

১০০ শতাংশ হাজিরা বাধ্যতামূলক পুরসভায়, তীব্র নিন্দা কেএমসি শ্রমিক-কর্মচারী সংঘের

কলকাতা, ৭ জুন (হি. স.): কলকাতা পুরসভার হাজিরার বিজ্ঞপ্তি ঘিরে দানা বেঁধেছে বিতর্ক। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে আগামীকাল অর্থাৎ সোমবার থেকে ১০০ শতাংশ কর্মী নিয়ে শুরু হবে পুরসভার কাজ। খুলে যাবে পুরসভার সমস্ত বিভাগ। এই বিষয়টির তীব্র নিন্দা করেছে কেএমসি শ্রমিক-কর্মচারী সংঘ।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অশোক সিনহা এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বলেন, 'কেএমসি ১০০ শতাংশ স্টাফ এবং অফিসারদের হাজিরার বিষয়টি তুঘলকি সিদ্ধান্ত।' পাশাপশি তাঁর প্রশ্ন, যেখানে রাজ্য সরকার তরফে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ৭০ শতাংশ হাজিরা এবং সপ্তাহে তিন দিন উপস্থিত থাকার কথা বলেছেন, সেখানে কেএমসির কমিশনার কিভাবে এই সার্কুলার জারি করলেন?

রাজ্য সরকারের নির্দেশকে টপকে গিয়ে নতুন অর্ডার বের করা পুরসভার ইতিহাসে বিরল বলেই মনে করেন অশোক সিনহা। এরফলে সমাজিক দূরত্ব বিধি লঙ্ঘিত হবে বলেই জানান তিনি। এখনো পর্যন্ত শহরজুড়ে বাস, ট্রেন ও অন্যান্য পরিষেবা ঠিকমতো চালু হয়নি। এদিকে কলকাতা পুরসভাতে কর্মরত ৭০ শতাংশ কর্মীই আসেন দুই ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি, নদীয়া, বর্ধমান, এবং পুর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর থেকে। তাই যেখানে পরিবহন ব্যবস্থা এখনো ঠিক মত পরিষেবা দিতে পারছে না। সেখানে এইসব মানুষেরা কিভাবে এসে পৌঁছাবে। তা নিয়ে বারবারই প্রশ্ন তুলেছে এই সংগঠন। এই নির্দেশিকা অবিলম্বে প্রত্যাহার করার জন্য পুর কমিশনারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা।

ইতিমধ্যেই কেএমসি স্বাস্থ্য দফতরের ১১ জন আধিকারিকের মাইনে কেটে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে লকডাউনে কাজে যোগ না দেওয়ায়। প্রাথমিক ভাবে তারা ১১ জনের তালিকা প্রকাশ করলেও পরে এক জনকে বাদ দেওয়া হয় সেই তালিকা থেকে। কিন্তু যে সময় লকডাউনে স্তব্ধ কলকাতা ঠিক সে সময়ে তাদের কাজে যোগ দিতে বলা হয়। এমন কি এমএমআইসি রাও আসতে পারছিলেন না। এ প্রসঙ্গে অশোক সিনহা বলেন, 'আমরা এই অর্ডার এর তীব্র বিরোধিতা করছি। সিনিয়ার এডুকেশন অফিসার ডিপার্টমেন্ট এই তুঘলকী আচরণ চালাচ্ছেন। বেআইনিভাবে পেছনের দরজা দিয়ে কেএমসিতে ঢুকে এখানে তানাশাহি চালাচ্ছেন। নিজেকে শুধরে না নিলে এডুকেশন দফতরের বিরুদ্ধে আগামী দিনে আমরা তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলব।'

রবিবার আগরতলায় সিপিএম'র উদ্যোগে দুস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রীত বিতরণ করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

সোপিয়ানে ১২ ঘণ্টার সংঘর্ষে ৫ জঙ্গিকে খতম করল যৌথ বাহিনী

সোপিয়ান, ৭ জুন (হি স):দক্ষিণ কাশ্মীরের সোপিয়ানে রবিবার সকাল থেকে সন্ত্রাসবাদীদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর তীব্র সংঘর্ষ শুরু হয়। দুই পক্ষের মধ্যে দীর্ঘ ১২ ঘণ্টাব্যাপী সংঘর্ষে রেবন গ্রামের এক গৃহস্থের বাড়িতে ঘাঁটি গাড়া ৫ সন্ত্রাসবাদীকে খতম করেছে ভারতী সেনা, সিআরপিএফ এবং সোপিয়ান পুলিশের যৌথ বাহিনী।এদিনের সংঘর্ষে এক জওয়ান আহত হন।

এ দিন সকাল ৮টা নাগাদ সোপিয়ানের রেবন অঞ্চলে শুরু হয় গুলিযুদ্ধ। সিআরপিএফ মুখপাত্র জানিয়েছেন, আগাম খবর পেয়ে ওই এলাকায় লুকিয়ে থাকা জঙ্গিদের সন্ধানে ভারতীয় সেনা এবং সিএপিএফ-এর যৌথবাহিনী তল্লাশি অভযান শুরু করার কিছু ক্ষণের মধ্যে বাহিনীকে নিশানা করে গুলি চালাতে শুরু করে সন্ত্রাসবাদীরা। জবাবে পালটা গুলি চালান বাহিনীর জওয়ানরা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সাময়িক গুলি চলাচল থামলে ফের তল্লাশি শুরু করে নিরাপত্তাবাহিনী। উদ্ধার হয় অজ্ঞাতপরিচয় তিন জঙ্গির দেহ। সেই সময় আবার গোপন ঘাঁটি থেকে গুলি চালাতে শুরু করে জঙ্গিরা। তাতে এক জওয়ান আহত হন।

কাশ্মীরের পুলিশ ইন্সপেক্টর জেনারেল বিজয় কুমার জানিয়েছেন, রবিবার বিকেলে এই অভিযান শেষ হয়েছে। সংঘর্ষে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে কোনও মৃত্যু হয়নি বলে জানা গিয়েছে।

এ দিন বিকেলে সেনাবাহিনীর মুখপাত্র কর্নেল রাজেশ কালিয়া জানান, 'ভোর থেকে গোটা গ্রাম ঘিরে ফেলে তল্লাশি অভিযান শুরু হয়। এর জেরে দুই পক্ষের গুলির লড়াইয়ে ৫ সন্ত্রাসবাদী মারা গিয়েছে। সুপরিকল্পিত অভিযানে নিরাপত্তাবাহিনীর কোনও ক্ষতি হয়নি।'

ছয়ের পাতায়

অসমের স্থানীয় উৎপাদিত সামগ্রীগুলোয় অভিনবত্ব মিশিয়ে বিশ্ববাজারে তুলে ধরার আহ্বান মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ৭ জুন (হি.স.) : অসমের স্থানীয়ভাবে পরম্পরাগতভাবে উৎপাদিত সামগ্রীগুলোতে অভিনবত্ব সংযোগ করে বিশ্বের বাজারে তুলে ধরতে সবাইকে আহ্বান জানালেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল। রবিবার মহানগরের আমবাড়িতে 'আসাম স্টার্ট আপ-দ্য নেস্ট'-এর সফল উদযাপনের জন্য আয়োজিত 'উদ্যম অসম' শীর্ষক এক অনুষ্ঠানে প্রদান অতিথি হিসেবে বক্তব্য পেশ করে রাজ্যবাসীর প্রতি এই আহ্বান জানান তিনি।

রাজ্য সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের তত্ত্বাবধানে গঠিত সংস্থা 'আসাম স্টার্ট আপ-দ্য নেস্ট' ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠার প্রথম বছরের মধ্যেই ৭৫টি স্টার্ট আপ ব্যবসায় পদক্ষেপ নিয়েছে। এই স্টার্ট আপগুলো এখন পর্যন্ত ১১ কোটি টাকার ব্যবসা করেছে। ১৬৯০ জনকে প্রত্যক্ষভাবে এবং ৪০ হাজারেরও বেশি ব্যক্তিকে পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থাপনের সুবিধা করে দিয়েছে স্টার্ট আপ।

অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একবিংশ শতাব্দিকে প্রযুক্তির যুগ বলা হচ্ছে। মানুষের জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এখন প্রযুক্তির প্রভাব পড়েছে। পাশাপাশি মানুষের পছন্দও দিন-কে-দিন বদলে যাচ্ছে। পরম্পরাগত সাজপোশাক, কাঁস-পিতলের সামগ্রীর পাশাপাশি রাজ্যের কুটিরশিল্পগুলিতে এখনও প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে বলে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে উঠে আসে। তবে গ্রাহকদের পছন্দকে বুঝে সেখানে অবশ্যই নতুনত্বের ছোঁয়া আনতে হবে। সৃষ্টিমূলক চিন্তাচর্চা করতে হবে। এদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মাই আসাম স্টার্ট আপ আই ডি-র অধীনে ৩১ টি স্টার্ট আপকে আর্থিক সাহায্যের প্রথম কিস্তির চেক বিলি করেছেন। পাশাপাশি 'আসাম ট্রেইলব্লেজার্স' শীর্ষক কফি টেবিল বুক-এর প্রথম সংস্করণ আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করেন তিনি। বইটিতে আসাম স্টার্ট আপ যাত্রার বিস্তারিত সমস্ত তথ্য রয়েছে।

এদিনের অনুষ্ঠানে রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি, শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগের কমিশনার-সচিব ড় কে কে দ্বিবেদি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

প্রয়াত কন্নড় অভিনেতা চিরঞ্জিবী সরজা

বেঙ্গালুরু, ৭ জুন (হি স): প্রয়াত কন্নড় অভিনেতা চিরঞ্জিবী সরজা। হৃদরোগে আত্রান্ত হয়ে রবিবার দুপুরে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। মুত্যুকালে তাঁর বয়েস হয়েছিল মাত্র ৩৯ বছর। গতকাল সন্ধ্যায় শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যা নিয়ে বেঙ্গালুরু জয়ানগরের এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল চিরঞ্জিবী সরজাকে। তিনি করোনা আক্রান্ত ছিলেন কিনা সেব্যাপারে এখন কোনও তথ্য মেলেনি। তাঁর মৃত্যুর খবরে হতভম্ব কন্নড় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি।

ফিল্মি পরিবারের ছেলে চিরঞ্জিবী সরজা। তাঁর কাকা অর্জুন সরজা কন্নড় ছবির অ্যাকশন কিং,ভাই ধ্রুব সরজাও অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত। কিংবদন্তী কন্নড় অভিনেতা শক্তি প্রসাদের নাতি চিরঞ্জিবী সরজা। ২০০৯ সালে বায়ুপুত্র ছবির সঙ্গে রুপোলি সফর শুরু করেন । এরপর 'চিরু', 'সিনগ্র', 'আম্মা আই লাভ ইউ'-এর মতো জনপ্রিয় কন্নড় ছবিতে অভিনয় করেছেন চিরঞ্জিবী সরজা। তাঁর শেষ ছবি ”রাজামার্থান্ডা'র পোস্ট প্রোডাকশনের কাজ অসম্পূর্নই রেখে চলে গেলেন অভিনেতা। এছাড়াও আরও তিনটি ছবির শ্যুটিং মাঝপথেই আটকে গেল। চলতি বছর মার্চের ১২ তারিখ মুক্তি পেয়ছিল জীবদ্দশায় চিরঞ্জিবী সরজার শেষ ছবি 'শিবার্জুন'। করোনা সংকটের জেরে দিন কয়কের মধ্যেই থিয়েটার থেকে সরে যায় এই ছবি। তাঁর মৃত্যুতে টুইটারে শোকপ্রকাশ করেছেন সুপারস্টার আল্লু অর্জুন, প্রিয়মণি, প্রাক্তন ক্রিকেট তারকা অনিল কুম্বলেরা।

পশ্চিমবঙ্গে একদিনে আক্রান্ত ৪৪৯, করোনায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা ৮ হাজার ছাড়ালো

কলকাতা, ৭জুন (হি. স.): রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমশই ঊর্ধমুখী। প্রতিদিনই আক্রান্তের যে রিপোর্ট দিচ্ছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন তাতে রোজি সংখ্যাটা থাকছে সর্বাধিক। শনিবার আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ৪৩৫। যা ছিল গতকাল পর্যন্ত সর্বাধিক। এদিকে রবিবার তাকে পেছনে ফেলে সংখ্যাটা দাঁড়িয়েছে ৪৪৯। আজ পর্যন্ত এটাই সর্বাধিক আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যু হয়েছে রাজ্যে ১৩জনের। সুস্থ হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় বাড়ি গিয়েছেন ১৮৪জন। অতএব রাজ্যে এখন সক্রিয় চিকিৎসাধীন, করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৪৪৮৮। এদিন এমনটাই জানানো হয়েছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের জারি করা বুলেটিনে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮১৮৭ জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ৩৩০৩জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৩২৪জনের। অডিট কমিটির দেওয়া রিপোর্ট অনুযায়ী বাকি ৭২ জনের মৃত্যু হয়েছিল কো মর্বিডিটির জন্য। গত ২৪ ঘণ্টায় ৪০.৩৪শতাংশ সুস্থ হয়েছ।

গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা থেকে পাওয়া গিয়েছে ৭৪টি নতুন কেস। এখনও পর্যন্ত কলকাতা থেকে পাওয়া গেছে মোট ২৭৫৮টি কেস। গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৩জন্য সুস্থ হয়ে উঠছেন।

ছয়ের পাতায়

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

বলিউডে আবার করোনার থাবা, মারা গেছেন প্রযোজক

বলিউডের বর্ষীয়ান প্রযোজক অনিল সুরি কোভিড—১৯ আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর। প্রয়াতের পরিবারের অভিযোগ, মুম্বাইয়ের লীলাবতী ও হিন্দুজা হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানে ভর্তি নেয়নি, চিকিৎসা দেয়নি। বেড না থাকার অজুহাতে এই দুই হাসপাতাল থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।অনিল সুরির ভাই রাজীব সুরি শুক্রবার ভারতের সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে জানান, অনিল সুরি ২ জুন থেকে জ্বরে ভুগছিলেন। পরদিনই অবস্থার অবনতি হয়। শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে যায়। রাজীব সুরি বলেন, 'ভাইকে নিয়ে লীলাবতী ও হিন্দুজা হাসপাতালে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেখানকার জরুরি বিভাগ এবং রিসিপশন থেকে কোনো ইতিবাচক সাড়া দেয়নি। ভর্তি নিতে অস্বীকার করেন। বেড না থাকার অজুহাতে দুটি হাসপাতাল থেকেই আমাদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়।' তিনি জানান, শেষ পর্যন্ত মুম্বাইয়ের একটি অ্যাডভান্সড মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করেছিলেন অনিল সুরিকে। অবস্থা

সংকটজনক হওয়ায় প্রবীণ প্রযোজককে ভেন্টিলেটরে রাখার ব্যবস্থা করতে হয়। এর কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ওই দিনই সন্ধ্যা সাতটায় অনিল সুরির জীবনাবসান হয়। জানা গেছে, সুরি পরিবারের চারজন সদস্যর উপস্থিতিতে অনিলের শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। তাঁর পরিবারের সবাইকেই পিপি কিট পরতে হয়েছিল।

অনিল সুরির মৃত্যুতে বলিউডে শোকের ছায়া নেমে আসে। অনেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে স্মৃতিচারণা করে দুঃখ প্রকাশ করেন। 'রাজ তিলক', 'কর্মযোগী'র মতো একাধিক হিন্দি ছবির প্রযোজক ছিলেন অনিল সুরি। প্রসঙ্গত, গত সম্প্রতি আর এক প্রবীণ চলচ্চিত্রকার বাসু চট্টোপাধ্যায়কে হারিয়েছে বলিউড। বৃহস্পতিবার সকালেই মারা যান প্রখ্যাত পরিচালক বাসু চট্টোপাধ্যায়। একই দিনে সন্ধ্যায় মৃত্যু হয় অনিলের। বাসু চট্টোপাধ্যায়ের ছবি 'মনজিল'-এর প্রযোজক ছিলেন অনিল। অভিনয়ে ছিলেন অমিতাভ বচ্চন ও মৌসুমি চট্টোপাধ্যায়। এর আগে গত রোববার মারা গেছেন সংগীত পরিচালক ওয়াজিদ খান। বয়স হয়েছিল ৪২ বছর। মুম্বাইয়ের এক বেসরকারি হাসপাতালে মারা যান তিনি।

বিদ্যা বালান যে কারণে স্বস্তিকাকে ফোন করেছিলেন

কুকুর ভালোবাসেন স্বস্তিকা। কুকুরেরাও তাঁকে। এমনকি ওদের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের ভাষাও বেশ ভালোভাবে রপ্ত করে নিয়েছেন এই অভিনেত্রী। আর যাঁরা কুকুর ভালোবাসেন, স্বস্তিকা তাঁদেরও ভালোবাসেন। কারণ, তাঁরা সত্যিকারের ভালো মানুষ।সম্প্রতি ভারতীয় সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের ফেসবুক পেজে বিষয়গুলো বলছিলেন স্বস্তিকা। ঘরে বসে 'পাতাল লোক' সিরিজে ভূমিকার সাফল্য উদ্‌যাপন করছেন তিনি। উপভোগ করছেন সিনেমার বড় মানুষদের প্রশংসা। বিশেষ করে বলিউড তারকা বিদ্যা বালান যখন তাঁকে ফোন করেছিলেন, তিনি তো আনন্দে আত্মহারা। তিনি বলেন, 'তিনি যেভাবে প্রশংসা করছিলেন, আমি শুনেই বুঝেছি, তিনি খুব গভীরভাবে সিরিজটা দেখেছেন।'

২০১৮ সালের শেষের দিকে একটা ফোন কল পান স্বস্তিকা। কাস্টিং ডিরেক্টর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ফোন করেছিলেন। তিনিও 'পাতাল লোক'-এর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অভিনেতা। তাঁকে পাঠানো অডিশনের ভিডিওটা পছন্দ হয়েছিল, তারপর স্বস্তিকা হয়ে গেলেন 'পাতাল লোক'-এর অংশ। সেখানে একটা জার্মান শেফার্ড কুকুরের সঙ্গে স্বস্তিকার

খুনসুটিই কাজটা পাইয়ে দিতে সাহায্য করেছিল। কুকুরের সঙ্গে তো ভাব-ভালোবাসা মুহূর্তে করে ফেলা যায় না। এটা তাঁর মজ্জাগত ছিল বলেই ছোট্ট একটা ভূমিকায় বাজিমাত করে দিয়েছেন তিনি।'পাতাল লোক'-এ ছোট্ট অথচ আগ্রহজাগানো একটা চরিত্র করেছেন স্বস্তিকা। ডলি নামের ওই চরিত্রের দৈর্ঘ্য খুব ছোট। এত ছোট চরিত্র নেওয়া প্রসঙ্গে জানতে চাইলে স্বস্তিকা বলেন, দৈর্ঘ্য নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। দৈর্ঘ্যের ওপর ভিত্তি করে চরিত্র নেওয়ার মতো বোকা আমি নই। সে রকম চরিত্র হলে, একটা দৃশ্যের কারণেই মানুষ মনে রাখে।'

'পাতাল লোক'-এর এই প্রশংসা কি বলিউডের হাতছানি? বলিউডের দরজা কি খুলে যেতে পারে তাঁর জন্য? এ প্রশ্নে স্বস্তিকা বলেন, 'আমি বলিউডের দরজা-জানালা-দেউড়ি-খিড়কি নিয়ে ভাবছি না এখন। খুব খারাপ একটা সময় যাচ্ছে। মহামারি আর ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষতি নিয়ে ভাবছি। ভালো সময় ফিরলে বলিউড কেন, যেকোনো ইন্ডাস্ট্রি থেকে ডাক এলে কাজ করব।'আমাজন প্রাইম ভিডিওর নতুন সিরিজ 'পাতাল লোক'। গত ১৫ মে মুক্তি পাওয়ার পর থেকে দারুণ প্রশংসা কুড়াচ্ছে। এমনকি লকডাউনে ঘরে আটকে থাকা মানুষকে বিশেষভাবে আনন্দ দিয়েছে এটি। ৯ পর্বের সিরিজটির নির্বাহী প্রযোজক বলিউড তারকা আনুশকা শর্মা।

যৌথভাবে সিরিজের কাহিনি লিখেছেন সুদীপ শর্মা, সাগর হাভেলি, হার্দিক মেহতা ও গুণজিৎ চোপড়া। পরিচালনা করেছেন অবিনাশ অরুণ ও প্রসিত রয়। অভিনয় করেছেন জয়দীপ আহলাওয়াত, নীরাজ কবি, অনিন্দিতা বসু, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। ভারতীয় দৈনিক হিন্দুস্তান টাইমস বলছে, 'পাতাল লোক' হলো আমাজনের পক্ষ থেকে 'স্যাক্রেড গেমস'-এর প্রতি উত্তর।

একতা কাপুরকে ধর্ষণের হুমকি

ছোট ও বড় পর্দার জনপ্রিয় প্রযোজক ও নির্মাতা একতা কাপুর। সম্প্রতি তাঁর প্রযোজিত একটি ওয়েব সিরিজ নিয়ে চলছে তুমুল বিতর্ক। একপক্ষ মামলা করেছে যে, এই সিরিজে নাকি ভারতীয় সেনাবাহিনীকে কটাক্ষ করা হয়েছে। আরেকদল অনলাইনে একতা কাপুরকে ধর্ষণের হুমকি পাঠাচ্ছে। কেননা, এই সিরিজে নাকি নগ্নতা দেখানো হয়েছে, যেটা ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

এই সিরিজ যেসব ভারতীয়দের আহত করেছে, তাদের কাছে একতা কাপুর ক্ষমা চেয়ে আইএনএসকে এক দীর্ঘ বিবৃতি দিয়েছেন। একতা কাপুর বলেন, "হ্যাঁ, একটা এফআরআই হয়েছে আমার বিরুদ্ধে। যাদের অনুভূতি আহত হয়েছে তাদের কাছে আমি ক্ষমা চাচ্ছি। কাউকে আহত করা আমার উদ্দেশ্য না। আমি কেবল মানুষকে বিনোদন দেওয়ার জন্য কনটেন্ট বানাই। আমি একজন গর্বিত ভারতীয়, ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ছোট করার তো কোন প্রশ্নই আসে না। তারপরেও যারা আহত হয়েছেন, আমি শুধু বলতে চাই, কাউকে আহত করা আমাদের উদ্দেশ্য না।" ৪৫ বছর বয়সী প্রভাবশালী এই প্রযোজক আরও বলেন,"সিরিজে নাকি যৌনদৃশ্য দেখানো হয়েছে। আর সেজন্য আমি একের পর এক ধর্ষণের হুমকি পাচ্ছি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। প্রতিনিয়ত সাইবার বুলিংয়ের শিকার হচ্ছি। আমার ৭১ বছর বয়সী মাকেও ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। তারমানে আমরা জানলাম, যৌনতা খুবই খারাপ বিষয়। কিন্তু ধর্ষণ ভালো। পর্দার একটা কাল্পনিক চরিত্রের জন্য আমাকে এই অবস্থার ভিতর দিয়ে যেতে হচ্ছে। আর যারা এই সমস্ত বলছে, করছে, সেই রক্ত মাংসের মানুষগুলোর বেলায়? তারা নাকি আমার নগ্ন ছবি ইন্টারনেটে ছেড়ে দেবে। এই প্রাণীগুলোর দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।'

মা হতে চান জাহ্নবী কাপুর

জাহ্নবী কাপুর বলিউডের নতুন তারাদের ভেতর বেশ উজ্জ্বলভাবে আলো ছড়াচ্ছেন। ইনস্টাগ্রামে জাহ্নবী কাপুর একটি ছবি পোস্ট করেছেন। সেখানে দেখা যাচ্ছে, কার দিকে যেন তাকিয়ে আছেন তিনি। ক্যাপশনে লিখেছেন, "এই যে বাবু, তোমার দিকে তাকিয়ে আছি।" ২৩ বছর বয়সী জাহ্নবীর এই ছবি ভক্তদের বেশ মনে ধরেছে। ধড়ক খ্যাত তারকার এই ছবিতে ইতিমধ্যে পাঁচ লাখের বেশি লাইক জড়ো হয়েছে। মন্তব্য করেছেন প্রায় সাড়ে তিন হাজার ভক্ত। ভক্তদের একজন জানতে চেয়েছেন, "কে এই বাচ্চা? জাহ্নবী, তুমি কি এখন একটা বাচ্চা চাও?" জাহ্নবীও মজা করে সায় দিয়ে লিখেছেন, "হ্যাঁ"। জাহ্নবীর এই একটা "হ্যাঁ"-এর নিচেও জড়ো হয়েছে শত শত লাইক।

কোয়ারেন্টিনে বাবা বনি কাপুর ও ছোট বোন খুশি কাপুরের সঙ্গে চমৎকার সময় কাটছে জাহ্নবীর।

কিছুদিন আগেই তাঁদের বাড়ির এক গৃহকর্মীর করোনা ধরা পড়েছে। তবে পরীক্ষায় জানা গেছে, তাঁরা সবাই ভালো আছেন। সম্প্রতি নিজের পুরোনো ফোন ঘেঁটে বেশ কিছু ছবি, ভিডিও আর মিম উদ্ধার করেছেন। আর সেই সব শেয়ার করছেন ইনস্টাগ্রামে। দুই বোন বসে রংতুলি দিয়ে ছবি আঁকছেন। হাসি, আড্ডা আর খুনসুটিতে কাটছে তাঁদের দিন। মা শ্রীদেবীর পুরোনো ছবিও শেয়ার করছেন। জাহ্নবীকে এরপর দেখা যাবে গুঞ্জন সাক্সেনা: দ্য কারগিল গার্ল, রুহি আফজা ও দোস্তানা টু ছবিতে।

আগে প্রেম, পরে ক্যারিয়ার

ফিফটি শেডস অব গ্রে, ফিফটি শেডস ডার্কার, ফিফটি শেডস ফ্রিডএই তিনটি ছবি বানাতে খরচ হয়েছিল ১ হাজার ২০০ কোটি টাকা। আর প্রযোজকদের মুখে চওড়া হাসি ফুটিয়ে তিনটি ছবি তুলে এনেছিল ১১ হাজার ২৫৪ কোটি টাকা। "ফিফটি শেডস"—এর এই ফিল্ম সিরিজ দিয়েই ক্যারিয়ারের মই বেয়ে তড়তড় করে ওপরে উঠেছেন ৩০ বছর বয়সী হলিউড অভিনেত্রী ডাকোটা জনসন। ২৫ বছর বয়সে বড় পর্দায় বিখ্যাত "আনা" চরিত্রটি হয়ে ওঠার সুযোগ পান ডাকোটা। আনা আর গ্রের প্রেম বড় পর্দার চিরন্তন প্রেমগুলোর একটি। এর আগেও একাধিক চরিত্রে অভিনয় করেছেন ডাকোটা। কিন্তু "সাহসী" চরিত্র আনা দিয়ে ডাকোটা যেভাবে বিশ্বের মানুষের নজরে চলে এলেন, সেটা ক্যারিয়ারে এর আগে কখনো ঘটেনি। সেই সময় ডাকোটা মডেল ম্যাথিউ হিটের সঙ্গে প্রেম করছিলেন। ম্যাথিউ শুরুতে ডাকোটার এই চরিত্রে সায় দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কল্পনাও করেননি এই ছবি রীতিমতো হইচই ফেলে দেবে সারা বিশ্বে। ২০১৫ সালে এই সিরিজের প্রথম ছবি মুক্তির পর ডাকোটা রীতিমতো হলিউডের প্রথম শ্রেণির তারকা বনে যান। পর্দার গ্রে, অর্থাৎ জেমি ডর্নানের সঙ্গে তাঁর প্রেমের গুজব রটে। এসবই ম্যাথিউসের জন্য নিরাপত্তাহীনতা আর মানসিক সংকট তৈরি করে। তিনি পরবর্তী সময়ে ডাকোটাকে তাঁকে অথবা আনা চরিত্রএই দুইয়ের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে বলেন। সঙ্গে এ—ও বলেন যে ডাকোটার তারকাখ্যাতি, তাঁকে নিয়ে মিডিয়ার শোরগোল পড়ে যাওয়া, তাঁর সঙ্গে জেমির প্রেমের গুজবএসবই ম্যাথিউর রাতের ঘুম ও মনের শান্তি দুই-ই নষ্ট করে দিয়েছে। ডাকোটা এবার ম্যাথিউ ও ক্যারিয়ার, এই দুয়ের মধ্যে ক্যারিয়ারকে বেছে নেন। আর সেখানে চূড়ান্ত সফলতার দেখা পান। অবশ্য "আনা" চরিত্রের জন্য তাঁকে দীর্ঘদিন মানসিক স্বাস্থ্যসেবাও নিতে হয়েছে। ২০১৭ সালের অক্টোবরে তিনি ব্রিটিশ সংগীতশিল্পী ক্রিস মার্টিনের সঙ্গে তাঁর প্রেমের সম্পর্কের বিষয়ে আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেন। এখন পর্যন্ত তাঁরা একসঙ্গেই আছেন।

উৎসব নেই, সিনেমা আছে

কান চলচ্চিত্র উৎসব কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করেছে এবারের নির্বাচিত ছবির নাম। এ আসরে ২ হাজার ৬৭টি ছবি থেকে নির্বাচিত হয় ৫৬টি ছবি। এর মধ্যে ১৫টি ছবি নির্মাতার প্রথম নির্মাণ, ১৬টি ছবির নির্মাতা নারী।এবার কানে ওয়েস অ্যান্ডারসন, ফ্রাঁসোয়া ওজোঁ, নাওমি কাওয়াসে, পেট ডক্টর ও ফ্রান্সিস লিদের নাম আছে। আছেন টিমোথি চ্যালামেট, সার্সে রোনান, ভিগো মর্টেনসেন, টিল্ডা সুইনটন, কেট উইন্সলেটের মতো তারকা। আছে স্টুডিও গিবলির অ্যানিমেশন ছবি বিখ্যাত পরিচালক হায়াও মিয়াজাকির ছেলে গোরো মিয়াজাকির ইয়ারউইগ অ্যান্ড দ্য উইচ এবং জনপ্রিয় জম্বি সিনেমা ট্রেন টু বুসান—এর সিকুয়েল পেনিনসুলা। তালিকায় প্রথম দিকে আছে ওয়েস অ্যান্ডারসনের দ্য ফ্রেঞ্চ ডিসপাচ, ফ্রাঁসোয়া ওজোঁর ইটি ৮৫, নাওমি কাওয়াসের ট্রু মাদারস, স্টিভ ম্যাককুইনের লাভারস রক ও ম্যানগ্রোভ, টমাস ভিন্টারবার্গের অ্যানাদার রাউন্ড, মাইওয়েনের এডিএন (ডিএনএ), জনাথন নসিটারের লাস্ট ওয়ার্ডস, ইম সাং-সুর হ্যাভেন টু দ্য ল্যান্ড অব হ্যাপিনেস, ফার্নান্দো ত্রুয়েবার ফরগটেন উই উইল বি, ইয়ন সং-ওর পেনিনসুলা, শারুনাস বার্তাসের ইন দ্য ডাস্ক, লুকা বেলভ্যুর হোম ফ্রন্ট ও কোজি ফুকাদার দ্য রিয়েল থিং।

উৎসবের লোগো সেঁটে যাওয়ায় এই ছবিগুলো ডাক পাবে লোকার্নো, টরন্টো, স্যান সেবাস্তিয়ান, বুসান, নিউইয়র্ক, রোম, টোকিও, স্যানডান্সসহ নামকরা উৎসবগুলোতে। এ ছাড়া চুক্তি হয়েছে কান চলচ্চিত্র উৎসবে প্রতিযোগিতায় সুযোগ পাওয়া ছবিগুলো স্যান সেবাস্তিয়ানেও সুযোগ পেতে পারে প্রতিযোগিতার জন্য। ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার বলা যায়।

রবিবার বিজেপি উদ্যোগে দুঃস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

বাংলাদেশে করোনাভাইরাসে একদিনে রেকর্ড সংখ্যক ৪২ জনের মৃত্যু

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ০৭।। বাংলাদেশে একদিনে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে রেকর্ড সংখ্যক ৪২ জন মারা গেছে। এনিয়ে দেশে এই পর্যন্ত মোট মৃতের সংখ্যা ৮৮৮ জনে দাঁড়িয়েছে।এর আগে একদিনে সর্বোচ্চ মৃত্যুর রেকর্ড ছিল ৩১ মে রোববার। ওইদিন ৪০ জন করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। আজ গতকালের চেয়ে ৭ জন বেশি মারা গেছে।
এদিকে, দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ৬৫ হাজার ছাড়িয়েছে। বর্তমানে দেশে এই ভাইরাসে আক্রান্ত ৬৫ হাজার ৭৬৯ জন রোগী রয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ২ হাজার ৭৪৩ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। রবিবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের করোনাভাইরাস সংক্রান্ত নিয়মিত অনলাইন হেলথ বুলেটিনে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা এসব তথ্য জানান।গতকালের চেয়ে রবিবার ১০৮ জন বেশি শনাক্ত হয়েছে। গতকাল শনাক্ত হয়েছিল ২ হাজার ৬৩৫ জন নমুনা পরীক্ষায় রবিবার আক্রান্তের হার ২০ দশমিক ৮৮ শতাংশ। আগের দিন এ হার ছিল ২১ দশমিক ১০ শতাংশ। আগের দিনের চেয়ে রবিবার আক্রান্তের হার দশমিক ২২ শতাংশ কম।অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা জানান, করোনাভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছে ১৩ হাজার ৯০৩ জন। গত ২৪ ঘন্টায় নতুন সুস্থ হয়েছে ৫৭৮ জন।
নাসিমা সুলতানা জানান, 'করোনাভাইরাস শনাক্তে গত ২৪ ঘন্টায় নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে ১২ হাজার ৮৪২টি। আগের দিন নমুনা সংগ্রহ হয়েছিল ১২ হাজার ৯০৯টি। গতকালের চেয়ে আজ ৬৭টি নমুনা কম সংগ্রহ হয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় দেশে ৫২টি পরীক্ষাগারে নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ১৩ হাজার ১৩৬ টি। আগের দিন নমুনা পরীক্ষা হয়েছিল ১২ হাজার ৪৮৬টি। গত ২৪ ঘন্টায় আগের দিনের চেয়ে ৬৫০টি বেশি নমুনা পরীক্ষা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট নমুনা পরীক্ষা হয়েছে ৩ লাখ ৯৭ হাজার ৯৮৭টি।তিনি জানান, গত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুবরণকারী ৪২ জনের মধ্যে ৩৫ জন পুরুষ এবং ৭ জন নারী। এদের মধ্যে ৩০ জন হাসপাতালে এবং ১২ জনের বাড়িতে মৃত্যু হয়। বয়সের ভিত্তিতে ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে ১ জন, ৩১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে ৭ জন, ৪১ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে ৯ জন, ৫১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে ৭ জন, ৬১ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে ১৪ জন, ৭১ থেকে ৮০ বছরের মধ্যে ৩ জন এবং ৯১ থেকে ১০০ বছরের মধ্যে ১ জন রয়েছে। এলাকা ভিত্তিতে মৃতের সংখ্যা ঢাকা বিভাগে ২৭ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৮ জন, সিলেট বিভাগে ২ জন, রাজশাহীতে ২ জন, ময়মনসিংহ বিভাগে ১ জন এবং খুলনা বিভাগে ২ জন।
অধ্যাপক নাসিমা সুলতানা বলেন, গত ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশনে নেয়া হয়েছে আরও ৪৬৭ জনকে এবং বর্তমানে আইসোলেশনে রয়েছে ৭ হাজার ৩৯৯ জন। গত ২৪ ঘণ্টায় আইসোলেশন থেকে ছাড় পেয়েছে ২৩০ জন এবং এ পর্যন্ত ছাড় পেয়েছে ৪ হাজার ১৭৫ জন। দেশে মোট আইসোলেশন শয্যা রয়েছে ১৩ হাজার ২৮৪টি। এর মধ্যে রাজধানী ঢাকায় ৭ হাজার ২৫০টি এবং ঢাকার বাইরে বিভিন্ন হাসপাতালে ৬ হাজার ৩৪টি শয্যা রয়েছে।
সারাদেশে আইসিইউ শয্যার সংখ্যা ৩৯৯টি এবং ডায়ালাইসিস ইউনিট রয়েছে ১১২ টি।তিনি জানান, গত ২৪ ঘন্টায় হোম ও প্রাতিষ্ঠানিক মিলিয়ে কোয়ারিন্টিনে নেয়া হয়েছে এক হাজার ৯৭৫ জনকে। এ পর্যন্ত কোয়ারিন্টিনে নেয়া হয়েছে ৩ লাখ ১ হাজার ১৯৭ জনকে। গত ২৪ ঘণ্টায় কোয়ারিন্টিন থেকে ছাড় পেয়েছে ২ হাজার ৫৭৬ জন। এ পর্যন্ত মোট ছাড় পেয়েছে ২ লাখ ৪৫ হাজার ৫০১ জন। বর্তমানে হোম ও প্রাতিষ্ঠানিক মিলিয়ে কোয়ারিন্টিনে রয়েছে ৫৫ হাজার ৬৯৬ জন। দেশের ৬৪ জেলা-উপজেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোয়ারিন্টিনের জন্য ৬২৯টি প্রতিষ্ঠান প্রস্তুত রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে সেবা দেয়া যাবে ৩১ হাজার ৯৯১ জনকে।
অতিরিক্ত মহাপরিচালক জানান, কেন্দ্রীয় ঔষধাগার থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (পিপিই) এ পর্যন্ত সংগ্রহ ২৫ লাখ ৯ হাজার ১৪২টি। ২৪ ঘন্টায় বিতরণ হয়েছে ২০ হাজার ৮শ'টি এবং এ পর্যন্ত বিতরণ হয়েছে ২২ লাখ ৩৭ হাজার ২৭৫টি। বর্তমানে ২ লাখ ৭১ হাজার ৮৬৭টি পিপিই মজুদ রয়েছে।গত ২৪ ঘন্টায় হটলাইন নম্বরে ১ লাখ ৭৪ হাজার ৫৩৯টি এবং এ পর্যন্ত প্রায় ৯৯ লাখ ৫৭ হাজার ১শ'টি ফোন কল রিসিভ করে স্বাস্থ্য সেবা ও পরামর্শ দেয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।তিনি জানান, করোনাভাইরাস চিকিৎসা বিষয়ে এ পর্যন্ত ১৬ হাজার ২৮৬ জন চিকিৎসক অনলাইনে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। ২৪ ঘন্টায় আরও ৭ জন চিকিৎসক প্রশিক্ষণ নিয়েছে। এদের মধ্যে ৪ হাজার ২১৭ জন স্বাস্থ্য বাতায়ন ও আইইডিসিআর'র হটলাইনগুলোতে স্বেচ্ছাভিত্তিতে সপ্তাহে ৭ দিন ২৪ ঘন্টা জনগণকে চিকিৎসাসেবা ও পরামর্শ দিচ্ছেন।ডা. নাসিমা সুলতানা বলেন, দেশের বিমানবন্দর, নৌ, সমুদ্রবন্দর ও স্থলবন্দর দিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় ১ হাজার ৩৩ জনসহ সর্বমোট বাংলাদেশে আগত ৭ লাখ ৯ হাজার ৫৯৩ জনকে স্কিনিং করা হয়েছে।
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পরিস্থিতি তুলে ধরে তিনি জানান, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ৬ জুন পর্যন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী ২৪ ঘন্টায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় করোনা আক্রান্ত হয়েছে ১৩ হাজার ৭১৪ জন। এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে ৩ লাখ ৩৬ হাজার ৫৭৭ জন। ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছেন ৩৭৪ জন এবং এ পর্যন্ত ৯ হাজার ৩১৬ জন।বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ৬ জুন পর্যন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী সারাবিশ্বে ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছে ১ লাখ ২৭ হাজার ৯৫০ জন। এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে ৬৬ লাখ ৬৩ হাজার ৩০৪। ২৪ ঘন্টায় মৃত্যুবরণ করেছে ৫ হাজার ৬৪৭ জন এবং এ পর্যন্ত ৩ লাখ ৯২ হাজার ৮০২ জন।
স্বাস্থ্য অধিদফতর ও ব্র্যাক পরিচালিত করোনা নমুনা সংগ্রহ বুথ থেকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সেবা প্রদান করা হচ্ছে উল্লেখ করে এই বুথগুলোতে কোনো ধরনের আর্থিক লেনদেন না করার জন্য নাসিমা সুলতানা সবাইকে আহ্বান জানান। এখন থেকে অনলাইন নিবন্ধনের মাধ্যমে করোনার নমুনা সংগ্রহ করা হবে। নিবন্ধনের লিংক হচ্ছে- পড়ৎড়হধঃবংঃ.নৎধপ.হবঃ।আপনার সুস্থতা আপনার হাতে উল্লেখ করে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে সকলকে স্বাস্থ্যবিধি যথাযথভাবে মেনে চলতে তিনি সকলের প্রতি আহবান জানান।
করোনাভাইরাস সংক্রমণের ঝুঁকি এড়াতে সবাইকে ঘরে থাকা, স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা, জনসমাগম এড়িয়ে চলা, সর্বদা মুখে মাস্ক পরে থাকা, সাবান পানি দিয়ে বারবার ২০ সেকেন্ড ধরে হাত ধোয়া, বাইরে গেলে হ্যান্ড গ্লাভস ব্যবহার, বেশি বেশি পানি ও তরল জাতীয় খাবার, ভিটামিন সি ও ডি সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া, ডিম, মাছ, মাংস, টাটকা ফলমূল ও সবজি খাওয়াসহ শরীরকে ফিট রাখতে নিয়মিত হালকা ব্যায়াম এবং স্বাস্থ্য অধিদফতর ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ-নির্দেশনা মেনে চলার অনুরোধ জানানো হয়।তিনি বলেন, ধূমপান থেকে বিরত থাকতে হবে, কারণ তা অতিরিক্ত ঝুঁকি তৈরি করে।

৬ দফা দাবি মানুষ বাঁচার অধিকার হিসেবে লুফে নিয়েছিল : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা৷

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ০৭।। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছয় দফা দাবি উত্থাপনের পর এদেশের মানুষের জেগে ওঠার কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ছয় দফা দাবিটা জনগণ এমনভাবে লুফে নিয়েছিল। কারণ বাংলার মানুষ এটা নিয়েছিল তাদের বাঁচার অধিকার হিসেবে।
রোববার (৭ জুন) ঐতিহাসিক ছয় দফা দিবস উপলক্ষে জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি আয়োজিত অনলাইন আলোচনা সভায় সভাপতির বক্তব্যে একথা বলেন প্রধানমন্ত্রী।প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা বলেন, ছয় দফা কেন দেওয়া হয়েছিল? আমাদের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এ দাবি উত্থাপন করেছিলেন।তিনি বলেন, ছয় দফা দাবিটা জনগণ এমনভাবে লুফে নিয়েছিল, আমি জানি না পৃথিবীর কোন দেশে কোনো দাবি এত দ্রুত এত বেশি জনপ্রিয়তা পেয়েছিল কিনা। কারণ বাংলার মানুষ এটা নিয়েছিল তাদের বাঁচার অধিকার হিসেবে। এটা মূলত তাই ছিল, তার কারণ আমরা বাঙালিরা পাকিস্তান নামে দেশ হওয়ার পর আমরা দেখেছি বাঙালিদের অধিকার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা। ছয় দফা দাবির পটভূমি তুলে ধরে বঙ্গবন্ধুকন্যা বলেন, 'এর একটা পটভূমি আছে। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ হয়। আমরা পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ তদানিন্তন পূর্ববঙ্গ সম্পূর্ণ অরক্ষিত। একটা প্রদেশ পাকিস্তানের তাকে রক্ষার করার কোনো ব্যবস্থাই পাকিস্তানি শাসকরা নেয়নি। সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় যেন মনে হলো ভারতের দয়ার ওপর আমরা পড়ে আছি। এই যুদ্ধের পর একটি গোলটেবিল বৈঠক ডাকা হয় লাহরে। সর্বদলীয় বিরোধীদল এই গোলটেবিল বৈঠক ডাকে।'সেই গোলটেবিল বৈঠকে জাতির পিতা আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে সেখানে যান। সেখানে তিনি এই ৬ দফা দাবি উত্থাপন করেন। যে দাবির মূল বক্তব্য ছিল যে প্রদেশ হিসেবে এই দেশের, আমাদের দেশের মানুষকে সুরক্ষিত করা। অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী করা। এই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক উন্নতি করা এবং প্রতিরক্ষার দিক থেকে এই অঞ্চলকে সুরক্ষিত করা। সেই সঙ্গে বাঙালির যে অস্তিত্বের দাবি সে দাবিটা তুলে ধরা।'
শেখ হাসিনা বলেন, 'পাকিস্তান-ভারত তাসখন্দ চুক্তি করলো সেখানেও আমাদের পূর্ববঙ্গ ছিল সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। তারপর ৬ দফা যখন দেওয়া হলো তখন এদেশের মানুষ জেগে উঠলো। এটাই ছিল সবচেয়ে বড় বিষয়। বাংলার মানুষের মুক্তির দাবি হিসেবে এই ৬ দফা দাবি উদ্ভাসিত হলো। তিনি বলেন, এটা যে পাকিস্তানের প্রতিটি প্রদেশের স্বায়ত্ত্বশাসনের দাবি ছিল সে বিষয়টি স্পষ্ট করে তুলে ধরেন। এটা শুধু আমাদের না, প্রতিটি প্রদেশই এই সুবিধা পাবে। ৬ দফা দাবি আদায়ের আন্দোলন দমনে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের নির্যাতনের কথা তুলে ধরে বঙ্গবন্ধুকন্যা বলেন, 'পাকিস্তানি শাসকরা থেমে থাকেনি। যখনই প্রতিবাদ হয়েছে অগণিত নেতা-কর্মী, সাধারণ মানুষকে গ্রেফতার করেছে, অত্যাচার করেছে। কারাগারের রোজনামচা বইটা পড়লে দেখবেন সেখানে কীভাবে অত্যাচার নির্যাতন চলেছিল।
দমন-নিপীড়নে ৬ দফা দাবি আরো জোরালো হওয়ার কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, 'এই আন্দোলন সংগ্রামের পথ ধরে যখন বাংলাদেশের মানুষ এগিয়ে যাচ্ছে তখন আওয়ামী লীগে যিনি সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পাচ্ছেন তাকেই গ্রেফতার করা হচ্ছে। এভাবে অত্যাচার নির্যাতন চলেছে। কিন্তু সঙ্গে বাংলাদেশের মানুষ আরও বেশি সচেতন হচ্ছে, আরও বেশি সুসংগঠিত হচ্ছে, ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। অবশ্যই কিছু দালাল ছাড়া। সব সময় কিছু দালাল থাকে এটাই সমস্যা। এই দাবি যখন সেই সভায় তুলে ধরতে যান তখনও অনেকেই বাধা দেয়। দুঃখজনক হলো আমাদের বাংলাদেশের একজন নেতা অন্য দলের বাধা দিয়েছিল।
প্রধানমন্ত্রী বলেন, '১৯৬৮ সালে ১৮ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হলো। এবং তার বিরুদ্ধে একটি মামলা দেওয়া হলো আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা নামে এই মামলা পরিচিতি পেয়েছিল। আসলে মামলাটা ছিল রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব। সেখানে বঙ্গবন্ধুকে এক নম্বর আসামি করে এবং সামরিক-বেসামরিক ৩৪ জনকে মামলার আসামি করা হয়।, এই মামলা যখন শুরু হলো দেশের মানুষ আবার বিক্ষোভে ফেটে পড়লো। এক পর্যায়ে আইয়ুব খান মামলা প্রত্যাহার করে সবাইকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। শেখ মুজিব মুক্তি পেয়ে জনতার কাছে ফিরে এলেন।
৬ দফা দাবি আদায়ের আন্দোলনের পথ ধরে বাংলাদেশ স্বাধীনতার পথে এগিয়ে যাওয়ার কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, '৬ দফার ভিত্তিতে ৭০ এর নির্বাচন। যে নির্বাচনে সমগ্র পাকিস্তানে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সংখ্যা গরিষ্ঠতা পায়। ৬ দফা এবং ৭ই জুন এটা আমাদের, এই যে স্বাধীনতা আমরা অর্জন করেছি এর জন্য এই দিবসটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'কারণ আমরা দেখেছি ১৯৫২ সালে রক্ত দিয়ে আমাদের রক্তের অক্ষরে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা করতে হয়েছে। আবার আমাদের স্বায়ত্ত্বশাসনের আন্দোলন সেখানেও রক্ত দিয়ে লিখে যেতে হয়েছে আমরা আমাদের স্বাধিকার চাই। পাকিস্তানিদের শোষণ-বঞ্চনার কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'অর্থনৈতিকভাবে এই অঞ্চল থেকে সমস্ত অর্থ উপার্জন হতো কিন্তু তার সিংহভাগ ব্যয় হতো ওই পশ্চিম পাকিস্তানে।, তাদের উন্নতি হচ্ছে অথচ আমরা অবহেলিত বঞ্চিত। এই বঞ্চনার কথা তিনি বারবার তুলে ধরেছেন।ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রামে শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের কথা তুলে ধরে শেখ হাসিনা বলেন, 'বাংলা ভাষায় কথা বলার অধিকারটা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। ১৯৪৮ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র তখনই তিনি উদ্যোগ নিলেন এবং বাংলাকে মাতৃভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার আন্দোলন তিনি শুরু করলেন। সেই আন্দোলনের পথ ধরে বারবার দেখেছি আমাদের সাংস্কৃতিক অধিকার, রাজনৈতিক অধিকার, অর্থনৈতিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। প্রতিবাদে তিনি (বঙ্গবন্ধু) সব সময় সংগ্রাম করেছেন।
অনলাইনে অনুষ্ঠিত এ আলোচনা সভায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন অধ্যাপক ড় সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম। অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কৃষিমন্ত্রী ড় আব্দুর রাজ্জাক, শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি।সঞ্চালনা করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি'র প্রধান সমন্বয়ক ড় কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী।

গুয়াহাটি মহানগরে চিতাবাঘ মেরে উল্লাস-মিছিল গ্রেফতার সাত

গুয়াহাটি, ৭ জুন (হি.স.) : খাঁচাবন্দি একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘকে নৃশংসভাবে পিটিয়ে মারার দায়ে সাতজনকে গ্রেফতার করেছে গুয়াহাটি মহানগরের গরচুক থানার পুলিশ। ঘটনা রবিবার সকালে ঘটেছে গরচুক থানার কটাবাড়ি এলাকায়।
ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, একটি চিতাবাঘ বেশ কয়েকদিন ধরে কটাবাড়ি এলাকায় আনাগোনা করে সন্ত্রাস কায়েম করেছিল। এতে এলাকার বাসিন্দার ব্যাপক আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন। গতকাল সন্ধ্যায় জনৈক বাসিন্দা তার ঘরের চত্বরে একটি খাঁচা পেতে রেখেছিলেন চিতাটিকে বন্দি করতে। যথারীতি খাঁচায় বন্দি হয় চিতাটি। আজ সকালে খাঁচায় চিতা বন্দি হয়েছে খবর পেয়ে জমায়েত শুরু হয়। এর মধ্যেই তাকে খুঁচিয়ে আধমরা করেন এলাকার কতিপয়। এক সময় খাঁচা খুলে তাকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়। এখানেই শেষ নয়, মৃত চিতাকে নিয়ে মিছিল করে বিজয়োল্লাসে মেতে ওঠে ঘাতকের দল।
ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে গড়চুক থানার পুলিশ কটাবাড়িতে

ছয়ের পাতায়

পেট্রোপোল এবং বেনাপোল বন্দর দিয়ে ভারত-বাংলাদেশ আমদানি-রপ্তানি শুরু

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ০৭।। দীর্ঘ আড়াই মাস বন্ধ থাকার পর রবিবার বিকাল থেকে বেনাপোল বন্দর দিয়ে ভারত-বাংলাদেশের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য শুরু হয়েছে। রবিবার বিকাল থেকে ২৪টি ভারতীয় ট্রাকে করে মোটরসাইকেলের পার্টস ভারত থেকে বেনাপোল বন্দরে এসে পৌঁছেছে।
বৈশ্বিক মহামারি করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়ায় ২৩ মার্চ থেকে বেনাপোল বন্দরে আমদানি-রপ্তানি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার আমদানি-রপ্তানি চালুর জন্য বারবার অনুমতি দিলেও পশ্চিমবঙ্গ করোনার রেড জোন থাকায় তৃণমূল সরকার আমদানি-রপ্তানির চালুর অনুমতি দেয়নি।চতুর্থ দফা লকডাউন দেয়ার পর কেন্দ্র সরকার বেশ কিছু ক্ষেত্রে লকডাউন তুলে নিয়ে আনলক অন পদ্ধতি চালু করেছে। সে সুবাদে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং পেট্রাপোল বন্দরের বিভিন্ন সংগঠনের নেতারা প্রশাসনের সাথে দফায় দফায় বৈঠক করে আমদানি-রপ্তানি চালুর সিদ্ধান্ত নেন।
এদিকে, বন্দর চালুর খবর শুনে পেট্রোপোল এবং বেনাপোল বন্দরের হাজার হাজার বন্দর শ্রমিক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। দীর্ঘ দুই মাসের অধিক সময় বন্দরে কাজকর্ম বন্ধ থাকায় মানবেতর জীবন-যাপন করছিলেন তারা। আমদানিকারকরাও স্বস্তি প্রকাশ করেছেন আমদানি-রপ্তানি চালুর খবর শুনে।
অপরদিকে,ভারত-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রির পরিচালক বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মতিউর রহমান জানান,ভারতীয় হাই কমিশন,জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বানিজ্য মন্ত্রনালয়, ভারত-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রি,সি অ্যান্ড এফ এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন, সি অ্যান্ড এফ এজেন্ট স্টাফ অ্যাসোসিয়েশন এবং সর্বোপরি ভারতস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশনের কাউন্সিলর বেলাল হোসেন চৌধুরী সাহেবের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় দীর্ঘদিন পর পেট্রোপোল এবং বেনাপোল বন্দর দিয়ে ভারত-বাংলাদেশ আমদানি-রপ্তানি শুরু হয়েছে। তবে রেল কার্গো সার্ভিস চালু না হলে এটা আরো বিলম্ব হতো বলে তিনি মনে করেন।তিনি পেট্রোপোল এবং বেনাপোল বন্দর দিয়ে ভারত-বাংলাদেশ আমদানি-রপ্তানি শুরু হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।
ভারতের পেট্রাপোল বন্দরে সি অ্যান্ড এফ এজেন্ট স্টাফ অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রী কার্তিক চন্দ্র জানান, পেট্রাপোল বন্দরে প্রায় আড়াই হাজার ট্রাক মালবোঝাই করে বাংলাদেশে প্রবেশের অপেক্ষায় পড়ে আছে। দীর্ঘ দিন পড়ে থাকায় ট্রাকে থাকা পণ্যের গুনগত মান নষ্টের পথে। অনেক ট্রাকের ব্যাটারি, টায়ার নষ্ট হয়ে গেছে যে কারণে একটু ধীর গতিতে আমদানি-রপ্তানি হবে বলে তিনি জানান। তবে আজ থেকে আগের মতো আমদানি-রপ্তানি কার্যক্রম চলবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।
বেনাপোল সি অ্যান্ড এফ এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মফিজুর রহমান সজন জানান, বেনাপোল দিয়ে বিকালে থেকে পুনরায় দু'দেশের মধ্যে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য শুরু হয়েছে। দুদেশের কাস্টমস, বন্দর, ইন্ডিয়া বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স, সিঅ্যান্ড এফ এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশন, প্রশাসন ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য পুনরায় শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।
বেনাপোল বন্দরের পরিচালক মামুন তরফদার বলেন, বিকাল থেকে দুদেশের মধ্যে আমদানি-রপ্তান বাণিজ্য পুনরায় চালু হয়েছে।পিপিই ও মাস্ক ব্যবহার করে তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে স্বাস্থ্যবিধি মেনেই ট্রাকচালক ও হেলপাররা পণ্য নিয়ে বেনাপোল বন্দরে প্রবেশ করছেন। পণ্য দ্রুত বন্দরে লোড আনলোড করার জন্য আমরা তাদের সবধরনের সহযোগিতা করছি।

করিমগঞ্জ কারাগারে বন্দি বাংলাদশি নাগরিকের মৃত্যু এসএমসিএইচে, মৃতদেহ নিয়ে বিপাকে পুলিশ

করিমগঞ্জ (অসম), ৭ জুন (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলা কারাগারে বন্দি দশায় জনৈক বাংলাদেশি নাগরিকের মৃত্যু হয়েছে। তার মৃতদেহ নিয়ে বিপাকে পড়েছে কারা কর্তৃপক্ষ।
জানা গেছে, গত সপ্তাহখানেক ধরে বিদেশি নাগরিক সৈয়ব আলির মৃতদেহ শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পড়ে রয়েছে। যেহেতু মৃত ব্যক্তি বিদেশি নাগরিক, তাই দুই দেশের আইনি জটিলতার দরুন করিমগঞ্জ পুলিশের পাশাপাশি কারা কর্তৃপক্ষ সৈয়ব আলির মৃতদেহ নিয়ে বিপাকে পড়েছে।
গত ৩ মার্চ অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন বছর ৬০-র সৈয়ব আলি নামের বাংলাদেশি নাগরিকটি। দু-দিন পর ৫ মার্চ করিমগঞ্জ পুলিশ এই অবৈধ অনুপ্রবেশকারীকে আটক করে আদালতে পেশ করে। আদালতের নির্দেশে বাংলাদেশি নাগরিক সৈয়ব আলিকে পাঠানো হয় করিমগঞ্জ জেলা কারাগারে। সে অনুসারে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করার দায়ে সৈয়ব আলির বিরুদ্ধে বিচার প্রক্রিয়াও শুরু হয়। কিন্তু গত ২৩ মে জেলা কারাগারে বন্দি বাংলাদেশি নাগরিক সৈয়ব আলি অসুস্থ হয়ে পড়েন। অসুস্থ

ছয়ের পাতায়

স্বাধীনতার জন্য জাতির মনন তৈরির লক্ষ্যেই ৬ দফা ঘোষণা করেছিলেন বঙ্গবন্ধু : তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ

মনির হোসেন,ঢাকা,জুন ০৭।। বাংলাদেশের তথ্যমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড় হাছান মাহমুদ বলেছেন, 'স্বাধীনতার জন্য জাতির মনন তৈরির লক্ষ্যেই ৬ দফা ঘোষণা করেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।'
তিনি রবিবার ৬ দফা দিবস উপলক্ষে সকালে রাজধানীতে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে দিবসটি উপলক্ষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে একথা বলেন।
তথ্যমন্ত্রী বলেন,আজ ঐতিহাসিক ৬ দফা দিবস। ১৯৬৬ সালের এই দিনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ৬ দফা প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে যার লক্ষ্য ছিল ধাপে ধাপে যাতে জাতি স্বাধীনতার দিকে যায়, সেজন্য জাতির মনন তৈরি করা।এই ৬ দফার পক্ষে বাংলাদেশ তথা তৎকালীন পূর্ব বাংলার মানুষ অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন এবং ৬ দফার ভিত্তিতেই ১৯৭০ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল' উল্লেখ করে ড় হাছান মাহমুদ বলেন, 'এদেশের মানুষের নিরঙ্কুশ সমর্থনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয় লাভ করেছিলেন। কয়েকটি বাদে পূর্ব বাংলার প্রায় সব ক'টি আসনেই তিনি জয়লাভ করেন।'
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৫৩তম জন্মদিনে ১৯৭২ সালে পত্রিকায় প্রকাশিত প্রখ্যাত রাজনীতিক কমরেড মনি সিংহ'র বক্তব্য উদ্ধৃত করে ড় হাছান মাহমুদ বলেন, '১৯৫১ সালেই বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতার পরিকল্পনা করেছিলেন। সেসময়ই বঙ্গবন্ধু তাঁর চিঠিতে মনি সিংহকে লিখেছিলেন যে, তিনি স্বাধীনতার পরিকল্পনা করছেন। এতে তার সমর্থন আছে কি না, তাও জানতে চেয়েছিলেন।'
ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'বহু আগে, পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই বঙ্গবন্ধু উপলব্ধি করেছিলেন যে, আসলে এই পাকিস্তানের মধ্যে বাঙালিদের অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। বাঙালিরা সবসময় নিষ্পেষিত হবে, নির্যাতিত হবে। সেজন্য বহু আগেই তিনি স্বাধীনতার পরিকল্পনা করেছিলেন। নানা আন্দোলন, সংগ্রাম পরিকল্পনার ধারাবাহিকতায় ১৯৬৬ সালে ৬ দফা ঘোষণা করেছিলেন জাতির মনন তৈরি করার লক্ষ্যে, স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে।'
একইসাথে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এসময় আক্ষেপ করে বলেন,তবে স্বাধীনতার প্রায় ৫০ বছর পরও এটি দুঃখজনক যে, রাজনৈতিক দল বিএনপি এখনো স্বাধীনতাবিরোধীদের পৃষ্ঠপোষকতা করে, তাদের দলের মধ্যেও বহু স্বাধীনতাবিরোধী আছে এবং এখনো স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষের শক্তি নিয়ে আমাদের কথা বলতে হয়। স্বাধীনতার প্রায় ৫০ বছর পর এটি অত্যন্ত দুঃখজনক।

কেজরিওয়ালের নিন্দায় সরব কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ৭ জুন (হি. স.): সোমবার থেকে দিল্লির সীমান্ত খুলে দেওয়ার কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এমনকি রেস্তোরাঁ এবং শপিং মল খুলে দেওয়ারও কথা বলেছেন তিনি। দিল্লির সরকারের এই ঘোষণার বিরুদ্ধে সরব হয়েছে কংগ্রেস।তাদের বক্তব্য দিল্লিকে অনলক করার এটি সঠিক সময় নয়।কারণ আক্রান্তের নিরিখে গোটা ভারতে ২৫ শতাংশ করোনা কেস দিল্লিতে। রবিবার কংগ্রেস নেতা অজয় মাকেন জানিয়েছেন, করোনায় আক্রান্ত হওয়ার নিরিখে গোটা দেশে এগিয়ে দিল্লি। সুস্থ হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে পিছিয়ে দিল্লি। এর কারণ দিল্লির হাসপাতালের অবস্থা খুবই খারাপ। তড়িঘড়ি সবকিছু খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঠিক নয়। দিল্লির ৩৮ টি সরকারি হাসপাতালের

ছয়ের পাতায়

রবিবার নেশা বিরোধী আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন বিধায়ক আশীষ সাহা। ছবি- নিজস্ব।

গুজরাতের থেকে কলকাতার অবস্থা খারাপ, পাল্টা দিলীপ

কলকাতা, ৭ জুন (হি স): রবিবারের সাংবাদিক সম্মেলনে করোনা সংক্রমণ রুখতে ব্যর্থ কেন্দ্র। রাজ্যের তুলনায় বেশি সংক্রমণ গুজরাতে এমনটাই দাবি করেন কলকাতা পুরসভার মেয়র ফিরহাদ হাকিম। এরপরেই সাংবাদিক সম্মেলন করে "গুজরাতের থেকে কলকাতার অবস্থা খারাপ"পাল্টা সুর চড়ালেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

এই প্রসঙ্গে রাজ্য বিজেপি সভাপতি বলেন, এরকম ভ্রষ্টাচার দুর্নীতি ভরা সরকার আগে দেখিনি। গুজরাতের থেকে কলকাতার অবস্থা খারাপ। না এখানে যোগদান হচ্ছে।না জনতা কার্ফু।না মানা হচ্ছে না সোশ্যাল ডিস্ট্যান্স। না আপনার সাহায্য নিচ্ছেন। না সরাতে পারছেন। অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাতে ব্যস্ত"।

এরপরেই আমফানের প্রসঙ্গ তুলে রাজ্য সরকারকে একহাত রাজ্যে বিজেপি সভাপতির। এই প্রসঙ্গে রাজ্য বিজেপি সভাপতি বলেন, " মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে।ভুল তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হচ্ছে। কিসের ভিত্তিতে ক্ষয়ক্ষতির হিসাব করছে রাজ্য সরকার। অসহায় মানুষ সরকারেকে পাশে পাচ্ছে না"।

দুঃস্থদের খাদ্য বিলি টেংরা পুলিশের

কলকাতা, ৭ জুন (হি স): করোনা আতঙ্কে যেন চেনা তিলোত্তমাকে লাগছে অচেনা।দমকা হাওয়ার মতো ঘুরে এসে যেন শহরে রাজ করছে করোনা। তবে, করোনা পরিস্থিতিতে মানবিক কলকাতা পুলিশ। রবিবার দুঃস্থ অসহায়দের খাদ্য বিলি করে ফের মানবিকতার নজির গড়লো টেংরা থানার পুলিশ।

কখনও শাসন করে আবার কখনও সামাজিক বার্তা দিয়ে করোনা আতঙ্কের মাঝে নিজেদের জীবন ঝুঁকি নিয়ে ক্রমশ শহরবাসীর পাশে দাঁড়াচ্ছে কলকাতা পুলিশ। আতঙ্কের মাঝেও যেন ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছে কলকাতা পুলিশ। এতদিন দেশ চলছিল লকডাউন। তবে, লকডাউনের পঞ্চম দফায় চলছে আনলক ওয়ান। আর যার জেরে বন্ধ বিভিন্ন অন্নসংস্থানের জায়গা।যার জেরে অনেকের বাড়িতেই হাঁড়ি চড়ছে না। আর সেই কথা চিন্তা করেই সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছে কলকাতা পুলিশ। শহরবাসীর দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে মানবিক রূপ নিয়ে দুস্থ অসহায়দের দিকে সাহায্যের হাত বাড়াচ্ছে পুলিশ।

গ্রেফতার সাত

পাচের পাতার পর

অভিযান চালিয়ে এর সঙ্গে জড়িত সাত জনকে আটক করেছে। পরে তাদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে বন্য পশু নিপীড়ন ও হত্যা সংক্রান্ত আইনের বিভিন্ন ধারায় গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারদের পরিচয় জানা যায়নি। এদিকে, গোটা ঘটনার ভিডিও ফেসবুকে ভাইরাল হলে এর বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। অনেকেই ঘাতক দলের বিরুদ্ধে কড়া এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলেছেন।

বিপাকে পুলিশ

পাচের পাতার পর

সৈয়ব আলিকে সঙ্গে সঙ্গে করিমগঞ্জ অসামরিক হাসপাতালে ভরতি করা হয়। কিন্তু তাঁর শারীরিক অবস্থা শঙ্কাজনক বলে করিমগঞ্জ হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে তড়িঘড়ি শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করেন।

করিমগঞ্জ জেল সুপার জানিয়েছেন, বার্ধক্যজনিত রোগের কারণেই সৈয়ব আলি অসুস্থ হয়েছিলেন। তাঁর বাড়ি বাংলাদেশের ফুলবাজার থানার অন্তর্গত কাইলাকোণা গ্রামে। চলতি মাসের ১ তারিখ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় সৈয়ব আলির মৃত্যু হয়। এক সপ্তাহ থেকে বিদেশি নাগরিক সৈয়ব আলির মৃতদেহ শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পড়ে রয়েছে।

কারা সুপার জানান, দুই দেশের আইনি প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরই সৈয়ব আলির মৃতদেহ বাংলাদেশ প্রশাসনের কাছে সমঝে দেওয়া হবে। দুই দেশের প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। দু-একদিনের মধ্যে আইনি প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করেন জেল সুপার। তবে কোনও কারণবশত যদি বাংলাদেশ সরকার সৈয়ব আলির মৃতদেহ সমঝে না নেয়, তা হলে সম্পূর্ণ ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী তাঁর মৃতদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া এ দেশেই সম্পন্ন করা হবে বলে জানান করিমগঞ্জ জেলা কারাগারের সুপারিনটেনডেন্ট।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সোমবার পথে নামছে দুই হাজার বেসরকারি বাস

কলকাতা, ৭ জুন (হি. স.): আগামীকাল সোমবার থেকে পথে নামছে দুই হাজার বেসরকারি বাস। রবিবার পরিবহন দফতরের সঙ্গে বেসরকারি বাস মালিক সংগঠনগুলি বৈঠকের পর এমনটাই জানিয়েছে। বাস মালিক সংগঠনটির পক্ষ থেকে জানানো হয় সোমবার থেকেই এই মুহূর্তে যে পরিমাণ বাস পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে কলকাতায় তা আরও ৩০ শতাংশ বেড়ে যাবে।

বেসরকারি বাস পরিষেবা চালু করার কথা বললেও পথে দেখা মেলেনি বাসের। এদিকে অফিস খুলে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই নাকাল হতে হয়েছে নিত্যযাত্রীদের। কোথাও আবার যদিও বাসের দেখা মিলেছে সেখানে যাত্রী আসন ভর্তি হয়ে যাওয়ায় উঠতে পারেননি অনেক যাত্রীই। এরপরেই একাধিকবার বেসরকারি বাস সংগঠন ও পরিবহন দফতর দফায় দফায় বৈঠকে বসেছে। রবিবারের বৈঠকের পর সিদ্ধান্ত নিয়েছে উভয় পক্ষই আগামীকাল থেকে পথে নামবে দুই হাজার বেসরকারি বাস। এর ফলে যাত্রীসাধারণের অনেকটাই সুবিধা হবে। একই সঙ্গে বাসের মধ্যে জোর করে ঠেলাঠেলি করে উঠতে হবে না। সামাজিক দূরত্বও কিছুটা হলেও মানা সম্ভব হবে।

এদিকে, মালিক সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে জানানো হয় মূলত দুটি কারণের জন্য তারা এই মুহূর্তে সম্পূর্ণ বাস পরিষেবা দিতে পারছেন না। প্রথমত অনেক বাস চালক ও কন্ডাক্টর যারা লক ডাউনের জন্য বাড়ি গিয়েছিলেন তারা এখনও ফিরতে পারেনি। এছাড়াও দীর্ঘদিন ধরে অনেক বাস না চলায় অনেক যন্ত্র বিকল হয়ে গিয়েছে ফলে এখনই সম্পূর্ণ বাস পরিষেবা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে পরিষেবা আগের তুলনায় বাড়ানো হবে অনেকটাই বলে জানিয়েছে সংগঠনগুলি। অপরদিকে সূত্র মারফত জানা গিয়েছে চলতি মাসেই বেসরকারি বাসের ভাড়া বৃদ্ধির প্রস্তাব নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে রেগুলেটরি কমিটি।

আমফান ও করোনা ইস্যু তুলে বিজেপির সমালোচনায় সরব তৃণমূল নেতা দিলীপ যাদব

হুগলি, ৭ জুন (হি.স.): সময় বিজেপির একদল অবিবেচক নেতা তারা উঠে পড়ে লেগেছেন কি করে বাংলাকে অপমান করা যায়। রবিবার চম্পদানি বিধানসভা কেন্দ্রের কো-অর্ডিনেটর এবং জেলা তৃণমূল সভাপতি দিলীপ যাদব এক সাংবাদিক সম্মেলনে এভাবেই বিজেপির তীব্র নিন্দা করেন।

রবিবার শেওড়াফুলির সত্যজিৎ রায় ভবনে চম্পদানি বিধানসভা কেন্দ্রের কো-অর্ডিনেটর এবং জেলা তৃণমূল সভাপতি দিলীপ যাদব এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন। সেখানে বিজেপির তীব্র নিন্দা করেন তিনি। বলেন যখন বাংলায় এই দুঃসময়ে মানুষ দিশেহারা এবং করোনা ও আমফানের মত জোড়া বিপর্যয় মানুষের প্রাণ বাঁচানো যায় সেই সময় বিজেপির একদল অবিবেচক নেতা তারা উঠে পড়ে লেগেছেন কি করে বাংলাকে অপমান করা যায়। করোনার আবহে যখন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গত তিন মাস ধরে মানুষের পাশে থেকেছেন তাঁর নির্দেশে রাজ্যের কোনায় কোনায় তৃণমূল কর্মীরা দুঃস্থ মানুষের অসহায় মানুষের পাশে থেকেছেন সেই সময় এই সমস্ত বিজেপি নেতৃবৃন্দ তারা ঘরের কোণে বসে ছিলেন। এখন সুযোগ বুঝে তারা ময়দানে নেমে পড়েছেন বাংলার মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে এবং কিছু কিছু জায়গায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার কাজে লিপ্ত হয়েছেন।

এদিন তিনি আরও বলেন, ফেক ভিডিও ফেক নিউজ এ তারা সোশ্যাল মিডিয়া ভরে দিচ্ছে এটা অত্যন্ত অন্যায় এবং অবিবেচকের মত কাজ। বাংলার এই বিপদের দিনে যখন তাদের নির্বাচিত সাংসদদের পথে মানুষের পাশে দাঁড়াবার কথা তখন তারা ভয়ে গর্তে ঢুকে পড়েছিলেন।বাংলার মানুষ সবকিছু দেখছেন তারা এর বিচার করবেন এবং বাংলার মাটি থেকে বিজেপি সহ অন্যান্য দলকে চিরতরে বিদায় জানাবে।

যৌথ বাহিনী

তিনের পাতার পর

উল্লেখ্য, কিছু দিন আগে পুলওয়ামা জেলায় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে খতম হওয়া তিন জঙ্গির মধ্যে জইশ-ই-মহম্মদ গোষ্ঠীর এক শীর্ষস্থানীয় কম্যান্ডারের সন্ধান পাওয়া যায়। জানা গিয়েছে, 'ফৌজি ভাই' নামে পরিচিত মৃত জঙ্গি আফগান যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। বোমা তৈরির বিষয়ে সে অত্যন্ত দক্ষ ছিল বলেও জানা যায়। দগত সপ্তাহে পুলওয়ামায় গাড়িবোমা বিস্ফোরণের মূল কারিগরও ছিল এই প্রবীণ সন্ত্রাসবাদী।

৮ হাজার ছাড়ালো

তিনের পাতার পর

তাই এখন সুস্থ হওয়ার সংখ্যা মোট ১১১৬জন। এদিকে করোনায় আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় গত ২৪ ঘণ্টায় ৭জনের মৃত্যু হয়েছে। তাই এখনও পর্যন্ত কলকাতায় মোট ২০২জন মারা গেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে। কো-মর্বিডিটির জন্য মৃত্যু হয়েছে ৫২ জনের। বর্তমানে কলকাতায় করনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ১৩৮৮জন। বাকি মৃতদের মধ্যে তিনজন উত্তর ২৪ পরগনার, দুজন হওড়া এবং একজন দার্জিলিঙের বাসিন্দা।

এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ৯হাজার ৭৮৬টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ২ লাখ ৭১হাজার ৭৪টি। এখন রাজ্যে ৪৩টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে এখন ৫৮২টি সরকারি একান্তবাস রয়েছেন ২২হাজার ৬৯৫জন। সরকারি একান্তবাস থেকে ছুটি পেয়েছেন, ৬৫হাজার ৭৬১জন। এখন বাড়িতে একান্তবাসে রয়েছেন ১লাখ ৫৪হাজার ৬৮২জন।বাড়িতে একান্তবাসের নজর দারি শেষ হয়েছে, ১লাখ ৬হাজার ২৭৩জনের। এদিকে পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য সারা রাজ্য জুড়ে ১১ হাজার ৮০৬ টি প্রতিষ্ঠানিক একান্তবাস বানানো হয়েছে। যেখানে রয়েছেন, ১ লাখ ৩৮হাজার ৪১৯ জন। এখান থেকে ছাড়া পেয়েছেন ৭৫ হাজার ৩৯১জন।

আসছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

তিনের পাতার পর

স্যামুয়েল সাংসন বলেন, এ নিয়ে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের সিইএম দেবোলাল গারলোসা রাজ্য সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে এই কঠিন পরিস্থিতি থেকে বেড়িয়ে আসার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন। করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর চিকিৎসায় রত হাফলং সরকারি হাসপাতালের ১১ জন চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্য কর্মীকে ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছিল। তাঁদের লালারস সংগ্রহ করে করোনা টেস্টের জন্য শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ল্যাবে পাঠানো হয়েছিল। শনিবার রাতে তাঁদের করোনা টেস্টের রিপোর্ট নেগেটিভ এসেছে। তাই সোমবার এঁদের কোয়ারেন্টাইন সেন্টার থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে। তবে আরও ৭ দিন হোম কোয়ারেন্টাইনে তাঁদের থাকতে হবে জানিয়ে স্যামুয়াল সাংসন জানান, এর ২১ দিন পর আবার এই চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্য কর্মীরা কাজে যোগ দিতে পারবেন।

এদিকে অভিযোগ উঠেছে হাফলং সরকারি হাসপাতালের আইসোলেশন ওয়ার্ডে কতিপয় করোনা আক্রান্ত রোগী স্বাস্থ্য কর্মীদের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন না। বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করছেন তারা। যার দরুন স্বাস্থ্য কর্মীরা আইসোলেশন ওয়ার্ডে যেতে ভয় করেন। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে স্যামুয়েল বলেন, এমন অভিযোগ আমার কাছেও এসেছে। তবে যারা এ ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করছে এদের প্রতি স্যামুয়েল সাংসনের আহ্বান, আইসোলেশন ওয়ার্ডের করোনা আক্রান্ত রোগীরা যাতে চিকিৎসক, স্বাস্থ্য কর্মীদের সহযোগিতা করেন, কারণ, এঁরাই আপনাদের চিকিৎসার দায়িত্বে রয়েছেন এবং একেবারে সামনে থেকে করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন চিকিৎসক নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা।

এদিকে ডিমা হাসাও জেলার কোভিড ১৯ নিয়ে সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে সোমবার হাফলঙে এক ঝটিকা সফরে আসছেন রাজ্যের স্বাস্থ্য শিক্ষা তথা অর্থমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

বিভেদ

● প্রথম পাতার পর

সম্ভব। বর্তমানে রাজ্যের প্রতিটি ব্লাড ব্যাংকে রক্তের সংকট রয়েছে এই সঙ্কট মোকাবেলায় ছাত্র যুব সহ সকলের সহযোগিতা খুবই জরুরী।

উল্লেখ্য সম্প্রতি রামনগরে ছাত্র যুব সংগঠনের রক্তদান শিবিরকে কেন্দ্র করে এক অনভিপ্রেত ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। এদিনও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে মানিকবাবু চলে যাওয়ার পর রক্তদান শিবিরের উদ্যোক্তাদের ওপর হামলা সংগঠিত করা হয়। সেদিনের এই ঘটনাকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে আখ্যায়িত করেছেন বিরোধীদলীয় নেতা মানিক সরকার। এ ধরনের ঘটনা কোনভাবেই বাঞ্ছনীয় নয় বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

যারা সেদিন রক্তদান শিবিরের আয়োজকদের ওপর হামলা সংগঠিত করেছে তাদের চেয়েও বড় অপরাধী যারা তাদেরকে প্রশ্রয়, আশ্রয় দিয়েছে এবং প্ররোচিত করেছে। এ ধরনের কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে রক্তদানের মতো মহৎ কাজ থেকে পিছিয়ে না থাকার জন্য ছাত্র-যুব সহ সকল অংশের জনগণের প্রতি বিরোধী দলনেতা আহ্বান জানিয়েছেন।

সভাপতি

● প্রথম পাতার পর

অধ্যুষিত রাজ্যে ৪৩ শতাংশ কমেছে। ভারতীয় সেনার শক্তি বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রতিরক্ষা খাতে অর্থ বরাদ্দ দুই হাজার কুড়ি ২১ সালে ৩.৩৭ লক্ষ কোটি টাকা করা হয়েছে। পৃথকভাবে জলশক্তি মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়েছে। ২০২৪ সালের মধ্যে প্রতিটি ঘরে অবশ্যই পানীয় জল পৌঁছাবে। এই রাজ্যে দীর্ঘদিনের রিয়াং শরণার্থী সমস্যার সমাধান হয়েছে বলে জানান তিনি। ডাক্তার এবং চিকিৎসকদের ওপর আক্রমণ হলে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা নেওয়ার আইন প্রণয়ন হয়েছে।

সম্পত্তির ক্ষতি হলে দোষীদের কাছ থেকে বাজারমূল্যের দ্বিগুণ অর্থ আদায় করা হবে। মহাকাশ বিজ্ঞানে ভারত শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে উঠে এসেছে। মহাকাশ বিজ্ঞানে চতুর্থ শক্তিশালী দেশ ভারত। নারী সশক্তিকরণে মোদি সরকার সর্বদা সজাগ। এদিন এই বিষয়েও অবগত করেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ডাক্তার মানিক সাহা।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

মধ্যে হঠাৎকরে ওর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পায় বাড়ীর লোকজন। সঙ্গে সঙ্গে খবরদেওয়াহয় বাইখোড়া থানায়। ঘটনার খবরপেয়ে থানায় কর্তব্যরত ওসি রাজীব সাহা ওনার সহকর্মীদের নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিতহন। মৃত্যুর কারন নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা।

পরিবারের লোকজন ও থানার প্রাথমিক ধারনা মানসিক আশান্তির কারনে আত্মাহত্যার পথ বেছে নিয়েছে চাদনি চক্রবর্তী। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর উঠে আসবে আসল রহস্য এমনটাই অভিমত অভিজ্ঞমহলের। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

জনতা

● প্রথম পাতার পর

সে কারণেই দয়ারাম পাড়া থেকে কোনোভাবেই ইএসআর ক্যাম্প প্রত্যাহার করার সঙ্গে স্থানীয় জনগণ সহমত পোষণ করতে পারছেন না। টিএসআর ক্যাম্পটি সেখান থেকে প্রত্যাহার করে নিলে দীর্ঘদিনের শান্তি সম্প্রীতি বিনষ্ট হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন এলাকার জাতি-উপজাতি উভয় অংশের জনগণ। জনকল্যাণের কথা মাথায় রেখেই টিএসআর ক্যাম্প যথাস্থানে বহাল রাখার জোরালো দাবি উঠেছে। এখন দেখার বিষয় প্রশাসন এ ব্যাপারে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

পরিকল্পনা

● প্রথম পাতার পর

কার্ফুর বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেছে। এক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের আগাম প্রস্তুতি লকডাউন কঠোরভাবে পালনকে এড়ানোর লক্ষ্যে নেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ত্রিপুরা মার্চেন্ট এসোসিয়েশনের সম্পাদক সুজিত রায় জানিয়েছেন, অর্ধদিবস ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠান ও বাজারহাট খোলা রাখার বিষয়ে আগামীকাল ঘোষণা দেওয়া হবে।

ব্যক্তি

● প্রথম পাতার পর

দমকল বাহীনির লোকজন ঘটনাস্থলে গিয়ে আহত কান্তিলাল দত্তকে উদ্ধারকরে শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক কান্তিলাল দত্তের অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে আগরতলা জীবি হাসপাতালে রেফার করে।

উত্তরপূর্বে কোভিড-১৯ সংক্রমণ সর্বাধিক অসমে, দ্বিতীয় ত্রিপুরা, মিজোরাম ও নাগাল্যান্ডেও বাড়ছে রোগীর সংখ্যা

গুয়াহাটি, ৭ জুন (হি.স.) : অসম সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যতম রাজ্য ত্রিপুরা, মণিপুর, নাগাল্যান্ড মিজোরামেও প্রতিদিন বাড়ছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। অসমে রবিবার সকালে এক ধাপে ৯২ জন আক্রান্তকে নিয়ে মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৫৬৫।

মিজোরামে আজ নতুন আরও ১০ জনের শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছে। আক্রান্তের সংখ্যা ৩৪ জনে বৃদ্ধি পেয়েছে। তাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম আক্রান্ত ব্যক্তি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গা রবিবার সকালে তাঁর অফিশিয়াল টুইটার হ্যান্ডলের মাধ্যমে এই খবর দিয়েছেন। তিনি জানান, মিজোরামে এখনও সক্রিয় কোভিড-১৯ পজিটিভ রোগী ৩৩ জন রয়েছেন।

নাগাল্যান্ডেও আজ নতুন আরও পাঁচজনের শরীরে করোনা পজিটিভের উপস্থিতি ধরা পড়েছে। এ নিয়ে নাগাল্যান্ডে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ১১২ হয়েছে। ত্রিপুরায় সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৬৯৫। অরুণাচল প্রদেশে ৪৫ মেঘালয়ে ৩৩ জন।

রবিবার রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী এস পাংন্যু ফোম তাঁর টুইটার হ্যান্ডলে লিখে জানিয়েছেন, গত ২৪ ঘণ্টায় নাগাল্যান্ডে নতুন পাঁচজনের সোয়াব টেস্টের রিপোর্ট পজিটিভ এসেছে। নতুন আক্রান্ত সকলেই চেন্নাই থেকে সংক্রমিত হয়ে এসেছেন। মন্ত্রী জানান, শনিবার মোট ৩১৮ জনের স্যাম্পল সংগ্রহ করা হয়েছিল। এর মধ্যে এই পাঁচজনের পজিটিভ রিপোর্ট এসেছে। তাঁরা সকলেই ডিমাপুরের বাসিন্দা বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী এস পাংন্যু ফোম। তিনি জানান, রাজ্যে এখন পর্যন্ত ১০৪ জন সক্রিয় করোনা আক্রান্ত রোগী রয়েছেন। এছাড়া ৮ জন সুস্থ হয়েছেন।

এদিকে মণিপুরে আজ কোনও নতুন কোভিড-১৯ আক্রান্তের খবর পাওয়া যায়নি। রাজ্যে ১৩২ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে ৪১ জন সুস্থ হওয়ার বিপরীতে সক্রিয় রোগী ৯১ জন।

গোটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের করোনা-আক্রান্তের যে তলিকা হাতে এসেছে সে অনুযায়ী অসমে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ২৫৬৫, সুস্থ ৫৮৮ এবং ১৯৭০ জন সক্রিয়। এর মধ্যে মৃত্যু হয়েছে চারজনের। আক্রান্তের তালিকায় দ্বিতীয় ত্রিপুরায় এই খবর লেখা পর্যন্ত ৭৫০টি করোনা মামলার মধ্যে ১৭৩ জনকে সুস্থ বলে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। সক্রিয় রোগী ৫৭৭ জন। তৃতীয় স্থানাধিকারী মণিপুরে ১৩২ জনের মধ্যে ৪১ জন সুস্থ হয়েছেন। মেঘালয়ে ৩৩টি পজিটিভ মামলা ধরা পড়েছে। তার মধ্যে একজনের মৃত্যুর পাশাপাশি ১৩ জনকে হাসপাতাল থেকে ডিসচার্জ দেওয়া হয়েছে। মিজোরামে ৩৪টি মামলা ধরা পড়েছে। এর মধ্যে একজন সুস্থ হয়েছেন, চিকিৎসা চলছে ৩৩ জনের। অরুণাচল প্রদেশে আক্রান্ত ৪৫ জনের মধ্যে ১ জনকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সিকিমে এখন পর্যন্ত ৩ জনকে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তাঁদের চিকিৎসা চলছে। তবে আক্রান্তের এই সংখ্যাগুলি দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে।

অনিশ্চিত

● প্রথম পাতার পর

ঘটনায় বাংলাদেশের সাথে আমদানি-রফতানি আপাতত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশিকা মেনে করোনা সংক্রমণের ঘটনায় ৪৮ ঘণ্টা স্থলবন্দর বন্ধ রাখার নিদান রয়েছে।

গতকাল রাতে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী নতুন করে ৫৫ জন করোনা আক্রান্তের ঘোষণা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিএসএফ ১৭৯ নম্বর ব্যাটালিয়নের ৬ জওয়ান, ইমিগ্রেশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত স্পেশাল ব্রাঞ্চের এক আধিকারিক এবং ল্যান্ড পোর্ট অব ইন্ডিয়া-র এক কর্মীর দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে।

তাতে কেন্দ্রীয় নির্দেশিকা মেনে আজ থেকে ৪৮ ঘণ্টার জন্য আইসিপি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সম্পূর্ণভাবে জীবাণুমুক্ত না করা পর্যন্ত আইসিপি-তে সমস্ত কাজকর্ম বন্ধ থাকবে বলে জানা গিয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত ২৮ মে বাংলাদেশ থেকে ১০৬ জন ত্রিপুরার নাগরিক ফিরেছেন। তাঁদের মধ্যে ১০ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। ধারণা করা হচ্ছে, বাংলাদেশ ফেরত করোনা সংক্রমিতদের সংস্পর্শে গিয়েই বিএসএফ সহ ল্যান্ড পোর্ট এবং স্পেশাল ব্রাঞ্চের আধিকারিকের দেহে সংক্রমণ ঢুকেছে।

ইতিমধ্যে তাঁদের চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেছে স্বাস্থ্য দফতর। তাছাড়া ওই সকল সংক্রমিতের সংস্পর্শে যাঁরা ছিলেন তাঁদের শনাক্ত করে তালিকা তৈরি করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরার নিকটবর্তী বাংলাদেশের কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং হবিগঞ্জ জেলায় মারাত্মক ভাবে করোনা সংক্রমণ ছড়িয়েছে। নারায়ণগঞ্জ জেলা থেকে বাংলাদেশের পণ্যবাহী গাড়িগুলি ত্রিপুরায় আসছে। ওই জেলা করোনা কনটেইনমেন্ট জোন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ফলে, ওই পণ্যবাহী গাড়িগুলি আগরতলা আইসিপিতে আসা অত্যন্ত ঝুকিপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ, ল্যান্ডপোর্ট অব ইন্ডিয়ার কার্গো কর্মীর করোনা সংক্রমণের ঘটনা বাংলাদেশে থেকে আগত পণ্যবাহী গাড়ির চালকদের থেকে ছড়িয়েছে কি না, সেই প্রশ্ন উঠেছে।

স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা শাসককে আগরতলা আইসিপি কন্টেইনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা দিতে বলা হয়েছে। আগরতলা আইসিপি কনটেইনমেন্ট জোন ঘোষণা দেওয়া হলে স্বাভাবিক ভাবেই আমদানী রপ্তানী বন্ধ হয়ে যাবে। অবশ্য জেলা শাসকের কার্য্যালয় থেকে এখনও আগরতলা আইসিপিকে কনটেইনমেন্ট জোন ঘোষণা দেওয়ার কোন তথ্য পাওয়া যায়নি। সূত্রের খবর এই বিষয়ে জেলা শাসক স্তরে বিভিন্ন দিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

মন্দির

● প্রথম পাতার পর

চলা হয় সেজন্য প্রশাসনের তরফ থেকে যাবতীয় নজরদারির ব্যবস্থা করা হবে।

উল্লেখ্য, উদয়পুরের মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির সতীর ৫১ পীঠের এক পিঠ বলে ধর্মীয় বিশ্বাস। ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে দেশ-বিদেশের বহু ভক্তের সমাগম ঘটে। করোনা ভাইরাস সংক্রমণজনিত কারণে মন্দিরের গেট বন্ধ হয়ে যাওয়ায় দীর্ঘ ৭৬ দিন ধরে ভক্ত সমাগম বন্ধ।

মাতাবাড়ি পরিচালন কমিটির পর্যালোচনা বৈঠক ক্রমে পুণ্যার্থীদের জন্য উল্লেখ্যযোগ্য সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এগুলি হচ্ছে, মন্দিরে প্রবেশ শুধুমাত্র দুটি দুয়ার(দরজা/ গেট/সিংহদূয়ার) দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকবে। প্রতিদিন পরিবর্তিত নিয়মে পশ্চিম ও পূর্ব দুয়ার বিকল্প হিসেবে থাকবে। নতমস্তক বা ষষ্টাঙ্গে প্রণাম করা যাবে না। পরিবর্তে শুধু হাত জোড় করে দাড়িয়ে প্রণাম করতে হবে। ১.৮ মিটার(ছয় ফুট) দুরত্ব বজায় রাখা বাধ্যতামূলক। প্রণামী বা দক্ষিনা প্রদানের ক্ষেত্রে দুরত্ব রেখে একটি নির্দিষ্ট স্থানে দিতে হবে। কোনভাবেই হ

পারস্পরিক হাতের সংস্পর্শে আসা যাবে না। চরণামৃত প্রদান ও সিঁদুর ফোটা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ধূপকাঠি, মোমবাতি প্রদীপ প্রভৃতি প্রজ্জ্বলনও নিষিদ্ধ থাকছে। কল্যান দীঘির জলজ প্রাণীদের কোন রকম খাদ্যদ্রব্য প্রদান করা যাবে না। দীঘিতে স্নান করাও নিষিদ্ধ থাকছে। তাছাড়া কোন বিক্রেতা যদি পুণ্যার্থীদের গামছা কিনতে প্ররোচিত করে তবে সেই ক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পার্কিং এর ক্ষেত্রে দীঘির উত্তর পার সুলভ শৌচালয়ের নিকটে এবং বিদ্যালয় মাঠের দক্ষিনে পার্কিং করতে হবে। মন্দিরের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে মন্দির কমিটি স্থানীয়দের মধ্যে থেকে ১৫-২০ জনের মতো স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করা হবে। অন্নভোগে আগের মতই নিষেধাজ্ঞা জারি করা রয়েছে। মন্দিরে পুণ্যার্থীদের আগমণের ক্ষেত্রে মাস্ক ব্যবহার ও প্রতিদিন সন্ধ্যায় মন্দির সেনিটাইজ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তাছাড়া মন্দির চত্বরে তাপমাত্রা পরীক্ষা করার পাশাপাশি থার্মাল স্কেনিং এর ব্যবস্থাও করা হবে।আইন শৃঙ্খলা রক্ষার্থে আরো পুলিস মোতায়েন করা হবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

সাহায্য

● প্রথম পাতার পর

লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন তিনি। এছাড়া ভারতীয় সেনার পক্ষ থেকে এই শহীদ পরিবারকে যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের তরফে সব ধরনের সহযোগিতা করা হবে বলে আশ্বস্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রী দেব বলেন, 'ভারত মাতার বীর সন্তান, বিজয় দেববর্মা ত্রিপুরার গর্ব। এই সুদূর গ্রাম থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়ে অরুণাচল প্রদেশের চীন সীমান্তে কার্যরত অবস্থায় বীরগতি প্রাপ্ত হয়েছেন।' দেশের প্রতি কাজ করতে গিয়ে শহীদ হওয়া বিজয় দেববর্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমরা সবাই এই পরিবারের সঙ্গে থাকব'। এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সফরসঙ্গী হিসেবে ছিলেন বিধায়ক তথা জম্পুইজলা ব্লক এডভাইজারী কমিটির চেয়ারম্যান বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা, সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক চন্দ্রকুমার জমাতিয়া, জেলা পুলিশ সুপার কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী সহ অন্যরা।

এক বিক্রেতা

আটের পাতার পর

জাতীয় সড়কের পাশে থানার দুইটি সাইনবোর্ড লাগিয়েছেন। থানারমধ্যে থাকা অপরিত্যাক্ত জায়গা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে উনার উদ্দ্যোগে বৃক্ষ রোপন করাহয়েছে। সুব্রত চক্রবর্তী প্রতিনিয়ত থানার সার্বিক উন্নয়নে কাজকরেযাচ্ছেন। শান্তির বাজার থানায় বিগত দিনের চেয়ে এইবছর অপরাধ মূলক কাজের হার কমেছে বলে জানাযায়। বিগত মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসের মধ্যে অপরাধ মূলক কেইসের সংখ্যাছিলো ২৭ টি। এইবছর কেইসের সংখ্যা বর্তমান তিন মাসে ১৩ টায় গিয়ে দারিয়েছে। এছারা লকডাউন চলাকালিন সময় গতমাসের ২৬ তারিখ থেকে এখন পর্যন্ত মাস্ক ও সামিজিক দুত্বেরজন্য সর্বমোট ফাইন করাহয়েছে ২২ হাজার টাকা। মাস্ক এরজন্য ১০০ টাকা করে ও সামাজিক দুরত্বেরজন্য ১,০০০ টাকা করে ফাইন করাহচ্ছে বলে জানাযায়। জানাযায় উনাদের এইধরনের অভিযান আগামীদিনেও জারি থাকবে।

আক্রান্ত ৯৯৭১

আটের পাতার পর

আইসিএমআর এর তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে বিগত ২৪ ঘণ্টায় ১৪২০৬৯ লালারসের নমুনা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। সব মিলিয়ে ৪৬৬৬৩৮৬ টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। করোনায় সবথেকে খারাপ অবস্থা মহারাষ্ট্রের। সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮২৯৬৮, তামিলনাড়ুতে আক্রান্ত ৩০১৫২।

খোঁজে তল্লাশি

আটের পাতার পর

হয়েছে।শনিবার পুলওয়ামা থেকে জঙ্গি সংগঠনের দুই ওভার গ্রাউন্ড ওয়ার্কারদের গ্রেফতার করা হয়েছে।পাশাপাশি জঙ্গি সংগঠনে যোগ দিতে যাওয়া আরও তিন যুবককে আটক করা হয়। পরে তাদের কাউন্সেলিংয়ের পরে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

সরব কংগ্রেস

পাচের পাতার পর

মধ্যে ৩৩ টি কোনও করোনা চিকিৎসা হচ্ছে না। দিল্লি সরকার সামাল দিতে ব্যার্থ।

অঙ্গন

করোনায় শরীর জম্বির মতো হয়ে গেছে

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের ফলে ভারতজুড়ে লকডাউনের দুই মাস পেরিয়ে গেছে। এ সময় খেলা তো দূরে থাক, অনুশীলনও সেভাবে করা হয়নি ক্রিকেটারদের। শুয়ে বসে থেকে অনেকের শরীরে জং ধরে যাওয়ার অবস্থা। নিজের শরীরের এমন অবস্থা দেখে নিজেকে জম্বি মনে হচ্ছে দীনেশ কার্তিকের কাছে।বহুদিন অনুশীলনের বাইরে থাকায় চট করে ক্রিকেটে ফেরা সম্ভব বলে মনে হচ্ছে না কার্তিকের। এই উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যানের ধারণা, ফেরার পর ক্রিকেটারদের অন্তত চার সপ্তাহ সময় লাগবে ম্যাচের জন্য প্রস্তুত হতে। ইএসপিএনক্রিকইনফোকে জানিয়েছেন, ”আমার মনে হয় এই যে শারীরিক অবস্থার পরিবর্তন, এটা হতে সময় লাগবে। অন্তত চার সপ্তাহ তো বটেই। ধীরে ধীরে শুরু করতে হবে, তারপর পরিশ্রম বাড়াতে হবে এবং এর পর তীব্রতা।”লকডাউনে ক্রিকেট অনুশীলন করতে না পারা যে

শরীরের ওপর ভালোই প্রভাব ফেলেছে সেটা জানিয়েছেন কার্তিক, ”চেন্নাইয়ে লকডাউন নিয়ে কড়াকড়ি একটু কমেছে। আমরা চাইলে এখন অনুমতি নিয়ে অনুশীলনে যেতে পারছি। আমি সেটাই করব ভাবছি। কিন্তু সেটা ধীরে ধীরে করব। আমার শরীর পুরা জম্বি (স্লথ গতির জীবন্মৃত মানব) মুড়ে আছে। ঘরে বসে আছি, কিছু করছি না।”কার্তিক অবশ্য প্রথম ক্রিকেটার নন যিনি অনুশীলনে যাচ্ছেন। এর মধ্যেই শার্দুল ঠাকুল অনুশীলনে নেমে পড়েছেন। মহারষ্ট্রের পালঘর জেলায় গত মাসেই স্থানীয় ক্রিকেটারদের সঙ্গে অনুশীলন করেছেন জাতীয় দলের এই পেসার। ধীরে ধীরে লকডাউন তুলে নেওয়া হচ্ছে ভারতের বিভিন্ন স্থানে। তবে এখনো এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যাওয়ার অনুমতি মেলেনি।

”এক মিনিট নীরবতা” লা লিগায় হতে যাচ্ছে নিয়ম

করোনাভাইরাস ব্যাপক তাণ্ডব চালিয়েছে স্পেনে। এখন এর তীব্রতা কিছুটা হলেও কমে এসেছে। আর তাই তো আবার শুরু হতে যাচ্ছে লা লিগা। তবে লা লিগা শুরুর আগেই স্মরণ করবে করোনায় আক্রান্ত হয়ে নিহত স্পেনের ২৭ হাজারের বেশি মানুষকে।আগামী বৃহস্পতিবার সেভিয়া ও রিয়াল বেতিসের ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে লা লিগা। ম্যাচটি শুরুর আগে করোনায় নিহতদের স্মরণ করে এক মিনিটের নীরবতা পালন করা হবে। শুধু এই ম্যাচেই নয়, লা লিগার প্রতিটি ম্যাচের আগেই এভাবে স্মরণ করা হবে নিহতদের।লিওনেল মেসি-লুইস সুয়ারেজরা মাঠে ফিরবেন আগামী শনিবার। সেদিন রিয়াল মায়োর্কার বিপক্ষে খেলবে বার্সেলোনা। পরের দিন এইবারে বিপক্ষে মাঠে নামবে রিয়াল মাদ্রিদ। এসব ম্যাচে তো বটেই, চলতি মৌসুমে দ্বিতীয়-তৃতীয় বিভাগের ম্যাচগুলোসহ সৌখিন ফুটবলের কোনো ম্যাচের আগেও স্মরণ করা

হবে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া স্প্যানিশ নাগরিকদের।আজ স্পেনের ফুটবল ফেডারেশন আর লা লিগা কর্তৃপক্ষ এক যৌথ বিবৃতিতে ম্যাচের আগে এক মিনিটের নীরবতার বিষয়টি জানিয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ”উভয় সংগঠনই করোনায় নিহত মানুষ আর তাদের পরিবারবর্গকে শ্রদ্ধা জানাতে (ম্যাচ শুরুর আগে এক মিনিটের নীরবতা পালনের) সিদ্ধান্ত নিয়েছে।”এই প্রক্রিয়া মূলত শুরু হবে আগামী বুধবার থেকে। লা লিগা বৃহস্পতিবার মাঠে গড়ালেও স্পেনের পেশাদার ফুটবল শুরু হবে সেদিনই। যে ম্যাচে মুখোমুখি হবে স্পেনের দ্বিতীয় বিভাগের দুই দল রায়ো ভায়েকানো ও আলবাসেতে। দল দুটি দ্বিতীয়ার্ধের ৪৫ মিনিটই শুধু খেলবে। এর আগে প্রথম ৪৫ মিনিট খেলার পর ম্যাচটি স্থগিত হয়েছিল।

কোহলির সঙ্গে বন্ধুত্বের রহস্য জানালেন উইলিয়ামসন

মাঠে মুখোমুখি হলে পরস্পরকে কখনোই এতটুকু ছাড় দিতে চান না। কিন্তু মাঠের বাইরে বিরাট কোহলির সঙ্গে দারুণ বন্ধুত্ব কেমন উইলিয়ামসনের? প্রজন্মের সেরা দুই ব্যাটসম্যানের বন্ধুত্বের রসায়নটা বেশ পুরোনো। ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলির সঙ্গে এক যুগ আগে ক্রিকেট মাঠে প্রথম দেখা হয়েছিল নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক উইলিয়ামসনের। সেই থেকে বন্ধুত্বের শুরু দুজনের। আজও এতটুকু ভাটা পড়েনি।২০০৮ সালে মালয়েশিয়ায় অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপে প্রথম দেখা হয় দুজনের। সেবার নিউজিল্যান্ডকে সেমিফাইনালে হারিয়ে দেয় ভারত। ফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হন কোহলিরা। বিশ্বের অন্যতম সেরা ব্যাটসম্যানের বিপক্ষে খেলতে পেরে নিজেকে ভাগ্যবানই বলছেন উইলিয়ামসন। দুজনের দ্বৈরথটা কখনো কখনো বেশ উপভোগও করেন কিউই ব্যাটসম্যান। সম্প্রতি স্টার স্পোর্টসের একটি অনুষ্ঠানে উইলিয়ামসন বলেন, ” হ্যাঁ, আমরা ভাগ্যবান যে একে অন্যের বিপক্ষে খেলতে পারি। খুব কম বয়সে আমাদের পরিচয় হওয়া এবং কোহলির উন্নতি দেখতে পাওয়া দারুণ ব্যাপার।”

আইপিএলে ডাক না পেয়ে নিজেকে নগ্ন মনে হয়েছিল “নতুন কোহলির”

ফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে দুর্দান্ত এক সেঞ্চুরি, তা-ও আবার অধিনায়ক হিসেবে। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতেই ২০১২ অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপে ভারতকে যখন শিরোপা এনে দিলেন উন্মুক্ত চাঁদ, তাঁর ভবিষ্যৎ ঘিরে চাঁদের আলোই দেখছিলেন সবাই। আগ্রাসন, ব্যাটিংয়ের ধরন সব মিলিয়ে চার বছর আগেই ভারতকে অনূর্ধ-১৯ বিশ্বকাপ জেতানো বিরাট কোহলির সঙ্গে তুলনা হচ্ছিল তাঁর। এই বুঝি নতুন কোহলি পেয়ে গেল ভারত!কোথায় কী! যে উন্মুক্ত চাঁদকে ঘিরে বড় কিছুর স্বপ্ন ছিল, সেই উন্মুক্ত চাঁদের নামের পাশে এত বছর পরও ভারতের জার্সিতে কোনো আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার রেকর্ড হয়নি। আন্তর্জাতিক ম্যাচ কী, ভারত ”এ” দলেও এখন আর জায়গা হয় না। ২০১৬ সালের পর আইপিএলেও কোনো ম্যাচ খেলা হয়নি তাঁর। তা ২০১৮ আইপিএলে অবিক্রিত থাকার পর নাকি উন্মুক্ত চাঁদের নিজেকে নগ্ন মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল, কেউ তাঁর কাপড় ছিড়ে নিয়েছে!ক্যারিয়ারের উত্থানের বদলে পতনই তো দেখেছেন বেশি। ভারতের ক্রিকেটে গত কয়েক বছরে সবচেয়ে বড় হতাশাও সম্ভবত উন্মুক্তই। ২০১৬ সাল পর্যন্ত তবু ভারত এ দল, দিল্লি রাজ্য দল আর আইপিএলে দিল্লি-রাজস্থান-মুম্বাইয়ে খেলেছেন। কিন্তু ২০১৬ সালের পর এসে যেন তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে উন্মুক্তের ক্যারিয়ার। দিল্লির ওয়ানডে দল থেকে বাদ পড়লেন, এরপর ভারত ”এ” দল থেকে, তারপর আইপিএলেও থাকলেন অবিক্রিত।কী হয়েছিল, সেটিই ভারতের সাবেক ব্যাটসম্যান ও বর্তমান ধারাভাষ্যকার আকাশ চোপড়ার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জানাচ্ছিলেন উন্মুক্ত। দিল্লির ওয়ানডে দল থেকে বাদ পড়া নিয়ে প্রথমে বললেন, ”আমার জন্য সবচেয়ে বড় ধাক্কা ছিল দিল্লির ওয়ানডে দল থেকে বাদ পড়া। সে সময় (২০১৬) ভারত ”এ” দলের অধিনায়ক ছিলাম আমি, রান করছিলাম, মুম্বাইয়ের হয়ে আঞ্চলিক টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্ট খেলছিলাম। এর মধ্যে তাঁরা আমাকে দিল্লির ওয়ানডে দল থেকে বাদ দিয়ে দিলেন।”উন্মুক্তের এরপরের পুরো গল্পটাই যেন প্রতিশ্রুতিভঙ্গের আর হতাশার। প্রথমে দিল্লির দল থেকে বাদ পড়ার কারণ ব্যাখ্যা করলেন এভাবে, ”আমি তখন শিখর ধাওয়ান আর গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে খেলছিলাম। নির্বাচকেরা আমাকে বললেন আমরা তোমাকে ভিন্ন কিছুর জন্য প্রস্তুত করছি। এরপর দিল্লি দল থেকে বাদ দিয়ে দিলেন।”সেখান থেকেই শুরু তাঁর পতনের গল্পের, ”বাদ পড়লাম। এরপর দিল্লি প্রথম তিন ম্যাচে হারার পর আবার সুযোগ পেলাম। পঞ্চম ও ষষ্ঠ ম্যাচে খেলি, সেখানে ৭৫ ও ৮০ রান করে ম্যাচসেরাও হই। কিন্তু যেহেতু আমি খুব বেশি ম্যাচ খেলিনি, খুব বেশি রানও পাইনি। নির্বাচকেরা আমাকে ভারত ”এ” দল থেকেও বাদ দিয়ে দিলেন। ২০১৭ সালে এসে প্রথমবার আমি ক্যারিয়ারে ভারত ”এ” দল থেকে বাদ পড়লাম। একই সময়ে আইপিএল থেকেও বাদ পড়লাম।”আইপিএলে অবিক্রিত থাকাও উন্মুক্তর কাছে আরেক প্রতিশ্রুতিভঙ্গের ইতিহাস। সে সময় মুম্বাই ইন্ডিয়ানসে থাকলেও বেশি একটা খেলার সুযোগ পাচ্ছিলেন না। সে কারণে দল বদলানোর কথা ভেবেছিলেন। এরপর কি হলো? উন্মুক্তর মুখেই শুনুন, ”সেটা আরেক মজার গল্প। মুম্বাই ইন্ডিয়ানসে ছিলাম, ওরা আমাকে রিটেইন করেছিল। কিন্তু ওটা এত বড় দল ছিল যে সেখানে খেলার সুযোগ পাচ্ছিলাম না। আমি এমন কোথাও যেতে চাইছিলাম যেখানে খেলার সুযোগ পাব।

একজনের সঙ্গে কথা হয়েছিল, তিনি আমাকে বললেন মুম্বাই ছেড়ে তাঁদের দলে যেতে। কিন্তু অকশনে কেউ আমাকে কিনল না!”সব হারানোর অনুভূতিটা স্বাভাবিকভাবেই ভালো কিছু হওয়ার কথা নয়। উন্মুক্ত তা বর্ণনা করলেন এভাবে, ”হঠাৎ মনে হল যে হঠাৎ করেই আমি আইপিএলে খেলতে পারছি না, দিল্লি ক্রিকেটেও না। অনেক বড় ধাক্কা ছিল এটা। মনে হচ্ছিল, আমার কাপড় কেউ ছিড়ে নিয়ে যাচ্ছে। সবকিছু ছিল, সেখান থেকে হঠাৎ খালি হয়ে গেল। ৩-৪ দিন পর ঘুম থেকে উঠে অনুশীলনে যাই আমি।”

ভয়ে কেঁদেছিলেন রোহিতের স্ত্রী

ওয়ানডে ক্রিকেটে তিনটি ডাবল সেঞ্চুরি করা একমাত্র ব্যাটসম্যান রোহিত শর্মা। ১৫৮ বলে ২০৯ রান, ১৭৩ বলে ২৬৪ আর ১৫৩ বলে অপরাজিত ২০৮। কোন ডাবল সেঞ্চুরিটিকে এগিয়ে রাখবেন রোহিত? তিনটির মধ্যে একটিকে সেরা বলা ভারতীয় ওপেনারের জন্য নিঃসন্দেহে কঠিন এক কাজ। কিন্তু তাঁর স্ত্রী ঋতিকার জন্য নিশ্চয়ই এটা কোনো কঠিন কাজ নয়।রোহিত ২০১৭ সালে মোহালিতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে যেদিন তাঁর তৃতীয় ডাবল সেঞ্চুরিটি পেয়েছিলেন সেদিন ছিল তাঁর বিয়ে বার্ষিকী। ম্যাচটি গ্যালারিতে বসে দেখেছিলেন রোহিতের স্ত্রী ঋতিকা। ভারতীয় ওপেনার ২০০ রানে পৌঁছানোর পর ক্যামেরা ঘুরে যায় গ্যালারিতে, ঋতিকার দিকে। ক্যামেরায় ধরা পড়ে ঋতিকা কাঁদছেন, নিঃসন্দেহে আনন্দাশ্রু। বিয়ে বার্ষিকীর দিন মাঠে থাকা স্বামীর কাছ থেকে এর চেয়ে বড় উপহার আর কী পেতে পারতেন ঋতিকা!বিয়ে বার্ষিকীর দিন স্বামীর কাছ থেকে একটি ডাবল সেঞ্চুরি পেয়েছেন। যে ডাবল সেঞ্চুরি আবার তাঁর স্বামীকে বিশ্বের বাকি সব ক্রিকেটারদের থেকে আলাদা করে দিয়েছে। রোহিতের এই সেঞ্চুরিটিকেই তো সেরা বলবেন ঋতিকা। কিন্তু ওভাবে কেঁদেছিলেন কেন? ঋতিকার কান্নার সেই ছবিটি তখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সংক্রমণ হয়ে যায়। সবাই ভেবেছিল বিয়ে বার্ষিকীর দিন রোহিতের কাছ থেকে এমন মধুর উপহার পেয়ে আবেগ ধরে রাখতে পারেননি ঋতিকা।আসল কারণটি জানা গেল এতদিন পর। দুই সতীর্থ শিখর ধাওয়ান ও মায়াঙ্ক আগরওয়ালের সঙ্গে এক ভিডিও আড্ডায় যেটি জানিয়েছেন রোহিত নিজেই, ”আপনারা দেখেছেন আমার স্ত্রী আবেগাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। দিনটি ছিল বিশেষ। আমাদের বিয়ে বার্ষিকী। মাঠে থেকে আমার পক্ষে সবচেয়ে সেরা উপহারটাই হয়তো তাকে আমি দিতে পেরেছিলাম। এটা তো আবেগের বিষয়ই।”কিন্তু সেই কান্নার আসল কারণটা এরপরই জানিয়েছেন রোহিত, ”প্রথমে আমি বুঝতেই পারিনি সে কেন কেঁদেছিল। আমি পরে তাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, তুমি কি কেঁদেছ? তখন সে আমাকে কান্নার কারণটা বলেছে। ১৯৬তম রানটি নিতে গিয়ে আমাকে ডাইভ দিতে হয়েছিল। হাতে ব্যথা পেয়েছিলাম। ও ভেবেছিল হয়তো আমার হাত মচকে গেছে। এটাতে ও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। এ কারণেই সে আবেগী হয়ে গিয়েছিল।”

রবিবার নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের মন্ত্রী ডাঃ রমেশ পোখরিয়াল নিশাঙ্ক এক ভিডিও কনফারেন্সে মিলিত হন। ছবি-পিআইবি।

করোনা মোকাবিলায় কঠোর হতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি সুদীপের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। করোনা পরিস্থিতিতে রাজ্যে সামাজিক দূরত্ব দিন দিন উধাও হয়ে যাচ্ছে সেই সাথে বাজার হাটে এবং বিভিন্ন জায়গায় বাড়ছে ভিড়। সেই সাথে পাল্লা দিয়ে করোনা সংক্রমণের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে মানুষ আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন। এই বিষয় গুলিকে বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে অবহিত করেছেন। রবিবার মুখ্যমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে বিস্তারিত উল্লেখ করে বলেন, করোনা মোকাবিলায় সরকারি নীতি নির্দেশিকা আরও কঠোর করা প্রয়োজন। যদি এমন পরিস্থিতি চলতে থাকে তাহলে রাজ্যে দুই মাসে আক্রান্তের সংখ্যা প্রচুর বাড়বে তাই পরিস্থিতি হাতের নাগালের বাইরে যাওয়ার আগে কঠোর ব্যবস্থা নিতে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন সুদীপ রায় বর্মণ।

কংগ্রেস নেতা সুখময় সাহা যোগ দিলেন বিজেপিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। কংগ্রেস ছাড়লেন সুখময় সাহা। প্রাক্তন যুব কংগ্রেসের সভাপতি দায়িত্ব পালন করেছিলেন সুখময় সাহা। রবিবার তিনি বিজেপি দলে যোগদান করেছেন। বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা সুখময় সাহার হাতে দলিয় পতাকা তুলে দিয়ে দলে বরণ করে নেন। ছাত্র আন্দোলন থেকে শুরু যুব আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সুখময় সাহা। একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, গত প্রায় ৪/৫ বছর যাবত সুখময় সাহা কংগ্রেসের কোনও ধরনের কর্মসূচিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে নজরে আসেনি।

শান্তিরবাজারে মদ সহ আটক এক বিক্রেতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৭ জুন।। মাক্স বিরোধি অভিযান করতেগিয়ে শান্তির বাজার পুলিশের হাতে ধরাপরলো এক মদ বিক্রেতা। ঘটনার বিবরনে জানাযায় শান্তির বাজার থানার উদ্দ্যোগে আজ শান্তির বাজারে মাক্স বিরোধী অভিযান নামে। এরমধ্যে সন্দেহজন অবস্থায় থাকার কারনে টি আর ০৮ ২৩১৩ নাম্বারের অটোগাড়ীকে আটককরে ৪ কার্টুন মদ আটক করে পুলিশ। সঙ্গে অবৈধ মদ বিক্রেতা অলইছড়ার বাসিন্দা বিল্লাল মিয়া (৩০) কে আটক করে শান্তির বাজার থানার পুলিশ। এইব্যাপারে সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান শান্তির বাজার থানার ওসি সুব্রত চক্রবর্তী। তিনি এও জানান উনি আসার পর নিজ দায়িত্ব পালনের পাশাপশি থানার সার্বিক উন্নয়নে কাজ করেযাচ্ছে। এরইমধ্যে বিগত দিনে জাতীয় সড়কের পাশে থানার কোনোপ্রকার সাইনবোর্ড ছিলোনা। সুব্রত চক্রবর্তী নিজ উদ্দ্যোগে শান্তির

ছয়ের পাতায় দেখুন

বিলোনীয়ায় বৃক্ষরোণ করলেন যুব কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৭ জুন।। পাঁচই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস। একদিকে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত গোটা বিশ্ব অন্যদিকে বৃক্ষরোপণের মধ্য পরিবেশকে বাঁচানোর তাগিদে পালন করছে বিশ্ব পরিবেশ দিবস। ২০২০ সালের এই পরিবেশ দিবস ঘটা করে পালিত না হলেও বিভিন্ন সংস্থা,ক্লাব রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে ব্যাক্তিগত উদ্যোগে যে তার মত করে বৃক্ষরোপণ করছে। যাতে পরিবেশ ভূ-উষ্ণায়ন হাত থেকে রক্ষা পায়।

একটি গাছ একটি প্রাণ গাছ। গাছ লাগান প্রাণ বাঁচাও--এই স্লোগানকে সামনে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে বিলোনিয়ার ব্লক কংগ্রেস এবং যুব কংগ্রেসের নেতাকর্মীরা বৃক্ষরোপণ করলো রবিবার সকালে। তিন দিনব্যাপি এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে বিলোনিয়া মহকুমা জুড়ে প্রায় এক হাজারের উপরে চারা গাছ লাগানোর কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। রবিবার কর্মসূচির দ্বিতীয় দিনে, বিলোনিয়া পৌরসভার বেশ কিছু জায়গায় বিভিন্ন রকমের চারা গাছ রোপণ করেন কংগ্রেস নেতাকর্মীরা। এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন ব্লক কংগ্রেস সভাপতি অরূপ দেব, যুব কংগ্রেস সভাপতি প্রসান্ত দেবনাথ, কংগ্রেসের এসসি সেলের নেতা অভীক দাস সহ আরো অন্যান্যরা। বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে উপস্থিত ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি অরূপ দেব সকলের কাছে আহ্বান রাখেন একটি করে গাছ লাগানোর জন্য। এই গাছ বড় হয়ে সবুজ ত্রিপুরা , সবুজ দেশ গঠনে সাহায্য করবে বলে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সামনে বলেন।

ভারতে করোনায় একদিনে আক্রান্ত ৯৯৭১

নয়াদিল্লি, ৭ জুন (হি. স.): গোটা ভারতজুড়ে চলছে আনলক ওয়ান। কিন্তু করোনা তার মারণ দৌরাত্ম্য অব্যাহত রেখেছে। আর সেই কারণে একদিনে আক্রান্তের নিরিখে আগের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দেশজুড়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ৯৯৭১। নিহত ২৮৭। ফলে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৪৬৬২৮। এর মধ্যে সক্রিয় আক্রান্ত ১২০৪০৬। দেশজুড়ে এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৬৯২৯। রবিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্তন্তর্রকের তরফ থেকে এমনই তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

এদিন স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ১১৯২৯৩। আইসিএমআর এর তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে বিগত ২৪ ঘণ্টায় ১৪২০৬৯ লালারসের নমুনা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। সব মিলিয়ে ৪৬৬৬৩৮৬ টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। করোনায় সবথেকে খারাপ অবস্থা মহারাষ্ট্রের। সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮২৯৬৮, তামিলনাড়ুতে আক্রান্ত ৩০১৫২।

বাজ পড়ে গুরুতরভাবে আহত জনজাতি রমণী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। বাজ পড়ে গুরুতর ভাবে আহত এক জনজাতি রমণী। ঘটনা রবিবার সকালে খোয়াই মহকুমার তুলাশিখর ব্লকের অধিন রবি চরণ চৌধুরী পাড়ায়। আহত জনজাতি মহিলার নাম রুপিকা দেববর্মা। বয়স আনুমানিক ৩০ বছর। ঘটনার বিবরণে জানা যায় এইদিন সকালে তুলাশিখর ব্লকের অধিন রবি চরণ চৌধুরী পাড়ায় বৃষ্টি হচ্ছিল। তখন নিজ ঘরে বসে পরিবারের অন্যান্যদের সাথে কথা বলছিল রুপিকা দেববর্মা। কথা বলার সময় আচমকা বাজ পড়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে রুপিকা দেববর্মা। সাথে সাথে খবর দেওয়া হয় দমকল বাহিনিকে। দমকল বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আহত রুপিকা দেববর্মাকে উদ্ধার করে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। আহত রুপিকা দেববর্মা বর্তমানে খোয়াই জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

ওএনজিসি এলাকায় করোনার সচেতনতামূলক আলোচনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৭ জুন।। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে মাস্ক ও সেনিটাইজার ব্যবহার এবং সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে রবিবার ওএনজিসি সংলগ্ন এলাকায় এক সচেতনতামূলক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। প্রশাসন আয়োজিত এই সচেতনতা মূলক আলোচনা চক্রে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক আশিস কুমার সাহা, সদরের এসজিডিএম অসীম সাহা সহ অন্যান্যরা। করোনাভাইরাস সংক্রমণজনিত পরিস্থিতিতে নেশা মুক্ত সমাজ গঠনের উপর আলোচনা চক্রে গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আলোচনাচক্রে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক আশিস কুমার সাহা বলেন এই সংকটময় মুহুর্তে নেশা বিপদ ডেকে আনতে পারে। নেশাসক্ত লোকজনরা সবচেয়ে বেশি বিপদজনক ঝুঁকিতে রয়েছে বলেও উল্লেখ করেন বিধায়ক আশিশ কুমার শাহা। তিনি আরো বলেন করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবেলায় এখনো পর্যন্ত কোন ঔষধ কিংবা প্রতিষেধক আবিষ্কার করা সম্ভব হয়নি। আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা ই একমাত্র পথ বলে উল্লেখ করেন তিনি। সকলকে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পরামর্শ দিয়েছেন তিনি।

কদমতলায় এস মোর্চার উদ্যোগে করোনা নিয়ে কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ৭ জুন।। বিজেপি তপশিলি মোর্চার উদ্যোগে আজ কোভিড ১৯ কর্মশালা ও সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় উত্তরের কদমতলা টাউন হলে।প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এস সি মোর্চার রাজ্য সভাপতি টিটন দাস, বিজেপি উত্তর জেলার সভানেত্রী মলিনা দেবনাথ, উত্তর জেলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস, সহকারি সভাধিপতি বিশ্বজিৎ ঘোষ, ব্লক চেয়ারম্যান সুব্রত দেব, মন্ডল সভাপতি রাজা ধর প্রমুখ। আজকের এই অনুষ্ঠানের পৌরহিত্য করেন এস সি মোর্চার উত্তর জেলার সভাপতি অংকু মালাকার। মূলত কোভিড ১৯ নিয়ে কিভাবে আরো সচেতনতা বৃদ্ধি করা যায়,দলীয় স্তরে কিভাবে প্রচার আনা যায় সে বিষয়ে সাংগঠনিক বৈঠক হয়।এরপর আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন নেতৃত্বরা। পাশাপাশি কদমতলার ব্লক এলাকার কর্মরত সাংবাদিকদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। সাংবাদিকরাও জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছে তার জন্য উত্তর জেলা এস সি মোর্চার তরফ থেকে সাংবাদিকদের উত্তরীয় , ফুল এবং একটি গাছের চারা দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়।

পুলওয়ামায় জঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশি

নয়াদিল্লি, ৭ জুন (হি. স.): গোপন সূত্র থেকে খবর পেয়ে দক্ষিণ কাশ্মীরের পুলওয়ামায় তল্লাশি অভিযান চালায় নিরাপত্তা বাহিনী। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত অভিযান চলছে বলে জানা গিয়েছে।রবিবার ভোরে দুইটি দলে ভাগ হয়ে পুলওয়ামার গাসু এবং ওয়াসুতে তল্লাশি অভিযান চালায় রাষ্ট্রীয় রাইফেলস, সি আর পি এফ, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ। সামরিক পরিভাষাই এই ধরণের তল্লাশি অভিযানকে কর্ডন অ্যান্ড সার্চ অপারেশন বলা হয়। গোটা এলাকাটি ঘিরে ধরে প্রতিটি বাড়িতে ঢুকে জঙ্গিদের খোঁজে চিরুনি তল্লাশি করা হয়।যদিও এখনও পর্যন্ত কোনও জঙ্গির খোঁজ পাওয়া যায়নি।তবে অভিযান চলছে। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য তৈরি

ছয়ের পাতায় দেখুন

শোপিয়ানে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে জঙ্গিদের গুলির লড়াই অব্যাহত

শ্রীনগর, ৭ জুন (হি. স.): দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ানে নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে জঙ্গিদের গুলির লড়াই চলছে। এই ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। জঙ্গীদের লুকিয়ে থাকার খবর গোপন সূত্র থেকে পেয়ে দক্ষিণ কাশ্মীরের শোপিয়ান জেলার জাইনপোরায় তল্লাশি অভিযান চালায় সিআরপিএফ, রাষ্ট্রীয় রাইফেলস, জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ। সামরিক পরিভাষায় এই ধরণের তল্লাশি অভিযানকে কর্ডন এন্ড সার্চ অপারেশন বলে। গোটা এলাকাটি ঘিরে এই অভিযান চালানো হয়। ওই এলাকার প্রতিটি বাড়িতে ঢুকে চিরুনি তল্লাশি চালানো হয়। সেই সময় তল্লাশি রত জওয়ানদের লক্ষ্য করে অবিরাম ধারায় গুলি চালাতে থাকে জওয়ানরা। পাল্টা জবাব দেয় ভারত। শুরু হয় দুই তরফের তুমুল গুলির লড়াই।সংঘর্ষ এখনো চলছে বলে জানা গিয়েছে। গোটা এলাকাটি সিল করে ফেলা হয়েছে।জঙ্গিরা যাতে ঘটনাস্থল থেকে না পালাতে পারে তার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

দিল্লির সীমান্ত খুলে দেওয়ার ঘোষণা কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ৭ জুন (হি. স.): সোমবার থেকে দিল্লির সীমান্ত খুলে দেওয়ার ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কেন্দ্রীয় হাসপাতাল বাদে বাকি হাসপাতালগুলিতে শুধুমাত্র দিল্লির বাসিন্দারাই চিকিৎসা করানোর অগ্রাধিকার পাবেন বলে জানিয়েছেন তিনি।

ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে রবিবার মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, দিল্লি সবকটি সীমান্ত সোমবার থেকে খুলে দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় হাসপাতাল বাদে রাজ্যের বাকি হাসপাতালগুলিতে শুধুমাত্র দিল্লির বাসিন্দাদের চিকিৎসা হবে।সোমবার থেকে শহরের রেস্তোরাঁ, শপিংমল এবং ধর্মীয় স্থানগুলি যথারীতি নিজেদের স্বাভাবিক কাজকর্ম চালিয়ে যেতে পারবে।কিন্তু হোটেল এবং ব্যাঙ্কুয়েট হলগুলি বন্ধ থাকবে। করোনা মোকাবিলায় জুনের শেষের দিকে দিল্লির প্রয়োজন হবে আরও ১৫ হাজার শয্যা। উল্লেখ করা যেতে পারে এর আগে এক সপ্তাহের জন্য দিল্লি সীমান্ত বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। করোনার বাড়বাড়ন্ত রোধ করার জন্যই তার এই উদ্যোগ ছিল বলে জানা গিয়েছে। দেশের যে কটি রাজ্য করোনা সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে দিল্লি।

ভারতে করোনায় একদিনে আক্রান্ত ৯৯৭১

নয়াদিল্লি, ৭ জুন (হি. স.): গোটা ভারতজুড়ে চলছে আনলক ওয়ান। কিন্তু করোনা তার মারণ দৌরাত্ম্য অব্যাহত রেখেছে। আর সেই কারণে একদিনে আক্রান্তের নিরিখে আগের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দেশজুড়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে ৯৯৭১। নিহত ২৮৭। ফলে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৪৬৬২৮। এর মধ্যে সক্রিয় আক্রান্ত ১২০৪০৬। দেশজুড়ে এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৬৯২৯। রবিবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্তন্তর্রকের তরফ থেকে এমনই তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

এদিন স্বাস্থ্যমন্ত্রকের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ১১৯২৯৩।

ছয়ের পাতায় দেখুন

অসুস্থ স্বামীর চিকিৎসার খরচ বহন করতে গিয়ে নিঃস্ব অসহায় পরিবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ৭ জুন।। অসুস্থ স্বামীর চিকিৎসার খরচ বহন করতে গিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েন গন্ডাছড়া হরিপুর এলাকার বাসিন্দা গীতারানী মল্লিক। জানাগেছে তিন মেয়ে সহ তাদের পাঁচ জনের পরিবার। বিপিএল পরিবার ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের ভাগ্যে জুটছে না সরকারী সুযোগ সুবিধা। গীতারানী মল্লিকের স্বামী পবন মল্লিক রাজ মেস্তুরির কাজ করতেন। তখন তাদের সংসার ভালই চলত। এর মধ্যে বড় মেয়ের বিয়েও দিয়ে দেন। গীতারানী মল্লিক জানান গত প্রায় তিন মাস যাবত ওনার স্বামী প্রচন্ড অসুস্থ। তার চিকিৎসার জন্য ধলাই জেলা কুলাই হাসপাতাল থেকে শুরু করে আগরতলা জিবি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কিছু দিন চিকিৎসার পর একটু সুস্থ হলে তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। বাড়িতে এসে অল্প কিছু দিন পর তিনি আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন।

বর্তমানে ওনার পক্ষে পুনরায় জিবিতে নিয়ে গিয়ে স্বামীর চিকিৎসা করানো সম্ভব হচ্ছে না। দিন এনে দিন খাওয়া এই পরিবারটি বর্তমানে লক ডাউনের মুহূর্তে সংসার চালানোই এক প্রকার কষ্টকর। তার উপর অসুস্থ স্বামীর চিকিৎসা করাবেন কি ভাবে তাহা ভেবে পাচ্ছেন না গীতারানী দেবী। যা কিছু সম্বল ছিল সবাই বিক্রি হয়ে গেছে। হাতে অবশিষ্ট আর কিছুই নেই। এমত অবস্থায় গীতারাণী দেবী ওনার স্বামীর প্রান ভিক্ষার জন্য সরকারী একটু সাহায্যের দাবি করছেন।

কাঞ্চনপুরে নেশা সামগ্রী সহ গ্রেপ্তার এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ৭ জুন।। রবিবার সাত সকালে নেশা বিরোধী অভিযানে সাফল্য পেল কাঞ্চনপুর থানার পুলিশ। নেশা সামগ্রী সহ আটক এক ব্যক্তি। কাঞ্চনপুর মহকুমা পুলিশ অফিসার বিক্রমজীত শুক্লা দাস গোপন খবরের ভিত্তিতে এদিন ভোরবেলা শান্তিপুর ইটভাটার পাশের রাস্তায় চেকিং করে প্রচুর পরিমাণে ড্রাগস জাতীয় নেশা সামগ্রী উদ্ধার করেন। ১৮৩ বোতল এস্কাফ ও ৩৬০ টি নেশার ট্যাবলেট আটক করে পুলিশ।

পড়ে এই নেশা সামগ্রী আটকের জেরে দশদা রাধামাধবপুর থেকে অমৃতলাল বিশ্বাস নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাকে নিয়ে আসা হয় কাঞ্চনপুর থানায়। এনডিপিএস অ্যাক্টে একটি মামলা দায়ের করা হয়। আটক নেশাকারবারী অমৃতলাল বিশ্বাসের কাছ থেকে জানা যায় নেশাদ্রব্য গুলি আগরতলা থেকে নিয়ে আসা হয় জনতা ট্রান্সপোর্টের মাধ্যমে।

এগুলি রিসিভ করে অমৃতলাল বিশ্বাস দশদায় নিয়ে যাচ্ছিল। ঘটনার তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

কেজরিওয়ালের নিন্দায় সরব দিল্লি মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন

নয়াদিল্লি, ৭ জুন (হি. স.): চিকিৎসকদের সতর্ক এবং হাসপাতালগুলিকে হুমকি দেওয়ার কারণে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের নিন্দায় সরব দিল্লি মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন। পাশাপাশি করোনা পরীক্ষার ক্ষেত্রে বিধিভঙ্গ করার দায়ে শ্রী গঙ্গারাম হাসপাতালের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া এফআইআরের বিরুদ্ধেও সরব চিকিৎসকদের এই সংগঠনটি।

শনিবার এক সাংবাদিক সম্মলেনে বক্তব্য রাখতে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে সতর্ক করে বলেছিলেন যে কোনও ভাবেই হাসপাতালের শয্যার কালো বাজারি করা যাবে না। করোনা রোগীদের চিকিৎসার জন্য ন্যূনতম ২০ শতাংশ শয্যা সংরক্ষিত রাখতে হবে। এমনটা না করলে কঠোর পদক্ষেপ নেবে প্রশাসন। এই প্রসঙ্গে রবিবার দিল্লি মেডিক্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে জারি করা বিবৃতিতে জানানো হয়েছে যে করোনা রোগীদের ভর্তি এবং পরীক্ষা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যে ভাষায় চিকিৎসকদের সতর্ক এবং হাসপাতাল গুলিকে হুমকি দিয়েছেন, তা নিন্দনীয়। যে সকল চিকিৎসকেরা নিরলসভাবে গত দুই মাসের বেশি সময় ধরে করোনা রোগীদের সেবা করে আসছিল মুখ্যমন্ত্রীর এমন মন্তব্য তারা অপমানিত। তাদেরকে অভিযুক্ত হিসেবে দেগে দেওয়া হচ্ছে এবং নতুন দিক নির্দেশ জারি করা হচ্ছে। যা কোনও ভাবেই কাম্য নয়।

এদিন এই সংস্থার তরফ থেকে যে দাবিগুলো করা হয় সেগুলো হল, চিকিৎসক এবং দিল্লি সরকারের প্রতিনিধিদের নিয়ে সমন্বয় কমিটি গড়ে তোলা। পর্যাপ্ত পরিমাণে পরীক্ষা, নোডাল আধিকারিক নিযুক্ত করা, নিহত রোগীদের সঠিক উপায় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা।

মন্দিরের পুরোহিতদের কাছে মাস্ক বিতরণ বিজেপি বিধায়কের

লখনউ, ৭ জুন (হি. স.): দেশজুড়ে চলছে আনলক ওয়ান।ইতিমধ্যেই খুলে গিয়েছে মন্দিরগুলি। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই মন্দিরগুলিতে পুজো হচ্ছে। কিন্তু করোনায় আক্রান্ত হওয়ার ভয় থেকেই যাচ্ছে। এবার সেই সকল পূজারীদের জন্য ত্রাতা হিসেবে এগিয়ে এলেন বিজেপি বিধায়ক। রবিবার সকালে উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদের কান্থ অঞ্চলে নির্দিষ্ট কয়েকটি মন্দিরের পূজারীদের হাতে পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট পিপিই কিট, মাস্ক, স্যানিটাইজার বিতরণ করলেন বিজেপি বিধায়ক রাজেশ কুমার সিং (চুন্নু)।

করোনা মোকাবিলায় কেন্দ্র ও রাজ্য সদর্থক পদক্ষেপ নিয়েছে বলে দাবি করে রাজেশ কুমার সিং জানিয়েছেন, অতিমহামারী করোনা মোকাবিলায় কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার যথাযথ পদক্ষেপ নিয়েছে। এই রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ার ক্ষেত্রে যাবতীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তাই নিজ উদ্যোগে মন্দিরের পূজারীদের মধ্যে মাস্ক, স্যানিটাইজার, পিপিই কিট বিতরণ করা হল। দিনে একজন পূজারী বহু ভক্তের সংস্পর্শে আসেন।তাই এই পদক্ষেপ নেওয়াটা একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল।

বিজেপির এই বিধায়কের দাবি, এখনো পর্যন্ত ৫০ গ্রামের শোধনের কাজ চালানো হয়েছে। সামাজিক দূরত্বের বিধি মেনে মন্দিরে পূজার্চনা চলছে।

মহাকালেশ্বর ধামের এক পূজারী জানিয়েছেন, 'প্রশাসনের এই সদর্থক পদক্ষেপ আমরা কৃতজ্ঞ।.

শুধুমাত্র দিল্লির বাসিন্দাদের জন্যই উন্মুক্ত হাসপাতাল, নির্দেশ কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ৭ জুন (হি. স.): কেন্দ্রীয় হাসপাতাল বাদে রাজ্যের অন্যান্য হাসপাতলে শুধুমাত্র দিল্লিবাসীরাই চিকিৎসা করানোর অগ্রাধিকার পাবে। দিল্লিতে অন্য রাজ্য থেকে আসা মানুষরা এই সুবিধা পাবে না বলে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। রবিবার মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, যে সকল রোগের চিকিৎসা শুধুমাত্র দিল্লিতেই সম্ভব তা ব্যতীত অন্যান্য রোগের চিকিৎসা পরিষেবা ভিন রাজ্য থেকে আসা মানুষদের দেওয়া হবে না। রাজ্যের বেসরকারি হাসপাতালগুলিকে এই নির্দেশিকা মেনে চলতে হবে।রেস্তোরাঁ, শপিংমল এবং ধর্মীয় স্থান খোলা থাকলেও বন্ধ থাকবে হোটেল এবং ব্যাঙ্কুয়েট হল। আগামী দিনে জরুরি পরিস্থিতিতে এই সকল হোটেল এবং ব্যাঙ্কুয়েট হলগুলিকেও হাসপাতালে পরিণত করা হবে। বর্তমান পরিস্থিতিতে দিল্লির হাসপাতালগুলিতে শুধুমাত্র দিল্লিবাসীদের চিকিৎসা হবে। কিন্তু দিল্লিতে থাকা কেন্দ্রীয় সরকারের হাসপাতালগুলিতে অন্যান্য রাজ্যের মানুষরা চিকিৎসা করাতে পারবে। কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হাসপাতালগুলিতে ১০ হাজার শয্যা রয়েছে। দিল্লি সরকারের হাসপাতালগুলোতেও সমসংখ্যক শয্যা রয়েছে। এতে করে স্বাস্থ্যব্যবস্থা ভারসাম্য রাখা যাবে।

রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা দেখভালের জন্য পাঁচ সদস্যের যে কমিটি গঠন করা হয়েছিল।সেই কমিটির সিংহভাগ সদস্যই প্রশাসনকে জানিয়েছে যে দিল্লির হাসপাতালগুলিতে প্রথম অধিকার এখানকার স্থানীয় বাসিন্দাদেরই। কমিটির সিদ্ধান্তকে মান্যতা দিয়েই এই ঘোষণা করল দিল্লি সরকার। এই বিষয়ে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, ৯০ শতাংশ দিল্লিবাসী এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে। কারণ সাধারণ সময় ভিন রাজ্য থেকে ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ মানুষ দিল্লিতে চিকিৎসা করাতে আসে। বর্তমান পরিস্থিতিতে এমনটা হলে রাজ্যের স্বাস্থ্যপরিষেবা ভেঙে পড়বে। চলতি মাসের শেষের দিকে করোনা রোগীদের চিকিৎসার জন্য আরও ১৫ হাজার শয্যা দিল্লিতে প্রয়োজন হবে।

এদিন প্রবীণ নাগরিকদের সামাজিক দূরত্ব এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। লকডাউন উঠে গেলেও অরুণাচল কোন নির্মূল হয়নি তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন তিনি।

টিয়কের জাঁজি নদীর ওপর স্থানীয়দের হাতে তৈরি ঝুলন সেতু

যোরহাট (অসম), ৭ জুন (হি.স.) : উজান অসমের যোরহাট জেলার অন্তর্গত টিয়কে জাঁজি নদীর ওপর স্থানীয় নাগরিকরা সম্মিতিতভাবে তৈরি করেছেন ঝুলন সেতু। নদীতে একটি স্থায়ী সেতু হবে, এই আশা দীর্ঘদিন ধরে ছিল স্থানীয় মানুষদের মনে। ভোট আসে, ভোট যায়। ভোটের স্বার্থে রাজনৈতিক বিভিন্ন দলের নেতারা ইতোপূর্বে বহুবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, বিজয়ী হলে এই নদীর ওপর স্থায়ী একটি সেতু নির্মাণ করে দেবেন। আখেরে কেউ কথা রাখেননি। অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দাদের।

তাই আর কোনও উপায় না পেয়ে স্থানীয়রা এক সঙ্গে সম্মিলিতভাবে সেতু তৈরির দায়িত্ব নিজেদের কাঁধেই তুলে নিয়েছেন। টিয়ক বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্রের অধীনে রাজ্যের অন্যতম একটি কৃষিপ্রধান অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। এতদিন পর্যন্ত বৃহত্তর ওউগুড়ি অঞ্চলের কৃষক তথা সাধারণ মানুষ বর্ষার মরশুমে ছোট নৌকা নিয়ে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে যাতায়াত করতেন। খরার সময় বাঁশের সাঁকো তৈরি করে তার ওপর দিয়ে যাতায়াত করতেন এলাকার নাগরিকরা। হাটবাজারে যেতে, দুধ, মাছ, শাক সবজি ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে বর্ষায় নৌকো এবং শীতের মরশুমে বাঁশের সাঁকোই ছিল তাঁদের ভরসা। টিয়ক রাজস্ব চক্র এলাকার টিয়ক এবং শিমলুগুড়ি মৌজার অধীনে এজারগুড়ি, গোসাঁইগাঁও, অরুণামুখ, বড়মথাউরি, বরালিমরা, সোনারিআতি, নেপালিখুঁটি সমেত প্রায় ২০টি গ্রাম রয়েছে। ওই সব নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী নিয়ে যাতায়াতে বেজায় অসুবিধার সম্মুখিন হতো তাঁদের। প্রায়ই বাজারে যাতায়াত করতে পারতেন না বৃহত্তর এলাকার মানুষ। ফলে কেজি কেজি শাক সবজি বিক্রির অভাবে ঘরে পচে নষ্ট হচ্ছিল। এবার নিজেরা হাত লাগিয়ে কোনও রকম যাতায়াতের উপযোগী একটি সেতু তৈরি করেছেন প্রায় সাত-আটটি গ্রামের মানুষ।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।